পেনশিল্পে নির্ম্মল পেন
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ২৯০ সংখ্যা

বৃহস্পতিবার, ১৪ পৌষ ১৩৭৮ (৯ পৌষ ১৮৯৩ শক) Thursday, December 30, 1971

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1086

মূল্য : ২২ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা (2 Paise)
মোট : ২৪ পয়সা (24 Paise)

ভারতীয় রণতরী 'কুকরি'-কে ডুবিয়েছে কে? মার্কিন সাবমেরিন?

বোম্বাই অফিস

২৯ ডিসেম্বর—গত ভারত-পাক যুদ্ধের সময় আরব সাগরে ভারতের ১২০০ টনের সাবমেরিন-ধ্বংসী ফ্রিগেট 'কুকরি' কে ডুবিয়েছে? কার গোপন হস্ত এর পিছনে কাজ করেছিল? ভারতের দুঃসাহসী নৌ-বাহিনী ইতিপূর্বেই পাক নৌশক্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় পাকিস্তানের 'কুকরি'কে ঘায়েল করার সাধ্য ছিল না।

অতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, একটি আমেরিকান সাবমেরিণ 'কুকরি'কে টরপেডো করে থাকতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার গোপন যোগসাজশের যেসব খবর নিত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে তাতে এই সম্ভাবনার বিষয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই সম্ভাবনাকে আরও 'বিশ্বাস'যোগ্য মনে হয় এই কারণে যে ২৭ নবেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে 'সেন্টো' দেশগুলির আরব সাগরে নৌ-মহড়া হচ্ছিল। এই মহড়ায় যেসব দেশের নৌবহর যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তান। পাকিস্তান ছিল নামেমাত্রই। মার্কিন নৌবহরে ছিল আণবিক শক্তি পরিচালিত সাবমেরিণ 'ফারগো', ডেস্ট্রয়ার 'ভালকুর' ও 'ম্যাকিনে'। ব্রিটিশ নৌবহরে ছিল বিমানবাহী জাহাজ 'আলবিয়ন' ও 'ঈগল', আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিণ 'ফিনহোয়েইল' ও ফ্রিগেট 'আর্কিমিয়েস' এবং ডেস্ট্রয়ার 'আরগোনট' 'আরতুসা' ও 'ল্যামরগন'।

সন্দেহ করা হচ্ছে, আমেরিকার সাবমেরিণ "ফারগো"-ই বোম্বাই ও করাচির মধ্যে দূর সমুদ্রে "কুকরি"তে টরপেডো ছুঁড়েছিল। কারণ "কুকরি"কে যখন ঘায়েল করা হয় তখন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌবাহিনী পাকিস্তানী নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রায় ৬০০ মাইল দীর্ঘ মাকরাণ উপকূলে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পূর্ণ আধিপত্য। ৪—৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতের নৌ-বাহিনী পাকিস্তানের সবচেয়ে সেরা দুটো ডেস্ট্রয়ারকে অকেজো ও অন্য কয়েকটি জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। কাজেই কুকরিকে আক্রমণ করার ক্ষমতা পাকিস্তানের ছিল না।

'গাজী' কিভাবে পাকিস্তানের হাতে এসেছিল সেই কাহিনী এখন পুরনো। তবে সেনেটর স্টিভেনসনের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। সেনেটে তিনি বলেছিলেন, 'আমেরিকার কোন জাহাজ যদি অন্য কোন দেশকে ধার দেওয়া হয় এবং সেই দেশ যদি তা পরে যুদ্ধে ব্যবহার করে তবে সেই দেশের সঙ্গে আমেরিকার যোগসাজশ রয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু জাহাজ বিক্রি করে বা সরাসরি দিয়ে দিলে ততটা সন্দেহের কারণ থাকে না।" তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে আরও বলেন, 'আমেরিকা নিরপেক্ষ বলে মুখে বললেও এই ঘটনায় তার নিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে যাচ্ছে।"

সেনেটারের এই উক্তি এবং যুদ্ধ বাধার পাঁচদিন আগেও পাকিস্তানকে আমেরিকার অস্ত্র সরবরাহ—দুটি বিষয় একত্রে দেখলে মনে হয় কীভাবে ও কেন আমেরিকা 'কুকরি'কে আক্রমণ করেছিল তা কোন না কোন সময় জানা যাবে।

বিদেশী সাহায্য বন্ধের হুমকিতে আমাদের কিছু এসে যাবে না

— প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীনগর, ২৯ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। বিদেশী সাহায্য বন্ধ করে দেবার হুমকিতে আমাদের কিছু এসে যাবে না।

যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য শ্রীমতী গান্ধী জনগণকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। কারণ সীমান্তের বর্তমান নীরবতা স্থায়ী ব্যাপার কিনা, তিনি তা জানেন না। তিনি বলেন, যুদ্ধ সবে থেমেছে। কিন্তু আমি জানি না স্থায়ী শান্তি আসবে কি না। দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে।

কেউ যদি মনে করে, যেহেতু আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি, তাই তারা আমাদের ভয় দেখাতে, চাপ দিতে ও ক্ষতি করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা সহ্য করবো না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের গণহত্যায় আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারি না। দখলদার বাহিনীর উৎপীড়নের ফলে সেখান থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আমাদের দেশে চলে আসেন এবং ভারতের উপর বিরাট আর্থিক চাপ পড়ে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ এখানে বলেন যে, আমরা পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চাই না। কারণ দুর্বল প্রতিবেশী সব সময়েই শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন : কোন দেশের ভয়ে ভারত নতিস্বীকার করবে না; সে দেশ যত শক্তিশালীই হোক না কেন। আমরা যে সাহসী জাতি, বিশ্বকে আমরা তা দেখিয়েছি। ভারতকে দুর্বল করার কোন রকম অপচেষ্টা থেকেও পাকিস্তান ও তার বন্ধুদের তিনি সতর্ক করে দেন।"

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ লোকসভাই সংবিধান রচনা করবে

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—বাংলাদেশে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হচ্ছে। জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা মিলে একটি লোকসভা গঠন করবেন। এই লোকসভাই বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করবে। তবে ফেব্রুয়ারির আগে লোকসভার অধিবেশন আহ্বানের কোন আশা করা যায় না।

পাকিস্তান থাকার সময় জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন নতুন লোকসভায় তাঁরা সবাই থাকবেন। গত নবেম্বরের নির্বাচনে বাংলাদেশ থেকে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসন লাভ করেছিলেন।

নির্বাচিত এই সব সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানী সেনাদের হাতে নিহত হয়েছেন এবং কেউ কেউ এখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। কিছু-সংখ্যক সদস্যের আবার কোন খোঁজখবরই পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস

নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—আজ রাতে বাংলাদেশ সরকারের তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভায় দফতর পুনর্বণ্টন করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীখোন্দকার মোসতাক আহমদের হাত থেকে পররাষ্ট্র দফতর নিয়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছেন মহঃ আবদুস সামাদ। কয়েকদিন আগে পররাষ্ট্র দফতরের সচিব মেহবুব আলমও পদত্যাগ করেন। তাঁর জায়গায় নতুন সচিব নিযুক্ত হয়েছেন আবুল ফতে।

গত ১৭ এপ্রিল তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর এই প্রথম দফতর পুনর্বণ্টন করা হল। আজ রাত্রে বঙ্গভবন থেকে দফতর পুনর্বণ্টনের সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

আবদুস সামাদ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী তাজউদ্দিন আমেদ—মন্ত্রিসভা বিভাগ, প্রতিরক্ষা, এসট্যাবলিসমেনট, তথ্য ও বেতার, যোজনা এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক ও যেসব দফতর বণ্টন করা হয়নি।

শ্রীমনসুর আলি—অর্থ, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্প ও বাণিজ্য।

শ্রীখোন্দকার মোস্তাক আহমদ—আইন, সংসদীয় বিষয়, ভূমিরাজস্ব এবং ল্যানড রেকরডস ও সারভে।

শ্রী এ এইচ এম কামারুজ্জমান—স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

শেখ আবদুল আজিজ—যোগাযোগ।

শ্রীফণিভূষণ মজুমদার—খাদ্য, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, গ্রামোন্নয়ন এবং সমবায়।

শ্রীজহুর আহম্মদ চৌধুরী—স্বাস্থ্য,

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

প্রথম ট্রেন—বনগাঁ থেকে যশোর জংশন। দীর্ঘদিন পর বুধবার আবার চালু।

—নিজস্ব চিত্র

ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন চলল

তরুণ ঘোষ

যশোর, ২৯ ডিসেম্বর—'জয় বাংলা' ধ্বনির মধ্যে আজ বনগাঁ ও যশোরের মধ্যে সরাসরি ট্রেন চললে ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন সংযোগ প্রথম স্থাপিত হয়। ছয় বছর আগে ১৯৬৫'-র পাক-ভারত যুদ্ধের পর এই রেলপথের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল।

সকাল দশটায় স্পেশ্যাল ট্রেনটি বনগাঁ স্টেশন ছেড়ে, যশোর স্টেশনে পৌঁছল ঠিক বেলা বারটায়। পেট্রাপোলে ভারত সীমান্ত ছাড়িয়ে ট্রেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করল বাংলাদেশে। তারপর একে একে বেনাপোল, নাভারন, গাদখালি ঝিকরগাছা ঘাট ছাড়িয়ে ৪৩ কিলোমিটার দূরে যশোরে। ট্রেনটি স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক' 'মুজিব-ইন্দিরা জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে ছুটে এলেন, যশোরের নাগরিকরা। ফুলের পাপড়ি আর আনন্দের উচ্ছলতা ছড়িয়ে দিয়ে ঘিরে ধরলেন ভারতীয় অতিথিদের। শৃংখলা রক্ষায় ব্যস্ত ভারতীয় জওয়ানরা। সঙ্গে মুক্তি

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কয়েকটি রাজ্য বিধান সভায় নির্বাচনের তারিখ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—যে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকায় ১৯৭২-এ নির্বাচন হওয়ার কথা, সেই সমস্ত স্থানে আগামী মারচের গোড়াতেই নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশন আজ আপাতত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে নির্বাচন শুরু হবে ৫ মারচ, রবিবার এবং শেষ হবে ১১ মারচ, শনিবার। ১১ মারচ সকাল ১০টায় ভোটগণনা শুরু হবে এবং ঐদিন সন্ধ্যায় নির্বাচন শেষ হওয়া মাত্র ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবরমা আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন যে, ১২ মারচের মধ্যে সব নির্বাচন শেষ করতে হবে কারণ, ১৩ থেকে ২৪ মারচের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে ছয়টি রাজ্য এবং গোয়া, দমন ও দিউ কেন্দ্রশাসিত এলাকার বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

মহারাষ্ট্র বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে ১৩ মারচ। রাজস্থানের ক্ষেত্রে এই তারিখ ৩ মে কারণ, ১৯৬৭ সালে সেখানকার বিধানসভা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

যে সমস্ত রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ মারচেই শেষ হচ্ছে সেগুলি হল : অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশ। মহারাষ্ট্রে সম্ভবত নির্বাচন হবে মারচ ৬, ৮ ও ১০ তারিখে। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯ মারচ। রাজস্থান সহ অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি।

চারটি রাজ্য—গুজরাট, পানজাব, মহীশূর ও পঃ বঙ্গ বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে রয়েছে। বিহার বিধানসভা আজই ভেঙে দেওয়া হল।

এই সমস্ত রাজ্যে নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কমিশন কোন অনুরোধ পাননি। অনুরোধ এলে মারচ ৫ থেকে ১১-র মধ্যে নির্বাচন হবে।

মণিপুর ও ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও রাষ্ট্রপতির শাসন রয়েছে। দিল্লি এবং গোয়া, দমন ও দিউয়ে নির্বাচন হওয়ার কথা।

যে সমস্ত রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ ১৯৭২-এর বেশি এবং যে সমস্ত রাজ্যে ১৯৭২-এ নির্বাচন আশা করা হচ্ছে না সেগুলি হল—হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও নাগাভূমি।

—পি টি আই

ভারতের অনুরোধ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে ব্যাপকহারে যে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে, ভারত আজ এক সরকারী বিবৃতিতে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছে।

বৈদেশিক মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র আজ এখানে সন্ধ্যায় বলেন, ভারতের সরকার ও জনগণ শান্তিকামী সব সরকার ও জনগণের সঙ্গে এই আশা পোষণ করে যে, উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ হবে এবং ইনদো-চীন সমস্যার সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উত্তর ভিয়েতনামে ব্যাপকহারে বোমাবর্ষণ শুরু হওয়ায় ভারত সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য স্লিপ বিলির ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য কলকাতার পাশপোরট অফিস (১১এ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট) পরিচয়-জনক স্লিপ দেওয়া হবে।

বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর দিয়ে রাজ্য সরকার বলেছেন জেলাগুলিতে এই স্লিপ দেবেন জেলা শাসক।

মুজিবর ফিরলে পাকিস্তানীদের ফেরৎ পাঠানো হবে

— ডি পি ধর

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—বাংলাদেশে ভারতের বিশেষ দূত শ্রী ডি পি ধর গতকাল বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যাবর্তন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আটক পাকিস্তানী অসামরিক ব্যক্তিদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে ভারত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ইউ এন আই ওই সংবাদ দিয়ে বলেন, শ্রীধর পশ্চিম পাকিস্তানে পাঁচ লক্ষ বাঙালীর নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের বেশির ভাগই করাচি এবং পার্শ্ববর্তী সিন্ধু প্রদেশে বাস করেন। দুটি বাঙালী ব্যাটেলিয়ান এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

তিনি বলেন একটা ব্যাপক লেনদেনব্যবস্থার মধ্যে আসতে হবে। মুজিব বাংলাদেশে ফিরে এলে দু' ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

নাগরিক বিনিময়ের সামগ্রিক কর্মসূচী

পি টি আই খবর দিচ্ছেন : শ্রীধর গতকাল ঢাকায় বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫ লক্ষ বাঙালী এবং বাংলাদেশে পাক নাগরিক বিনিময়ের জন্য একটি সামগ্রিক লেনদেন কর্মসূচী স্থির করা হবে বলে আশা করছেন তিনি। তিনি অবশ্য কে বা কারা এই বিনিময় নিয়ে কথাবার্তা চালাবেন তা বলেন নি। বা কখন তা শুরু হবে তাও না।

শ্রীধর এও বলেন যে, ডাঃ এ এম মালিককে বাংলাদেশ সরকারের হাতে দেওয়া হবে কিনা সে সম্বন্ধেও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেন যে, ডাঃ মালিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও নয়াদিল্লি সরকার বিবেচনা করছেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

উত্তরপ্রদেশে শীতে ১১ জনের মৃত্যু

লখনউ, ২৯ ডিসেম্বর—গত সপ্তাহ থেকে সারা উত্তরপ্রদেশে যে প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ শুরু হয়েছে তাতে গত তিনদিনে ১১ জনের জীবনহানির খবর পাওয়া গিয়েছে। আজ বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারীসূত্রে এখানে খবর পৌঁচেছে। খবরে বলা হয়েছে, মোরাদাবাদে ২ জন শিশুসহ ৭ জন এবং বেরিলি ও গনডা জেলায় একজন করে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রকাশ মৃতরা সকলেই হয় খুব দরিদ্র না হয়ত ভিখারী।

—ইউ এন আই

বিহার রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিলেন

পাটনা, ২৯ ডিসেম্বর—বিহার রাজ্যপাল শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া এখনই বিহার বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন বলে সরকারীভাবে জানা গেছে।

বিধানসভা আগামীকাল (৩০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় আহ্বান করা হয়েছিল। শ্রীভোলা পাসোয়ান শাস্ত্রী মন্ত্রিসভা গত ২৭ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন।

রাজ্যপালের সচিব শ্রী এস এন চক্রবর্তী জানান, পাসোয়ান মন্ত্রিসভার প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের পদত্যাগপত্র পেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শাস্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামজয়পাল সিং যাদব ছাড়া রাজ্যপাল সকলেরই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধারক সরকার হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

উত্তর ভিয়েতনামে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ

সায়গন, ২৯ ডিসেম্বর—একজন মার্কিন সামরিক মুখপাত্র আজ এখানে বলেন, উত্তর ভিয়েতনামে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর মার্কিন বোমাবর্ষণ অব্যাহত আছে। ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার পর এমন ব্যাপক ও প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ আর করা হয়নি।

আজ ব্যাপক বোমাবর্ষণের চতুর্থ দিনে মার্কিন নৌ ও বিমান বাহিনীর জেটগুলি মিগ ও বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র কামানের গোলার সম্মুখীন হয়। সামরিক সূত্রে অবশ্য বলা হয়, এই বাধা হালকা ধরনের।

আজ স্থানীয় সময় বিকাল ৪টায় 'সীমিত সময় স্থায়ী' আঘাতের সময় ৮০ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ১৯৭০ সালে মে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত ৬০ ঘণ্টার রেকরড সেকেণ্ড এটা ২০ ঘণ্টা বেশি। কমবোডিয়ায় অভিযান শুরু হলে ঐ রেকরড হয়েছিল।

প্রায় দু শ'—বেশির ভাগ এফ-৪ ফানটম জেট এই বোমাবর্ষণে অংশ গ্রহণ করে। বিমান ঘাটি ও সামরিক সরবরাহই প্রধান লক্ষ্য। হানয় রেডিও বলেছে, অন্তত একটি স্কুল ও দুটি হাসপাতালের উপর বোমা ফেলা হয়েছে। সাতটি মার্কিন বিমান ভূপাতিত হয়েছে বলেও হানয় দাবি করে।

—রয়টার, ইউ এন আই ও ইউ পি আই

ন্যাপ আওয়ামি লীগ সরকারকে সমর্থন করবে

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল আওয়ামী পারটি (মুজাফফর পন্থী) সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁর দল আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন ও সবরকম সহযোগিতা করবেন।

উল্লেখযোগ্য দলের নেতা অধ্যাপক মুজাফফর আমেদ গত সপ্তাহে কোয়ালিশন সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন।

এক প্রশ্নোত্তরে শ্রীহোসেন বলেন, কঠোর ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর দল সরকারকে সবরকম সাহায্য দেবেন।

তিনি বলেন, জাতীয় সরকার গঠিত না হলেও দেশ গঠনে আমরা সরকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাব।

চীনা মেশিনগান উদ্ধার / খড়দহে সংঘর্ষ, কার্ফু

স্টাফ রিপোর্টার

বুধবার খড়দহে দু' দলে সংঘর্ষের পর সন্ধ্যা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত কারফু এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

এদিকে মধ্য কলকাতায় এক জায়গায় হানা দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ বুধবার দুটি হালকা মেশিনগান এবং একটি পিস্তল উদ্ধার করে। পুলিশের সন্দেহ এগুলি বাংলাদেশ থেকে চোরা-পথে আনা হয়েছে। একটি মেশিনগানে চীনের ছাপ আছে বলে কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র জানান।

এদিন দমদমে একটি সিনেমা হলের সামনে এক ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হন। পুলিশের অভিযোগ তাদের একটি পিকেট আক্রান্ত হয় এবং বোমা পড়ে। পুলিশ গুলি চালালে একজন আহত হন। তিনিই পরে হাসপাতালে মারা যান। দুজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

অন্য এক ঘটনায় বেলেঘাটার মিয়াবাগানেও একটি পুলিশ পিকেট আক্রান্ত হয় বলে পুলিশের অভিযোগ। এখানে পুলিশ একটি পাইপগান পায়।

খড়দহের ঘটনা

খড়দহর ঘটনা সম্পর্কে আমাদের উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, মঙ্গলবার মাঝরাত থেকেই খড়দহ ও নিমতা থানা এলাকায় যুব কংগ্রেস এবং সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে বলে পুলিশের খবর।

বুধবারও দফায় দফায় এই সংঘর্ষ চলে এবং সমস্ত এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

খড়দহ থানা থেকে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে সাড়ে দশটায় একদল সশস্ত্র যুবক পানিশালা কলোনিতে আক্রমণ চালায়। এই সময় তিনজন আহত হন। তাঁদের আর জি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পুলিশ ১৫জনকে গ্রেফতার করে এবং দশটি বোমাও উদ্ধার করে।

যুব কংগ্রেসের অভিযোগ

পানিহাটি যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশিশির পাল পানিশালা কলোনিতে সি পি এম সমর্থকদের গুলিতে তিনজন যুব কংগ্রেসকর্মীকে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত হল

দেশ
বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮
দাম মাত্র ৪'০০ টাকা
এবং অন্তঃশুল্ক ২ পয়সা ॥ রেজিস্ট্রি ডাকে ৫·১৭ টাকা

আনন্দবাজার পত্রিকা

Tele ANANDABAZAR (Cal)
Phone: 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX No 2536 G.P.O

কর্মখালি

একই পরিবারের ১০।১২টি ছাত্রের জন্য একজন যোগব্যায়াম জানা ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। অনুশীলন সময় সকাল ৬-৩০ মিঃ হইতে ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত। ন্যূনতম বেতন উল্লেখ করিয়া আবেদন করুন। বক্স নং ৮৭৮১, আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

কলিকাতায় জুনিয়ার হাইস্কুলের জন্য বি টি শিক্ষিকা আবশ্যক। বক্স নং ৮৯১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২০১)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর রিষড়া পাওয়ার স্টেশনের নিকট ৩৫ একর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাণ্ড আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুনঃ ঈস্ট ভাল্লী কোল কোং লিঃ, স্টীলস ডিভিশন, ৩১, ডালহৌসী স্কয়ার (সাউথ), কলিকাতা-১ (টেলিফোন ২৩-৮৮৯১)। (৮৭১৭ এ)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

বাবা—কানাইদাদা দেহ রেখেছেন, দিদির মাথার ঠিক নাই—মা মৃত্যুশয্যায়। যেখানেই থাক খবর দাও—তোতন। (সি ৭১৯৪)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

সুজিত সেনগুপ্ত (ডাইয়া, খোকা) ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর ঘুঘুডাঙা, দমদম থেকে নিরুদ্দিষ্ট। সন্ধানপ্রার্থী মা মালতী সেনগুপ্তা। ১/১বি প্রাণনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলি-২৫। (সি ৭২৫০)

স্মৃতির উদ্দেশে

মা, (শ্রীমতী সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায়) তিন বছর আগে, তুমি আমাদের দুঃখের

সাগরে ভাসিয়ে ১৪ই পৌষ, ১৩৭৫ তারিখে অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করেছ। তোমার সীমাহীন স্নেহের কথা স্মরণ করে আমরা ব্যথিত। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমার আত্মার শান্তিবিধান করুন। ভাগ্যহীনা রানী, উমা, গৌরী। (সি ৭৫৩৮)

বাবা এক বছর আগে এই দিনে আমাদের ছেড়ে স্বর্গলোকে চলে গেছ। তথা হতে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করো। শান্তি, মীরা, গীতা, কমল, সুব্রত, সন্তোষ ও রঞ্জন। (সি ৭৫৯৫)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

গঙ্গাবক্ষে প্রমোদ ভ্রমণ লঞ্চে ব্যাণ্ডেল চার্চ ১লা জানুয়ারি, '৭২ আহার সমেত মাত্র ১৭·৫০। ১৩৮/২, বিধান সরণী-৪ ৫৫-২৪৮২। (সি ৭৫০৯)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত শ্রীনলিনাক্ষ শাস্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহার নিজ বাটীতে প্রত্যহ সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে ঠিকুজী কোষ্ঠী বিচার পূর্বক ব্যবস্থাদি দিয়া থাকেন। এখানে ঠিকুজীকোষ্ঠী প্রস্তুত ও অন্যান্য গণনাও হইয়া থাকে। ঠিকানাঃ—বলাগড়ের ঠাকুরমশাই, তেঁতুলিয়া গ্রাম, শ্রীপুরবাজার পোষ্ট অফিস, জেলা হুগলী। (সি ৭০৯৩)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯৭১ সালের বি-এ (অনার্স) ইকনমিক্স প্রথম বার্ষিক (সাবসিডিয়ারি) পরীক্ষা কঃ বিঃ এর ইকনমিক্স ডিপার্টমেণ্টে নিম্নোক্তমত বেলা ১২টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

১৭ জানুয়ারি '৭২ — ইংরেজি (সাবসিডিয়ারি)

১৯ জানুয়ারী '৭২ — ম্যাথেম্যাটিক্স ও সোসিওলজি (সাবসিডিয়ারি)

(৮৮১৪)

অলিম্পাস্ কে. জি./নার্সারী স্কুল

সুপরিবেশ / বাস / ইংলিশ মিডিয়াম। ভর্তি (৯টা—২টা) ৪এ, নর্দার্ন এভিনিউ। (পাইকপাড়া) ফোনঃ ৫৬-৪০৭৯ (সি ৭৪৭৬)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২
সংশোধনী

ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে ১ম ও ২য় বার্ষিক পোস্ট গ্রাজুয়েট সান্ধ্য ক্লাস ৩ জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে শুরু হইবে। ইতিপূর্বে ২৭-১২-৭১ তারিখে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হইল।

পি সি ডি মল্লিক
রেজিস্ট্রার
(৮৯০৪ এ)

নীলাম

ভিক্টর ব্রাদার্স

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে আজ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ বেলা ১০-৩০টায় ২৪বি, পার্ক স্ট্রীটে বিক্রয়ের সুবিধার জন্য আনীত গোদরেজ আলমারি, রাইটিং ও সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ডিসপ্লে কেবিনেট ইত্যাদি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবেন। (সি ৭৫১৬)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিষয় :—৬-১২-৭১ তারিখের টেণ্ডার খোলার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া সম্পর্কে

বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে পরিদর্শন ও নিরাপত্তার সুবিধার জন্য লাইটিং সহ চতুঃসীমার রাস্তা নির্মাণ সম্পর্কিত টেণ্ডার খোলার তারিখ ২৯-১২-৭১ তারিখ হইতে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৯-১২-৭১
(৮৯০৩/১)

কলিকাতা কর্পোরেশন
নিয়োগ সম্পর্কে

সি এম ডি এ সেল-এর অধীনে পূরণযোগ্য অ্যাসিস্টাণ্ট সার্ভেয়রের সাতটি পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। বেতনক্রম : ১৪০—২৫০, টাকা এবং টি-এ ১০, টাকা, তদুপরি অন্যান্য প্রচলিত ভাতাদি।

পদটির জন্য যোগ্যতাবলী নিম্নরূপঃ—

অত্যাবশ্যক :

(১) কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউশনের সার্ভে ফাইনাল সার্টিফিকেট অথবা পশ্চিমবঙ্গের ওভারসীয়ার এক্জামিনেশন বোর্ডের সাব-ওভারসীয়ার সার্টিফিকেট অথবা তৎসমতুল পরীক্ষা।

(২) বয়স সাধারণত ২৫ বৎসরের অধিক নহে, তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বিচার-বিবেচনা অনুসারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩০ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

বাঞ্ছনীয় :

সার্ভের কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

"অ্যাসিঃ সার্ভেয়র্স পদের জন্য দরখাস্ত" কথাগুলি উপরে লিখিত দরখাস্ত ১১, বেলভেডিয়ার রোড, কলিকাতা-২৭ ঠিকানায় স্পেশ্যাল এঞ্জিনীয়ার-এর নিকট ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে পৌঁছা চাই।

সেক্রেটারি,
কলিকাতা কর্পোরেশন
২৯-১২-৭১
(৮৯০৩/২)

নোটিস

দি ইণ্ডিয়া জুট কোম্পানি, লিমিটেড
শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী
বিজ্ঞপ্তি

শ্রীসুনীলরঞ্জন চক্রবর্তী,
ঘোলা গভঃ কলোনি, ব্লক 'সি',
প্লট নং ৮২৮,
পোঃ অঃ সোদপুর, ২৪ পরগণা

আপনাকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, আপনি যেহেতু আপনার কাজে যোগদান করেন নাই কিংবা আপনার অনুপস্থিতির জন্য কোনরূপ সন্তোষজনক কারণ দেখান নাই, সেহেতু ১০ ডিসেম্বর, '৭১ তারিখ হইতে এই কোম্পানির চাকরি হইতে আপনাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

স্বাঃ ডি সি মানধানা
জেনারেল ম্যানেজার
(৮৮৯২)

হাওড়ার উন্নতিবিধানার্থ গঠিত ট্রাস্টীদের বোর্ড

১৯৫৬ সালের হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাক্টের ৪৫ ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি
(১৯৫৬ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট ১৪)

জেনারেল ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীম নং ২৬
(শিবপুর বাজার এলাকার নিকট)

১৯৫৬ সালের হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাক্টের ৪৫ ধারা অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পুরাতন ৮নং ওয়ার্ডের মধ্যে শিবপুর বাজারের

নোটিস

নিকটস্থ এলাকায় যোগাযোগের নূতন উপায় সৃষ্টি করিয়া ও বর্তমান উপায়গুলির উন্নতি করিয়া, কার-পার্ক, সাইকেল-স্ট্যাণ্ড ইত্যাদি সহ শপিং সেণ্টারের ব্যবস্থা করিয়া বাজারের উন্নততর সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া, পৌরজীবনের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া একটি অনুন্নত এলাকার উন্নতির জন্য হাওড়ার উন্নতিবিধানার্থ গঠিত ট্রাস্টীদের বোর্ড কর্তৃক জেনারেল ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীম নং ২৬ নামে একটি জেনারেল ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীম রচিত হইয়াছে।

২। নকশায় নীল কালিতে চিহ্নিত মত স্কীমের অন্তর্ভুক্ত ও আয়ত্তাধীন এলাকার চৌহদ্দি নিম্নরূপঃ—

উত্তর দিকে : প্রেমিসেস নং ৪৪/১, লোকনাথ চ্যাটার্জি লেন-এর উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে শুরু করিয়া এবং তাহার পর লোকনাথ চ্যাটার্জি লেনের দক্ষিণ-পার্শ্ব বরাবর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া প্রেমিসেস নং ২৩০ জি টি রোড (সাউথ) যেখানে জি টি রোড (সাউথ)-এর পশ্চিম-পার্শ্বে মিশিয়াছে সেখানে প্রেমিসেস নং ২৩০ জি টি রোড (সাউথ)-এর উত্তর-পূর্ব কোণা পর্যন্ত।

পূর্ব দিকে : উক্ত বিন্দু হইতে জি টি রোড (সাউথ)-এর পশ্চিম-পার্শ্ব বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া প্রেমিসেস নং ২৩৮, জি টি রোড (সাউথ) যেখানে শিবপুর রোডের উত্তর-পার্শ্বে মিশিয়াছে সেখানে প্রেমিসেস নং ২৩৮, জি টি রোড (সাউথ)-এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণা পর্যন্ত।

দক্ষিণ দিকে : উক্ত বিন্দু হইতে শিবপুর রোডের উত্তর-পার্শ্ব বরাবর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া প্রেমিসেস নং ১০, শিবপুর রোডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত।

পশ্চিম দিকে : উক্ত বিন্দু হইতে একটি সরলরেখা বরাবর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া প্রেমিসেস নং ৪, লোকনাথ চ্যাটার্জি বাই লেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত, তাহার পর প্রেমিসেস নং ৪, লোকনাথ চ্যাটার্জি বাই লেনের পশ্চিম সীমানা বরাবর অগ্রসর হইয়া উহার উত্তর-পশ্চিম কোণা পর্যন্ত, তাহার পর প্রেমিসেস নং ৪৪/১, লোকনাথ চ্যাটার্জি লেনের উত্তর-পশ্চিম কোণার সঙ্গে এই বিন্দুর সংযোগ করিয়া একটি সরলরেখা বরাবর অগ্রসর হইয়া ইহা যেখানে আরম্ভ বিন্দুর সঙ্গে মিশিয়াছে সেই স্থান পর্যন্ত।

৩। স্কীমের অন্যান্য বিবরণ, স্কীম এরিয়া প্রদর্শক নকশা এবং দখল করার জন্য অথবা বেটারমেন্ট ফী ধার্য করার জন্য প্রস্তাবিত জমির বিবরণী সপ্তাহের কাজের দিন বেলা ১১টা ও বেলা ২-৩০টার মধ্যে হাওড়ার ১৯, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডস্থ (সাউথ) ট্রাস্টের অফিসে দেখা যাইবে।

৪। উপরোক্ত দলিলপত্রের নকল দরখাস্তক্রমে ও নিম্নোক্ত ফী আদায় দিলে দেওয়া হইবে :

স্কীমের অন্তর্ভুক্ত এলাকার নকশা ......প্রতিটি ১ টাকা

স্কীমের বিবরণ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ......প্রতিটি ২৫ পয়সা

যে জমি দখল করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার বিবরণ ও যে জমির উপর বেটারমেন্ট ফী ধার্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার বিবরণী ......প্রতি ২৫ পয়সা

৫। স্কীম সম্পর্কে আপত্তি ২৫শে মার্চ, ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

৬। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ফল ১৯৫৬ সালের হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট অ্যাক্টের ১ তফসীল দ্বারা প্রবর্তিত ১৮৯৪ সালের এল এ অ্যাক্টের ৬এ ধারা অধীন বার্বস্থিত মত ১৮৯৪ সালের এল এ অ্যাক্টের ৪ ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ফলের অনুরূপ হইবে।

তারিখ : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১
১৯, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড (সাউথ)
হাওড়া-১

এ সেন
চেয়ারম্যান
(৮৬৪৭)

টেণ্ডার

অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি দমদম
যশোর রোড, কলিকাতা-২৮

নিম্নোক্ত স্পেসিফিকেশন অনুসারে ৪০০/৪৪০ ভোল্ট, ৩ ফেজ, ৫০ সাইকেল এসি-তে চলিবার উপযোগী একটি অটোম্যাটিক থ্রেড রোলিং মেসিন সরবরাহের জন্য জেনারেল ম্যানেজার টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

স্পেসিফিকেশন :

থ্রেড রোলিং-এর জন্য মেটিরিয়েলের থিকনেস ০·৮ মিঃ মিঃ। ট্রিমিং-এর জন্য মেটিরিয়েলের থিকনেস—১·৫ মিঃ মিঃ।

শনিবার বাদে যে-কোনো কাজের দিন ৫, টাকা হিসাবে আদায় দিলে কারখানার এঞ্জিনিয়ারিং অফিসে ড্রইং এবং টেণ্ডার ফরমসহ বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন পাওয়া যাইবে। ১১-১-৭২ তারিখ বেলা ২-৩০টায় টেণ্ডার খোলা হইবে।

ডিএভিপি ৬৮৫(৪০৪)/৭১
(৮৪৭১)

টেণ্ডার

দি কল্যাণী স্পিনিং মিলস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
টেণ্ডার নোটিস নং ৭১

কলিকাতা পোর্ট এবং/বা রেলওয়ে ইয়ার্ড হইতে তুলার চালান খালাস করিয়া এবং ঐ সকল চালান কল্যাণী এবং/বা হাবড়াতে আমাদের মিলে (যখন যে রকম) পরিবহণের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য "ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেণ্ট" নিয়োগের নিমিত্ত তিন প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ১৪-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা খামে টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই অপরাহ্নে টেণ্ডারদাতাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে। এইরূপ "ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেণ্ট" নিয়োগের নিমিত্ত কাজের শিডিউল ও শর্তাবলীর জন্য দি কল্যাণী স্পিনিং মিলস লিমিটেড-এর অনুকূলে পোস্টাল অর্ডার দ্বারা ৩, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিতে হইবে। কোনোও কারণ না দর্শাইয়া যে কোনো টেণ্ডার বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(৮৭১৮)

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আরামবাগ সাবজেল, জেলা—হুগলী জানাইতেছেন যে, উক্ত সাব জেলে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য আগামী ১০-১-৭২ হইতে ৩০-৬-৭২ পর্যন্ত সরবরাহ করিবার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। ৪০০ টাকার ট্রেজারী চালান, আয়কর ও বিক্রয় করের চলতি সার্টিফিকেট টেণ্ডারের সহিত অবশ্য দিতে হইবে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত উক্ত সাব জেলের অফিসে টেণ্ডার জমা দিতে হইবে। বিস্তারিত বিবরণ সপ্তাহের কাজের সময়ে উক্ত সাবজেল অফিসে পাওয়া যাইবে।

৫০১২(২) আইপিআর/এ/৭১
(৮৯১১)

ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট

নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ফিডার ক্যানেল ডিভিসন, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট, পোঃ অঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক সি পি ডবলিউ ডি/রাজ্য পি ডবলিউ ডি/এম ই এস/রেলওয়েজ/পি এইচ ই-এর অভিজ্ঞ, প্রকৃত ও সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদার/এবং ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের যথোপযুক্ত শ্রেণীর কর্মরত ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে ৫-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :

১। আর ডি ০·০০ হইতে আর ডি ২·২০-এর মধ্যবর্তী রীচে ফিডার ক্যানেল খনন (বেড ও সাইড স্লোপে অবশিষ্ট কাজ)।

২। আর ডি ২·৪০ হইতে আর ডি ৪·৩০-এর মধ্যে রীচে ফিডার ক্যানেল খনন (বেড ও সাইড স্লোপে অবশিষ্ট কাজ)।

অনুমিত ব্যয় : (১) ৬,৯৫,০০০, টাকা; (২) ৯,০৩,৫০০, টাকা। বায়নার পরিমাণ : (১) ১৩,৯০০, টাকা; (২) ১৮,০৭০, টাকা।

কাজ শেষ করিবার সময় (প্রত্যেক কাজ) : কাজ শুরু করিবার জন্য লিখিত অর্ডারের তারিখের পরবর্তী ১৫শ দিবস হইতে ৩ মাস।

টেণ্ডার ৫-১-৭২ তারিখ বেলা ৩-৩০টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদিগের সমক্ষে তাঁহার অফিসে খোলা হইবে। বায়নার টাকা টেণ্ডারের সহিত ট্রেজারী চালান বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার ফরম, স্পেসিফিকেশন, ঠিকার শর্তাবলী (হস্তান্তরযোগ্য নহে) আয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র ও পূর্ব অভিজ্ঞতার সন্তোষজনক প্রমাণ এবং এই ধরনের কাজের সার্টিফিকেট দাখিলক্রমে ৩-১-৭২ তারিখ বেলা ৩-৩০টা পর্যন্ত যে-কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে নগদ ১৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে অফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

ডিএভিপি ৫৮০(১২২)৭১
(৮৭২০)

জলপাইগুড়ি টি পি এমব্যাঙ্কমেণ্ট চওড়া করা

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, জলপাইগুড়ি ইরিগেশন ডিভিসন (আই অ্যাণ্ড ডব্লু ডি), ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি—নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য আই অ্যাণ্ড ডব্লু ডি এ-এর তালিকাভুক্ত যথোপযুক্ত শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত, নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন, অভিজ্ঞ (তাঁহাদের যাথার্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে শংসাপত্র পেশ করিতে হইবে) ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ যথাক্রমে এইরূপ : (১) জলপাইগুড়ি টি পি এমব্যাঙ্কমেণ্ট চওড়া করা (বি জি রেলওয়ে লাইনের ভাটিতে ৩·০০ কিঃ মিঃ হইতে ৪·০০ কিঃ মিঃ পি—রিচ-১), ২,৩০,৯৬৫, টাকা, ৪,৬২০, টাকা, ২২ মাস। (২) জলপাইগুড়ি টি পি

টেণ্ডার

এমব্যাঙ্কমেণ্ট চওড়া করা (বি জি রেলওয়ে লাইনের ভাটিতে ৪·০০ হইতে ৪·৫০ কিঃ মিঃ পি পর্যন্ত, রিচ-২), ২,২৭,২৪৩, টাকা, ৪,৫৪৫, টাকা; ২২ মাস। (৩) জলপাইগুড়ি টি পি এমব্যাঙ্কমেণ্ট চওড়া করা (বি জি রেলওয়ের লাইনের ভাটিতে, ৪·৫০ হইতে ৬·০০ কিঃ মিঃ পিঃ পর্যন্ত, রিচ-৩), ৩,০৫,৬১৮, টাকা, ৬,১১২, টাকা, ২২ মাস। (৪) জলপাইগুড়ি টি পি এমব্যাঙ্কমেণ্ট চওড়া করা (বি জি রেলওয়ে লাইনের ভাটিতে কিঃ মিঃ পিঃ ৬·০০ হইতে ৮·৫০ পর্যন্ত, রিচ-৪), ৩,০৮,৯৭৪, টাকা, ৬,১৮০, টাকা, ২২ মাস। আয়কর ও বিক্রয় কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া প্রতি কাজ বাবদ ৭, টাকা আদায় দিলে ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট টেণ্ডারের কাগজপত্র উপরোক্ত অফিসে ক্রয় করা যাইবে। ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র গৃহীত হইবে।

৪৯৮৯(৩)আইপিআর/এ/৭১ (৮৭৫৬)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ২ নং হাউসিং কনস্ট্রাঃ সার্কেল, পি-১১, সি আই টি রোড (স্কীম ৫৫), ৪র্থ তল, কলিকাতা-১৪ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, "হুগলী জেলার কুলি হাণ্ডায় আর এইচ এস অধীন ৩ তল বিল্ডিংয়ে ৮৪টি ছোট ২-কক্ষ বিশিষ্ট (কমপ্যাক্ট টাইপ) ফ্ল্যাট নির্মাণের" জন্য এই অফিসের টেণ্ডার নোটিস আংশিক সংশোধন করিয়া টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত রহিল।

৫০১৫(২)আই পি আর।এ।৭১
(৮৯০৬)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

গুডস ট্রাফিকের বুকিং-এর উপর বিধিনিষেধ

শালিমার ও আর্মেনিয়ানঘাট হইতে বিজয়বাড়া হইয়া সেকেন্দরাবাদ ডিভিসনের স্টেশনসমূহের জন্য এবং ছাড়াইয়া ক্লাস রেট ৬০ ও তদূর্ধ্ব অনুযায়ী চার্জ করা সামগ্রী সহ কিন্তু প্রাইওরিটি 'এ' এবং 'বি' অধীন ট্রাফিক, সরকারের হিসাবে খাদ্যশস্য ও রেলওয়ে মালপত্র ব্যতীত যাবতীয় গুডস ট্রাফিকের বুকিং-এর উপর বর্তমান বিধিনিষেধের মেয়াদ আরো ৫ দিনের জন্য অর্থাৎ ৩-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

চীফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
পি আর।এস ই পি এ।১।কপস-১১৫
(৮৯০৯)

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা
[রবিবার, ১৪ই পৌষ ১৩৪১ ইং ৩০-১২-৩৪]

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য
পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ

কলিকাতা, ২৯শে ডিসেম্বর

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেস অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, গত কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার পীড়া যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। আবার তাঁহার পাকস্থলীতে দারুণ বেদনা অনুভূত হইতেছে এবং এই বেদনা দক্ষিণ ফুসফুস পর্যন্ত উঠিতেছে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি এইরূপ বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রকাশ, তিনি বর্তমানে যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী আছেন।

ইউনাইটেড প্রেস আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ছুটি ১৯৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে ৫ই জানুয়ারী রাত্রে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ৬ই জানুয়ারী অন্তরীণ স্থানে পৌঁছিতে হইবে। —ইউ পি

রাজ্য সম্মেলনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের বেতনহার স্থির করার দাবি
নিজস্ব সংবাদদাতা

রাণাঘাট, ২৯ ডিসেম্বর—এখানে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের কাছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের জন্য বেতন হার স্থির করার ও উপদেষ্টা নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে। রবীন্দ্র ভবনে এই সম্মেলন মহকুমা হোমিওপ্যাথিক সমিতি ও হোমিও মেডিকেল ক্লাবের সহযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিজনবিহারী চক্রবর্তী।

সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দুশো প্রতিনিধি যোগ দেন। রাণাঘাট কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অনিল চন্দ্র বসু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ জে এন সরকার ও অন্যান্য ভাষণ দেন। প্রথমদিনে 'জীবনীশক্তি তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকত্ব' ও হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাপনের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাটা আরম্ভ	রাত্রি ভাটা আরম্ভ
বৃহস্পতিবার	৯-৩	৯-২১	১-২৯	১-২৪

আইন-আদালত

প্রতারণার দায়ে সরকারী অফিসার গ্রেফতার

১,০৩,৬০০, টাকা মূল্যের ১৩,৫২০টি বালতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতারণা, জালিয়াতি ও হিসাবপত্রের কারচুপির অভিযোগে দিল্লির কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর স্পেশ্যাল পুলিশ কলকাতাস্থ কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা পুনর্বাসন শিল্প কর্পোরেশনের সহকারী বিক্রয় অফিসার গৌতম ঘোষকে গ্রেফতার করে। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এইচ এন সেনের আদালতে ঘোষকে ২০ হাজার টাকা জামিনে আসামীকে হাজির করা হয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট আসামী গৌতম মুক্তি দিয়ে বিচারের জন্য রাণাঘাট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেন। এই মামলার প্রথম আসামী কাশীপ্রসাদ আগরওয়ালাকে ইতিপূর্বে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। রাণাঘাটে তারও বিচার হবে।

অভিযোগ এই যে, আসামীরা নথিপত্র জাল করে গরেসপুর অফিস থেকে একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে ওই বালতি ডেলিভারি নেয় এবং এই ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতারণা করে।

দিনপঞ্জিকা

আজ চতুর্দশী : শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-পূজা

দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার, ১৪ পৌষ ১৩৭৮, (৯ পৌষ ১৮৯৩ শক), ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ১১ জেলকদ্। চতুর্দশী রাত্রি ঘঃ ৩।৪০ মিঃ পর্যন্ত। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।১২ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১১।৫৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৭।৪৩ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগদোষ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বৃহস্পতিবার, ১৪ পৌষ ১৩৭৮ (৯ পৌষ ১৮৯৩ শক), ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১, ১১ জেলকদ্। চতুর্দশী রাত্রি ঘঃ ৩।২৯।৪৭ সেঃ পর্যন্ত। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১১।০।১৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২১।২৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৬।৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগদোষ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

ক্যালকাটা টেলিফোনস

কোড ৪১ লইয়া একটি নূতন এক্সচেঞ্জ ৩১-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টায় চালু করা হইবে। বর্তমান কোড ৪৬-এর প্রায় ৮০০টি নম্বর এই এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই নম্বরগুলির একটি তালিকা টেলিফোন ডিরেক্টরির বর্তমান ইস্যুর ৬৩৩ ও ৬৩৪ পৃষ্ঠায় দেখা যাইবে। গ্রাহকগণকে ৩১-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা হইতে নম্বরগুলির এই পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করা হইতেছে। গ্রাহকগণকে ৪১ এক্সচেঞ্জে পরিবর্তিত নম্বরগুলি হইতে/সেগুলির নিকট ৩১-১২-৭১ তারিখ বেলা ২-৪৫টা হইতে ৩-১৫টা পর্যন্ত কোন টেলিফোন না করিতেও অনুরোধ করা হইতেছে। যে সকল গ্রাহক এই এক্সচেঞ্জের সহিত যুক্ত হইলেন তাঁহাদের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ডায়াল টোন : এইটি হাই-পিচ্ মডুলেটেড টোন, পুরাতন টোন হইতে ইহা পৃথক। কর্মব্যস্ত সময়ে রিসিভার তোলার পর ডায়াল টোন পাইতে আপনার দেরী হইতে পারে। ডায়াল টোন না পাওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করিবেন।

ডায়াল টোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াল করিবেন, অন্যথায় আপনি কর্মব্যস্ত টোন পাইবেন।

ডায়াল টোন শোনার পর ডায়াল করিতে থাকুন।

সংখ্যাগুলির মধ্যে থামিয়া যাইবেন না। তাহা হইলে কল পাইবেন না এবং আপনি কর্মব্যস্ত টোনের মধ্যে পড়িয়া যাইবেন।

ডায়াল করিবার পর রিং পাওয়ার জন্য অথবা কর্মব্যস্ত টোন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। ইহাতে ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত সময় লাগিতে পারে।

আপনার যদি এক্সটেনশন ইনস্ট্রুমেণ্ট থাকে তবে মেন্ বাজান, উত্তর লউন এবং কেবল তখনই রিসিভার তুলিয়া কথা বলুন।

আপনার যদি পি. এ. বি. এক্স থাকে তবে যখন আপনি ডায়াল করিতে চাহিবেন কেবল তখনই প্লাগ লাগান।

অভিযোগাদির জন্য ১৯৮ ডায়াল করিবেন।

৪১ এক্সচেঞ্জে ব্যবহৃত টোনের ডেমনস্ট্রেশনের জন্য অফিস চলার সময়ে ৪৬-৯৫৯৫ ডায়াল করুন।

জেনারেল ম্যানেজার
ক্যালকাটা টেলিফোনস
(৮৬৪৮)

টেণ্ডার

কোল বোর্ড : লছিপুর

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সি পি ডব্লিউ ডি কোন রাজ্য পি ডব্লিউ ডি, রেলওয়ে, এম ই এস-এর অনুমোদিত তালিকাভুক্ত ঠিকাদার অথবা অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

টেণ্ডার সিনিয়র মেকাঃ অ্যাণ্ড ইলেকঃ এঞ্জিনিয়ার, কোল বোর্ড, লছিপুর, পোঃ অঃ কাজোরাগ্রাম, জেলা বর্ধমান কর্তৃক ১৭-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন উহার অব্যবহিত পরই তৎকর্তৃক বা তাঁহার ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক খোলা হইবে।

দফা নং	কাজের নাম
১।	রাণীগঞ্জ কোল ফিল্ড এলাকায় 'জে কে' রোপওয়ের লছিপুরস্থ সেণ্ট্রাল ওয়ার্কশপের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন নির্মাণ (উহার মধ্যে আছে) বিভিন্ন মোটর কনেকশন, অভ্যন্তরীণ লাইটিং এবং এল টি সার্ভিস কনেকশন। অনুমিত ব্যয় : ২০,৪৬১, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ২০৫, টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ : দেড় মাস।

উপরোক্ত কাজের জন্য টেণ্ডারের কাগজপত্র ২, টাকা মূল্যে চীফ এঞ্জিনিয়ার (রোপওয়েজ), কোল বোর্ড, ধানবাদ, সিনিয়র মেকাঃ অ্যাণ্ড ইলেকঃ এঞ্জিনিয়ার, কোল বোর্ড, লছিপুর, পোঃ অঃ কাজোরাগ্রাম, জেলা বর্ধমান, ডেপুটি চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, কোল বোর্ড, আসানসোল-এর নিকট অথবা সেক্রেটারি কোল বোর্ড (ক্রাউন হাউস), ১৩, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১-এর নিকট পাওয়া যাইবে। (৮৭৮৯)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট
সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস নং ১০৯/৭১(২৩)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার-ইন-চার্জ, কনস্ট্রাকশন অর্গানিজেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট—নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফরমে পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডারের মূল কাগজপত্র অবশ্যই সীলকরা খামে পুরিয়া তাহার উপর কাজের নাম লিখিয়া এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রে বর্ণিতমত পদ্ধতিতে জমা দেয় বায়নার টাকা সমেত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। কথায় ও অঙ্কে উভয়ভাবে দর লিখিয়া যথাযথভাবে পূরণ করা দফাগুলির শিডিউল এবং টেণ্ডারের সঙ্গীয় চিঠিপত্র (কিছু থাকিলে) চার প্রস্থে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডারের মূল্য	কার্য সমাপ্তির মেয়াদ	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মার্চেণ্ট মিলে দুইটি অটোমেটিক বার টুইস্টিং মেশিন সংস্থাপন — সিভিল এঞ্জিঃ ওয়ার্ক	টেণ্ডার মূল্যের ১%	১০, টাকা	ছয় মাস	২৮-১-১৯৭২
২।	বস্তায় ভর্তি অ্যামোনিয়াম সালফেটের জন্য অতিরিক্ত স্টোরেজ — সিভিল এঞ্জিঃ ওয়ার্ক	টেণ্ডার মূল্যের ১%	২০, টাকা	দশ মাস	১০-২-১৯৭২
৩।	ব্লাস্ট ফার্নেস ও কোক ওভেন সাব-স্টোর ইয়ার্ড এলাকায় ফেন্সিং ও গেটের ব্যবস্থা—সিভিল ও আনুষঙ্গিক কাজ	টেণ্ডার মূল্যের ১%	৫, টাকা	চার মাস	১৫-২-১৯৭২

টেণ্ডার খোলার জন্য উল্লেখিত শেষ তারিখ বাদে যে কোন কাজের দিন অফেরতযোগ্য নগদ অর্থ আদায় দিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৫-১-১৯৭২ তারিখ হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবেঃ—

(১) মেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট অফিস (ক্যাশ সেক্সন), পোঃ দুর্গাপুর—৩, জেলা বর্ধমান (পঃ বঃ)।

(২) দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্টের ব্রাঞ্চ অফিস, ৬, গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩।

উপরে ৬নং স্তম্ভে বর্ণিত তারিখসমূহে বেলা ৩টা পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে ডিভিশন্যাল এঞ্জিনীয়ার (পি অ্যাণ্ড ডি জোন) কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিন উহার অব্যবহিত পর উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

খোলার তারিখ হইতে চার মাস কাল টেণ্ডার বৈধ থাকিবে।

সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার অধিকার তৎকর্তৃক সংরক্ষিত।

ইনচার্জ, কনস্ট্রাকশন অর্গাঃ
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট
(৮৪৮১)

বেশী দাম দেবেন না

ক্রেতাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের

যে কোন মার্কা বনস্পতির বর্তমান দাম হচ্ছে

(আবগারী শুল্ক/বিক্রয়কর সমেত)

	টাকা-পয়সা
১৬·৫ কেজি টিন	৮৮·৮৭ প্রতি টিন
৪ কেজি "	২৩·৬১ " "
২ " "	১২·৩১ " "
খুচরা (টিন ছাড়া)	৫·৪০ প্রতি কেজি

কোন অভিযোগ থাকলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সেক্রেটারী
বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন
(ইস্ট জোন)

১৮বি, ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা—১ ফোন : ২২-৭৬৬৪

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড
হিন্দুস্থান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
কুসুম প্রডাক্টস লিমিটেড
রোহটাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সোয়াইকা বনস্পতি প্রডাক্টস লিমিটেড
ভেজিটেবল প্রডাক্টস লিমিটেড
কর্তৃক প্রচারিত।

(৭০৩৬ এ)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যরী রচিত

শ্রমিক কর্মীদের একদিনের বেতন দানের জন্য রাজ্যপালের আবেদন

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস সাম্প্রতিক যুদ্ধে আহত ও নিহত ভারতীয় জওয়ানদের পরিবারবর্গকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীদের একদিনের বেতন দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বুধবার রাজভবনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাজ্যপাল ওই আবেদনের কথা জানান। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত ত হয়নি, বরং উৎপাদন বেড়েছে। এর জন্য তিনি শ্রমিক ও মালিক উভয়ের উদ্যোগকেই অভিনন্দন জানান। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল একথাও বলেন যে, অন্যান্য যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের কাছ থেকে যে আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে এবার এখনও পর্যন্ত সে রকম সাড়া পাওয়া যায়নি। শ্রমিকরা অর্থ দিতে অনিচ্ছুক একথা রাজ্যপাল মনে করেন না। তবে এর জন্য সংগঠনের আবেদন প্রয়োজন। ওই কারণেই তিনি বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ওই বৈঠকে মিলিত হন।

বৈঠকে সিটুর পক্ষ থেকে জনৈক প্রতিনিধি এইরূপ মন্তব্য করেন যে, একদিনের বেতন কাটা বাধ্যতামূলক করা ঠিক হবে না। এর জবাবে রাজ্যপাল বলেন, জোর করে কারও কাছে এক পয়সাও নেওয়া হবে না। এটা শ্রমিক-কর্মচারীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যদি কোন কর্মচারী এক টাকা বা আট আনা দেন তাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করা হবে।

ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নাম আজ জানা যেতে পারে

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—আন্তর্জাতিক রেড ক্রুশের যে তিনজনের দল ইসলামাবাদে গিয়েছেন, তাঁরা আগামীকাল জেনেভায় রেড ক্রুশকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নাম জানাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ভয়েস অব আমেরিকা ওই খবর দিয়েছেন। —ইউ এন আই

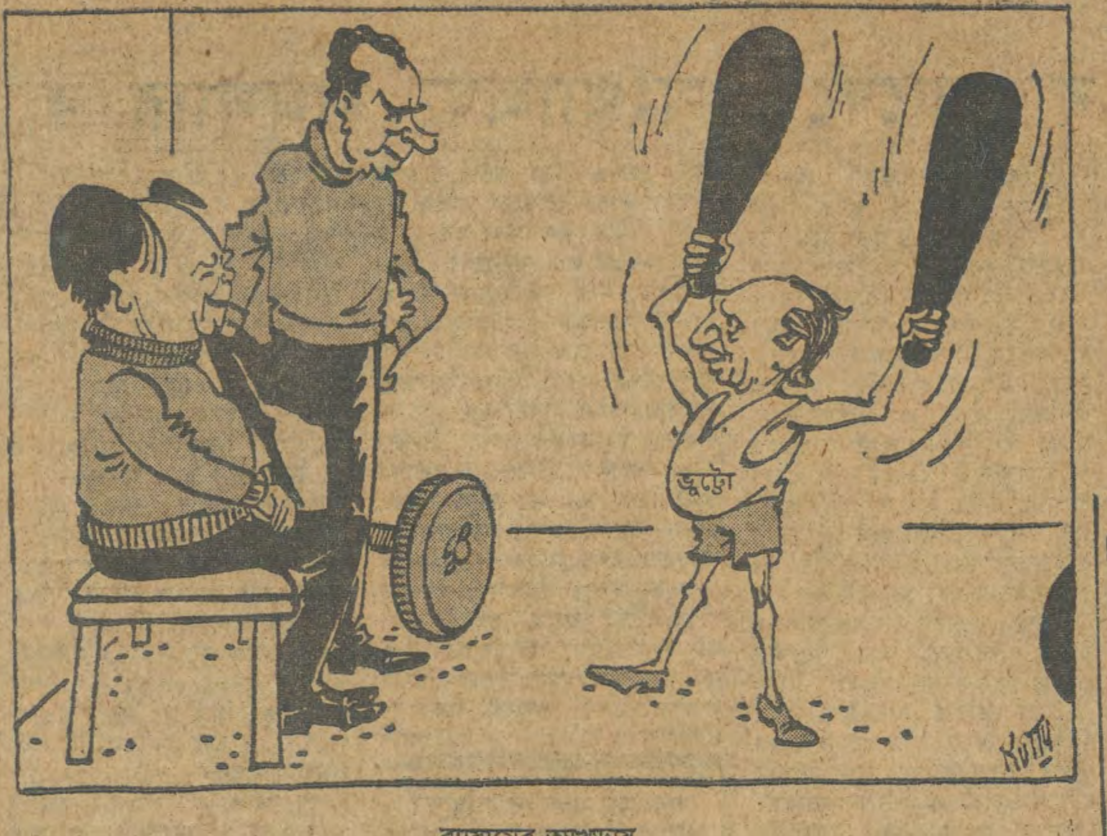

ব্যায়ামের আখড়ায়

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে]।

ইনডিয়ান কলেজ অব আরসট অ্যানড ড্রাফটসম্যানশিপ : ৬টায় ১৩৯, লেনিন সরণীতে বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন। **দাদাপীর সাহেবের উৎসব :** প্রিনস আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জে ১১ শরীফ উৎসব, উদ্বোধক—পীরবাবা হাজি মোমতাজ হোসেন। **বিবেকানন্দ ব্রতী শিক্ষণ শিবির :** ৬॥টায় হাওড়ায় ইনডাসট্রিয়াল টেকনিক্যাল ইনসটিটিউট প্রাঙ্গণে শিবিরের উদ্বোধন, ৭টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন। **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ :** সকাল ১০টায় ৯০, কাশীপুর রোডে সাধু-ভবনের উদ্বোধন, উদ্বোধক স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী। **কলকাতা অখণ্ডমণ্ডলী :** সকাল ৭টায় অখণ্ড সংহিতা পাঠ, বিকাল ৫টায় হরি-ওম মহানাম সংকীর্তন। **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ :** ৬॥টায় ৩৫, সতীশ মুখারজি রোডে ধর্মসভা। **মহাবোধী সোসাইটি :** ৬টায় ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটারজি স্ট্রীটে পরলোকগত কেশবচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। **বিবেকানন্দ সোসাইটি :** ৬॥টায় ১৬১, বিবেকানন্দ রোডে স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজের শ্রীশ্রীগীতা আলোচনা। **খিদিরপুর সুরবিতান :** ৭টায় ৪৩, মনসাতলা লেনে সংগীতাসর। **ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি :** ৬টায় বিধান সরণিতে বঙ্গীয় কলালয় ভবনে বাংলাদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সংবর্ধনা। **রামকৃষ্ণ মিশন (গোল পারক) :** ৬॥টায় বিবেকানন্দ হলে অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তীর 'মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ' বিষয়ে বাংলায় আলোচনা। **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ :** ৭টায় ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'উপনিষদ' আলোচনা। **ইনস্টিটিউট অব ইনজিনিয়ারস :** ৬॥টায় স্যার আর এন মুখারজি হলে যুগ্ম সভা। **অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেন স্মৃতি কমিটি :** সকাল ৯টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মৃতিসভা, ১০টায় মেশিন টুলস রিসারচ ল্যাবরেটরির উদ্বোধন, উদ্বোধক—ডঃ এস এম পাতিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুব ছাত্রদের ভূমিকা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত —প্রিয়দাস মুনসী

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার মধ্য কলকাতা জেলা ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পারকে আয়োজিত জনসভায় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসি এম পি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের যুব ও ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

মারকসবাদী কমিউনিসট পারটির সমালোচনা করে তিনি বলেন, "মীরজাফরের পর পঃ বঙ্গে সি পি-এম এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। এদের ক্ষমা করা উচিত।"

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদ সভাপতি শ্রীসুব্রত মুখারজি বলেন, নবকংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ মিত্র সভায় পৌরোহিত্য করেন। জেলা ছত্রপরিষদ সভাপতি শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, আবদুর রউফ আনসারি, শ্রীচিত্রা ব্যানারজি ও শ্রীঅখিল রায়ও বক্তৃতা করেন।

এদিন ওই জেলা ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসের কর্মিসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। জেলা যুবকংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিখিল ব্যানারজি সভাপতিত্ব করেন।

বালুচিস্থানের গভরনরের পদে শপথ নিলেন

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—সরদার গাউস বক্স রায়সানি আজ বালুচিস্তানের গভরনর ও সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে ওই পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে গতকাল কোয়েতায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়।

ভুট্টো হঠাৎ লাহোরে

প্যারিস, ২৯ ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আজ হঠাৎ ইসলামাবাদ থেকে লাহোরে আসেন বলে পাক বেতারে বলা হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক কমপারটমেনটাল পরীক্ষা শুরু

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইন্যাল কমপারটমেনটাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রায় ৩২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর সচিব শ্রীঅমল চ্যাটারজি সুপুরে বললেন, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবেই চলছে। কোন কেন্দ্র থেকে কোন রকমের গোলমালের খবর পাওয়া যায় নি।

ইউনিটের দর

বোমবাই, ২৯ ডিসেম্বর—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৪০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৪০ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

বচন ইনামী অ্যাডভান্স কর্জ যোজনা · গুজরাট · GUJARAT

ভারতের সর্বত্র এবং বিদেশে ২০০০টি শাখা, এজেন্সী অফিস, এজেন্ট আছে। ৪৫,০০০ এরও বেশি লোক সদস্যশ্রেণীভুক্ত. প্রতি মাসে ১৫,০০,০০০, টাকারও (১৫ লক্ষ টাকা) বেশি লোন অ্যাডভান্স হিসাবে বণ্টন করা হয় এবং (বিজয় গ্রুপ ব্যতীত) প্রতি মাসে ৭০,০০০, টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়: ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যাহা সর্বত্র প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

গুজরাট সেভিং ইউনিট প্রাঃ লিঃ ইণ্ডিয়া

(গভঃ রেজিঃ নং ১৬৩৫ ; ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত)

আজই আমাদের বিজয় গ্রুপে—আপনার নাম রেজিস্টারী করুন। আপনাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা হইল ২০ মাসের জন্য প্রতি মাসে মাত্র ১৮, টাকা দিন, তদুপরি প্রথম মাসে মেম্বারশীপ ফী হিসাবে ৩, টাকা দিন। অল্প সময় মধ্যে আপনি একটি নম্বরযুক্ত পাস-বই পাইবেন এবং এই নম্বর স্কীম পিরিয়ডের শেষ পর্যন্ত—৭০ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৩শ বিজয় সেভিং— ফেরতযোগ্য গ্রুপ সহ

প্রথম পুরস্কার : ১,০০,০০০, টাকা (১ লক্ষ টাকা)
দুইটি পুরস্কার : ৫০,০০০, টাকা
পাঁচটি পুরস্কার : ২৫,০০০, টাকা
ছয়টি পুরস্কার : ১৮,০০০, টাকা

এবং আরও ৪০,৪৩০টি পুরস্কার আছে বিজয় গ্রুপে।
মোট বোনাস পুরস্কার : ৪ লক্ষ টাকা।
মোট পুরস্কার : ১২ লক্ষ টাকা
মোট অ্যাডভান্স লোন: ২,১০,০০,০০০, টাকার (২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) বেশি
বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
(১) ৫২/২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৪-৪০০৬
এজেন্টস : সুরেশ স্টোর, ১৭৪, এম জি রোড, কলিকাতা-৭
প্রধান শাখা : ৯৮, প্রিন্সেস স্ট্রীট, বম্বে-২
ফোন : ৩১১৮৭৩, ৩৩৪৮৩১, ৩৫০০০৬।

নির্দেশিত সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য *

এই জাতীয় সংকটে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে আমাদের সাহায্য করুন

ল্যাম্পস্ ও টিউব (অসরাম/মাজদা)

(১) জেনারেল লাইটিং সার্ভিস ল্যাম্পস্ :

ওয়াটস্	মূল্য টাকা (প্রতি)	ওয়াটস্	মূল্য টাকা (প্রতি)
১৫	১.৮০	১০০	২.৯০
২৫	১.৮০	১৫০	৪.৯০
৪০	২.০৫	২০০	৭.০০
৬০	২.০৫		

(২) টর্চ ল্যাম্পস্ :

ভোল্টস	সাইজ	মূল্য প্রতি ১০০টি হিসাবে টাকা
২.৫	১১ মি.মি.	৫৫.০০
৩.৮	১১ মি.মি.	৫৫.০০
৬.২	১৪ মি.মি.	৭৫.০০
২.৪	১১ মি.মি.	৭০.০০
৩.৬	১১ মি.মি.	৭০.০০

(৩) ফ্লোরোসেন্ট টিউবস্

ওয়াটস্	সাইজ (দৈর্ঘ্য)	মূল্য টাকা (প্রতি)
২০	২ ফিট (৬১০ মিমি)	১১.২৫
৪০	৪ ফিট (১২২০ মিমি)	১২.৭৫
৮০	৫ ফিট (১৫২৪ মিমি)	২০.০০

(৪) স্পেশ্যাল :

ভোল্টস	টাইপ	মূল্য টাকা (প্রতি)
১১০/২৩০/২৫০	নাইট লাইট	২.৫০
	ডেকোরেশন	৩.০০

(৫) এইচ. পি. এম. ভি. ফ্লোরোসেন্ট ডিসচার্জ ল্যাম্পস্ :

ওয়াটস্	মূল্য টাকা (প্রতি)
৮০	৬০.০০
১২৫	৭০.০০
২৫০	১৪০.০০
৪০০	১৮৫.০০
৭০০	৩৩০.০০
১০০০	৪১০.০০

সিলিং ও টেবিল ফ্যানস্

(ক) সিলিং ফ্যান :

বর্ণনা	মূল্য টাকা (প্রতি)
"এভারেস্ট সুপার" ১৫০০ মিমি (৬০") সুইপ, ক্যাপাসিটর টাইপ সিলিং ফ্যান	৩২৪.২৪
"এভারেস্ট মেজর" ১৪০০ মিমি (৫৬") সুইপ, ক্যাপাসিটর টাইপ সিলিং ফ্যান	৩০৯.৮০
"এভারেস্ট পপুলার" ১২০০ মিমি (৪৮") সুইপ, ক্যাপাসিটর টাইপ সিলিং ফ্যান	২৯৩.১৫
"এভারেস্ট মিনি" ৯০০ মিমি (৩৬") সুইপ, ক্যাপাসিটর টাইপ সিলিং ফ্যান	২৪২.০৭

(খ) টেবিল ফ্যান :

বর্ণনা	মূল্য টাকা (প্রতি)
"এভারেস্ট" ৪০০ মিমি (১৬") সুইপ, ক্যাপাসিটর টাইপ অসিলেটিং টেবিল ফ্যান	৩০৭.৭৫

এয়ার সার্কুলেটরস্

বর্ণনা	মূল্য টাকা (প্রতি)
২৪" (৬১০ মি.মি.)—২-ব্লেডযুক্ত পেডেস্টাল টাইপ, ১৪০০ আর.পি.এম.	৭৬০.৩৮
২৪" (৬১০ মি.মি.)—২-ব্লেডযুক্ত ব্রাকেট ওয়াল মাউন্টি টাইপ, ১৪০০ আর. পি. এম.	৭০৫.২৮
২৪" (৬১০ মি.মি.)—৪-ব্লেডযুক্ত পেডেস্টাল টাইপ, ১৪০০ আর.পি.এম.	৮৭০.৫৮

ইলেক্ট্রিক পাম্পস্

জি. ই. সি. পাম্পস

(ক) মোনোব্লক

এইচ্. পি.	পোল	সাকশন্ ও ডেলিভারি ইঞ্চি	মি.মি.*	মূল্য টাকা (প্রতি)
৩	২	২½×২	৬৪×৫১	১,১৬৩.০০
৩	৪	২½×২	৬৪×৫১	১,১৬৩.৬০
৩	৪	৩×২½	৭৬×৬৪	১,১৬৩.৬০
৫	৪	৩×২½	৭৬×৬৪	১,৪৪৪.০০
		৪×৩	১০২×৭৬	১,৪৪৪.০০
		৪×৪	১০২×১০২	১,৪৪৪.০০
৭.৫	২	২½×২	৬৪×৫১	১,৭৭৬.০০
১০	২	২½×২	৬৪×৫১	১,৯৬৭.০০

(খ) ফ্লেক্সিবলি কাপল্ড

এইচ. পি.	পোল	সাকশন ও ডেলিভারি ইঞ্চি	মি.মি.*	মূল্য টাকা (প্রতি)
৩	৪	২½×২	৬৪×৫১	১,২২৩.৬০
৫	৪	২½×২	৬৪×৫১	১,৪৫৯.০০
		৩×২½	৭৬×৬৪	১,৪৫৯.০০
		৪×৩	১০২×৭৬	১,৪৫৯.০০
৭.৫	৫	২½×২	৬৪×৫১	১,৮৮৫.০০
৭.৫	৪	৪×৪	১০২×১০২	১,৯০০.০০

এ. ই. আই. পাম্পস্

(ক) ইউনিট কনস্ট্রাকশন্

এইচ.পি.	পোল	সাকশন্ ও ডেলিভারি ইঞ্চি	মি.মি.*	মূল্য গানমেটাল ইম্পেলার সহ টাকা (প্রতি)
৩	২	২½×২	৬৪×৫১	১,২১৩.০০
৫	৪	৪×৩	১০২×৭৬	১,৫৬৯.০০
৭.৫	৪	৫×৪	১২৭×১০২	২,২০০.০০

(খ) ফ্লেক্সিবলি কাপল্ড

এইচ. পি.	পোল	সাকশন ও ডেলিভারি ইঞ্চি	মিমি*	মূল্য (শুধু পাম্পের) টাকা (প্রতি)
২	৪	২×২	৫১×৫১	২৭৫.০০
৩	৪	২×২	৫১×৫১	২৯০.০০
৩	৪	২½×২	৬৪×৫১	২৭৫.০০
৫	৪	২½×২ •	৬৪×৫১	২৯৫.০০
৫	৪	২½×২ ■	৬৪×৫১	৩১০.০০
৫	৪	৩×২½	৭৬×৬৪	৩১৫.০০

• টাইপ II ■ টাইপ III

ইলেক্ট্রিক্ মোটরস্

জি. ই. সি. মোটরস্

(ক) ৩ ফেজ্ এ.সি. ৪০০/৪৪০ ভোল্টস টি.ই.সি.সি. ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেমের সঙ্গে "ই" শ্রেণীর ইনসুলেশনযুক্ত স্কুইরেল কেজ্ মোটরস (আই. এস. এস.১২৩১/১৯৬৭ অনুযায়ী)

এইচ. পি.	পোল	মূল্য টাকা (প্রতি)
২	৪	৬৭২.০০
	৬	৮৬৬.০০
৩	৪	৭৮৫.৬০
	৬	১০০৩.০০
৫	৪	১০০৪.০০
	৬	১৩৭৪.০০
৭.৫	৪	১৩২০.০০
	৬	১৬৫২.০০
১০	৪	১৭০১.০০
	৬	২৪৮৩.০০
১৫	৪	২২৯৪.০০
	৬	৩০৫৪.০০

(খ) ৩ ফেজ্ এ.সি. ৪০০/৪৪০ ভোল্টস প্রটেক্টেড্ টাইপ্ স্কুইরেল কেজ্ ইন্ডাকশন্ মোটরস্

এইচ. পি.	পোল	মূল্য টাকা (প্রতি)
২	৪	৬৮১.০০
	৬	৮২৭.০০
৩	৪	৮৩৮.৬০
	৬	৯৭৬.০০
৫	৪	১০৪২.০০
	৬	১৫০৮.০০
৭.৫	৪	১৩৬৯.০০
	৬	১৬৮৬.০০
১০	৪	১৬৩৫.০০
	৬	২০৫৪.০০
১৫	৪	১৯৩৫.০০
	৬	২৫১২.০০

এ. ই. আই. মোটরস্

৩-ফেজ্ এ.সি. ৪০০/৪৪০ ভোল্টস্ প্রটেক্টেড্ টাইপ্ স্কুইরেল কেজ্ ইন্ডাকশন্ মোটরস্

এইচ. পি.	পোল	মূল্য টাকা (প্রতি)
২	৪	৭০৮.০০
	৬	৮৮৭.০০
৩	৪	৮৫৬.৬০
	৬	১০৭১.০০
৫	৪	১০৭১.০০
	৬	১৩৫৩.০০
৭.৫	৪	১৪০৪.০০
	৬	১৭৩১.০০
১০	৪	১৭০৩.০০
	৬	২০৬৬.০০
১৫	৪	১৯৫৮.০০
	৬	২৪৭৭.০০

এফ. এইচ. পি. মোটরস্ বর্ণনা	মূল্য টাকা (প্রতি)
১/২ এইচ. পি. মোটর বল বেয়ারিংযুক্ত	৫৩২.৬০
১/২ এইচ. পি. মোটর বুশ বেয়ারিংযুক্ত	৫২২.৬০

ক্রমওয়েল সুইচ্ ফিউজেস ও ফিউজ-সুইচেস্ (বি. এস. ৩১৮৫/১৯৫৯ ; ৫০০ ভোল্ট এ.সি. ও ডি.সি. সার্কিটের উপযুক্ত)

সুইচফিউজ

টাইপ	রেটিং (এম্প)	রি-ওয়ারেবল্ ফিউজসহ মূল্য (প্রতিটি) টাকা	এইচ. আর. সি কার্তিজ ফিউজসহ মূল্য (প্রতিটি) টাকা
ডাবল্ পোল	২০	৫৩.৫০	৬১.৫০
	৩০	৬১.০০	৭৪.০০
	৬০	১২০.০০	১৪১.০০
	১০০	১৭৮.০০	২১৪.০০
ট্রিপল্ পোল	২০	৭২.০০	৮৪.০০
	৩০	৮২.৫০	১০২.৫০
	৬০	১৭৩.০০	২০৫.০০
	১০০	২৮০.০০	৩৩৩.০০

ফিউজ-সুইচ

টাইপ	রেটিং (এম্প)	এইচ. আর. সি. কার্তিজ ফিউজসহ মূল্য (প্রতিটি) টাকা
ট্রিপল্ পোল ও নিউট্রাল	১৫০	৫০৯.০০
	২০০	৫২৫.০০
	৩০০	৭১০.০০
	৪০০	৯৪০.০০

ক্রম্প্টন আইসোলেটরস্

টাইপ	রেটিং (এম্প)	মূল্য টাকা (প্রতি)
ট্রিপল্ পোল	২০/৩০	৪৩.০০
	৬০	৮৯.০০
	১০০	১৪০.০০
	১৫০	৪৭৫.০০
	২০০	৪৮৫.০০
	৩০০	৬৩৫.০০
	৪০০	৮০০.০০

ইন্টারলকড্ সুইচ্প্লাগস্

টাইপ	রেটিং (এম্প)	রি-ওয়ারেবল ফিউজসহ মূল্য (প্রতি) টাকা	এইচ. আর. সি কার্তিজ ফিউজসহ মূল্য (প্রতি) টাকা
ট্রিপল্ পোল	১০/১৫	১৬৭.০০	—
	৬০	৩৬৩.০০	৩৯০.০০
	১০০	৬৩৫.০০	৬৯০.০০

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যানস্

রিং-মাউন্টেড প্রপেলার ফ্যানস্ :

ফ্যান ডায়া.	স্পিড আর.পি.এম.	এয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট এফ. আই. ডি. সি.এফ.এম.	এম৩/এইচ	মূল্য (প্রতি) স্টাণ্ডার্ড ফিনিশের জন্য টাকা
২২০/২৪০ ভোল্টস্ সিঙ্গল্ ফেজ এ.সি. ৫০ সাইক্লস-এ ব্যবহারের উপযুক্ত				
১২" (৩০৫ মিমি)	১৪৪০	১১২০	১৯০০	৪১৮.৭৬
১৫" (৩৮০ মিমি)	৯০০	১৪৫০	২৪৬০	৪৭৩.৮৬
১৫" (৩৮০ মিমি)	১৪০০	২৩৫০	৪০০০	৪৮৪.৮৮
১৮" (৪৫৭ মিমি)	৯০০	২৫৫০	৪৩৪০	৬১৭.১২
১৮" (৪৫৭ মিমি)	১৪০০	৪০০০	৬৮০০	৬৫০.১৮
২৪" (৬১০ মিমি)	৭০০	৪৬৫০	৭৯০০	৯৪২.২২
২৪" (৬১০ মিমি)	৯৪০	৬১৫০	১০৪৫০	৯৮০.৭৮
৩৮০/৪৪০ ভোল্টস্ ৩-ফেজ্ এ.সি.৫০ সাইক্লস্ এর জন্য উপযুক্ত				
১৫" (৩৮০ মিমি)	৯০০	১৪৫০	২৪৬০	৪৬২.৮৪
১৫" (৩৮০ মিমি)	১৪০০	২৩৫০	৪০০০	৪৭৩.৮৬
১৮" (৪৫৭ মিমি)	৯০০	২৫৫০	৪৩৪০	৬১৭.১২
১৮" (৪৫৭ মিমি)	১৪০০	৪০০০	৬৮০০	৬০৬.১০
২৪" (৬১০ মিমি)	৭০০	৪৬৫০	৭৯০০	৯২৫.৬৮
২৪" (৬১০ মিমি)	৯৪০	৬১৫০	১০৪৫০	৯৪৭.৭২
৩৬" (৯১৫ মিমি)	৫৭০	১৩০০০	২২১০০	২,১২৬.৮৬
৩৬" (৯১৫ মিমি)	৭২০	১৬৫০০	২৮০০০	২,২১৫.০২

* চলতি আবগারী কর সহ। স্থানীয় কর অতিরিক্ত।

* প্রায়

দি জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানি অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
"ম্যাগনেট্ হাউস", ৬ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১৩
আপনার গ্যারান্টি
শাখা : কলকাতা, ভুবনেশ্বর, পাটনা, কানপুর, নিউ দিল্লী, জয়পুর, চণ্ডীগড়, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর, বাঙ্গালোর, সেকান্দ্রাবাদ, এর্ণাকুলাম, বোম্বে, নাগপুর, আমেদাবাদ ও জব্বলপুর।
TRADE MARK GEC PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC CO. OF INDIA LIMITED
॥ অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞাপনটি কেটে রাখুন ॥
iam-GEC-5/71 BEN

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৪ পৌষ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

শিশির বিন্দু যেমন নিস্তব্ধ অদৃশ্য ও অশ্রুত-ভাবে অতি সুন্দর গোলাপকলিকে প্রস্ফুটিত করে, সমগ্র পৃথিবীর চিন্তারাশিতে ভারতের দান সেইরূপ বুঝিতে হইবে। —স্বামী বিবেকানন্দ

বিরতি না যতি

পশ্চিম সীমান্তে আবার রক্ত ঝরিয়াছে। রাজস্থানের নানা এলাকায় অতর্কিত হামলা চালাইয়াছে পর্যুদস্ত হওয়ার পরও হীন হানাদার। দুইজন ভারতীয় মেজর এবং কয়েকজন বীর জওয়ান নিহত। হয়তো তালিকা আরও দীর্ঘ হইবে। এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব অবশ্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য: এ সব কিসের লক্ষণ? ভারত সরকার বলিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের ধারণা রাজস্থানের এই ঘটনা "বিচ্ছিন্ন", পাকিস্তান হয়তো সর্বত্র যুদ্ধ বিরতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না। সাধ থাকিলেও এই মুহূর্তে তাহার সে-সাধ্য আছে কিনা সেটাও বিচার্য। ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান মনে করেন—মার' সামলাইতে পাকিস্তানের অনেক দিন লাগিবে। পর্যবেক্ষকদেরও তাহাই ধারণা। তবু এই হঠকারিতাকে নিছক পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বোধ হয় ঠিক নয়। যুদ্ধ-বিরতির মুহূর্তে, কিংবা পরক্ষণে এ-জাতীয় ঘটনা অবশ্য ঘটে, যতটুকু পারা যায় আগাইয়া থাকাই তখন লক্ষ্য। কিন্তু পাকিস্তান এবার যুদ্ধ-বিরতিকে সংশয়াকুল করিয়া তুলিয়াছে বেশ কয়েক দিন পরে; আর সকলের প্রত্যাশা যখন "স্থায়ী শান্তি" ঠিক তখনই এই কামান গর্জন। রাষ্ট্রপুঞ্জ এইবার দেখুক শান্তির স্থায়িত্বকে খুঁচাইতে খুঁচাইতে চাহিতেছে কে? পাক অপকীর্তি নিঃসন্দেহে এক অশুভ ইঙ্গিত। বিশেষত, ভুট্টোর তর্জন গর্জন, চীনের হুঁশিয়ারি এবং সর্বশেষ পাক বেতারের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গানগরে পাক বাহিনীর এই আস্ফালন তাৎপর্যপূর্ণ। পাক রেডিও জানাইয়াছে—এশিয়ায় যে-কোনও মুহূর্তে নূতন করিয়া ঝড় উঠিতে পারে। পাকিস্তান যুদ্ধে হারে নাই, হার মানিয়াছে ঘটনাবলীর চাপে। দুই দেশের মধ্যে এখনও নাকি যুদ্ধাবস্থাই বহাল!

এই সব বড়াই আর বকবকানির পিছনে অবশ্য একটি কারণ আছে:—পরাজয়কে যথাসম্ভব গোপন করা চাই। যখন সেটা নিতান্ত অসম্ভব তখন "প্রতিশোধ গ্রহণ করিব" বলিয়া পাঁয়তারা কষাও দরকার হয় বইকি! জনাব ভুট্টো উপস্থিত লেজে-গোবরে হইয়া আছেন বিবিধ সংকটে। পরাজয়ের দায় তিনি সামরিকবাহিনীর কাঁধে চাপাইবার যত চেষ্টাই করুন, সকলেই জানেন তিনি জন-প্রতিনিধি হিসাবে এবার গদিতে বসেন নাই। তিনি জেনারেলদের মনোনীত প্রেসিডেণ্ট। হারানো বাংলামুলুকের উদ্ধার নয়, তাঁহার প্রধান কাজ এই মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ভারতীয় বাহিনীকে সরানো, ভাঙা পাকিস্তানের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা রক্ষা করা। বাংলাদেশ উদ্ধার, ভুট্টো জানেন, তাঁহার সাধ্যের বাহিরে, আড়ালে সে কথা নাকি তিনি মানিয়াও লইয়াছেন।—পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেণ্ট এখন বন্দী সৈনাদের ঘরে ফিরিয়া পাইলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিবেন। কিন্তু পরাজয়ের দায়ে ইয়াহিয়াকে সরাইয়া যিনি গদীয়ান হইয়াছেন তিনি কেমন করিয়া পরদিনই বলেন—"দেশ তো দেশেই আছে, কী তার উদ্ধার!" সুতরাং, ন্যাশনাল আওয়ামী দলের নেতা ওয়ালি খান "সহজ সত্যকে" মানিয়া লইতে আহ্বান জানাইলেও ভুট্টো-সাহেব এখনও জাতীয় বীরের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। তিনি বাংলাদেশকে এখনও মানিয়া লন নাই, একটি স্বাধীন দেশের স্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানকে বেপরোয়া স্পর্ধায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। মুজিবর তাঁহার হাতে বন্দী, যদিও সঙ্গে সঙ্গে ভুট্টো নাকি এই আশ্বাসও দিতেছেন—মুজিবরকে ছাড়িয়া দেওয়াই তাঁহার ইচ্ছা! এই মেলোড্রামাটিক চিত্রনাট্যে গঙ্গানগরে কামানের আওয়াজ কিন্ত দিব্য খাপ খায়। ভুট্টো কি ইহাই দেখাইতে চাহেন শুধু কথায় নয়, কাজেও তাঁহার প্রতিশোধ স্পৃহা আন্তরিক? নাকি, তিনি উ থানট-এর দূতকে কিছু দেখাইতে চাহেন?

নিজে আমন্ত্রণ করিয়া পরে ভাঙা নাক দেখাইয়া অন্যকে আক্রমণকারী বলিয়া চেঁচামেচি করা পাক প্রভুদের পুরানো স্বভাব। পাকিস্তান সে-চেষ্টা করিতে পারে। উ থানট-এর দূতকে সে দেখাইতে চাহিবে নিরাপত্তা পরিষদ "টেঁকসই যুদ্ধবিরতি" চাহিলেও এ-যুদ্ধবিরতি নিতান্তই ভঙ্গুর, যে পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্য না সরিতেছে ততক্ষণ অশান্তির কারণ থাকিয়াই যাইবে। সুতরাং, দোহাই আপনাদের, অগ্রে তাহার ব্যবস্থা করুন। ইতিমধ্যে পাক-রেডিও ভাষ্যকারের স্বপ্নে দেখা সেই "ঝড়" যদি সত্যই তোলা সম্ভব হয় তবে তো কথাই নাই, পাকিস্তান হারানো বাংলার বিকল্প হিসাবে কাশ্মীরের জন্য হয়তো আর একবার মরিয়া হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। যতক্ষণ সে-সুযোগ না-আসিতেছে, অর্থাৎ বন্ধুদের সমর্থন যতক্ষণ মৌখিক, ততক্ষণ কোনও মতে আসর গরম রাখাই ভুট্টো সাহেবের মতলব। তিনি জানিয়া গিয়াছেন—বাংলাদেশ বাস্তব সত্য, আজ রাশিয়া ওই নবীন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী, কাল অন্যরাও আগাইয়া আসিল বলিয়া। এ সময়ে ভুট্টো যদি পশ্চিম সীমান্তেও ভারতীয় বাহিনীকে মুখ বুঁজিয়া সহ্য করেন তবে পাকিস্তানী জনতা তাঁহাকে ত্রাণকর্তা বলিয়া মানিয়া লইবে কেন? কোয়েটায় ইতিমধ্যেই ভুট্টোর দল আর ন্যাপের মধ্যে হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। হয়তো অচিরে শোনা যাইবে, হাতাহাতি পিপল্‌স পার্টির মধ্যেও। সুতরাং, ভুট্টো এখন মাঝে মাঝে সীমান্তের দিকে সরবে অঙ্গুলি তুলিতে চাহিবেন। তাহার জবাব একটাই: সেই উদ্ধত কামানগুলিকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া। তাঁহার মতলব-বাজির খোরাক যোগাইতে আমাদের মানুষ মরিবে কেন?

উন্নয়নের চাবিকাঠি

প্রধানমন্ত্রীর মতো কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হইয়া গেলে আমরা হতাশায় ভাঙিয়া পড়িব না। উক্তিটা শূন্যগর্ভ আস্ফালন নয়। ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশও যদি অসহায়ভাবে বিদেশী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে তাহা হইলে সেটা লজ্জার কথা তো বটেই বিপদের কথাও। কখন কোন্ সঙ্কটের মুহূর্তে কোন্ দেশ অকস্মাৎ হাত গুটাইয়া বসিবে আর আমাদের সমৃদ্ধির স্বপ্ন সে রূঢ় আঘাতে সহসা ভাঙিয়া যাইবে এমন হওয়া উচিত নয়। বিদেশ হইতে বৈষয়িক সাহায্য লইলেই অবশ্য মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় না কিন্তু সাহায্য দেওয়ার ভান করিয়া কোনও বিদেশী রাষ্ট্র যদি এদেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চায় তাহা হইলে যত অসুবিধাই হউক না কেন সে সাহায্য ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করা উচিত। জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া পরের দ্বারস্থ হওয়া কোনও স্বাধীন দেশেরই সাজে না, হউক না সে দেশ বৈষয়িক ক্ষেত্রে অনুন্নত।

প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীর সমালোচনার মুখ্য লক্ষ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বৈষয়িক সাহায্যকে সে দেশই কূটনৈতিক দাবা খেলার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। পাকিস্তান এ দেশ আক্রমণ করিলে দোস্তের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে সে-ই ভারতবর্ষকে বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। শুধু তাই নয়, অন্যদেরও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়াছে। জাপান ও বেলজিয়াম ছাড়া আর কেহ যে মার্কিনী প্ররোচনায় কান দেয় নাই সেটা অবশ্য শুভ লক্ষণ। ওই দুইটি দেশের মধ্যে জাপান ইতিমধ্যেই মত পালটাইয়াছে, জাপানী বৈষয়িক সাহায্য হইতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আর, যে সমস্ত দেশ আমেরিকার অনুগামী নয় তাহারা অবশ্য নিজেদের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিতেছে, কোনও হুমকি তাহারা দেয় নাই, ভারতবর্ষকে বিপন্ন করিবার কোনও অপচেষ্টাও করে নাই। তবে আমেরিকার জোর এই যে ভারতবর্ষ যে বৈষয়িক সাহায্য পায় তাহার বেশীর ভাগই আসে তাহার তহবিল হইতে।

চোখ যখন আমাদের নিক্সন একবার খুলিয়া দিয়াছেন তখন আবার সে চোখ যাহাতে কালঘুমে মুদিয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা আমাদের এখন করিতে হইবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বৈষয়িক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। সেটা আদৌ অসম্ভব নয়। বৈষয়িক সাহায্য এ দেশ যাহা পাইয়াছে তাহার পরিমাণ জাতীয় আয়ের এক-শতাংশেরও কম। ওইটুকু সম্পদ না মিলিলে আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-নীতির ভরাডুবি হইবে এ আশংকার কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের প্রধান সমস্যা ছিল খাদ্যশস্যের ঘাটতি। সে ঘাটতি যখন পূরণ করা গিয়াছে তখন বৈষয়িক সংকটের অনেকটাই আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছি। প্রায় এক কোটি শরণার্থী এ দেশে আশ্রয় লইলেও খাদ্যবস্তুর দাম যে অস্বাভাবিকভাবে বাড়ে নাই তাহাতেই বোঝা যায় ভারতবর্ষে খাদ্যসংকটের অবসান ঘটিয়াছে। হরিৎ বিপ্লব যে অলীক নয় তাহার প্রমাণ বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্ত।

সমস্যা এখন প্রধানত শিল্প-প্রসার সংক্রান্ত। শিল্পে মন্দা কাটিয়া গেলেও নানা কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্প্রসারণ ব্যাহত হইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির বাধাগুলি দূর না করিতে পারিলে বৈষয়িক উন্নয়নের গতি আরও স্তিমিত হইয়া আসিবে। সরকার তথা যোজনা পর্ষদের উচিত এখন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। যোজনা মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে সক্রিয় করিয়া তোলার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ঠিক কী ভাবে যে কাজটা করিবেন তাহার কোনও হদিস দেন নাই। যোজনা পর্ষদের কাছে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শিল্পে উৎপাদনক্ষমতাকে পুরাপুরি কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। বেসরকারী এবং সরকারী উদ্যোগ দুই ক্ষেত্রেই আরও কর্ম-তৎপরতার বিশেষ দরকার। তবেই কোনও প্রতিষ্ঠানেই যন্ত্রপাতি অলস হইয়া পড়িয়া থাকিবে না—উৎপাদন যতটা সম্ভব বেশী হইবে। এ ব্যাপারে বৈদেশিক সাহায্যের কথাটা প্রাসঙ্গিক। যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ কিংবা কাঁচামাল অথবা উৎপাদনশৈলী বিদেশ হইতে আমদানী না করিলে যদি উৎপাদন বিঘ্নিত হয় তাহা হইলে তত্ত্ব কথার জাবর না কাটিয়া সে বন্দোবস্ত অসংকোচে করিতে হইবে। তত্ত্বের চেয়ে কল্যাণ অনেক বড়।

ইঙ্গ ভাষার বঙ্গী লেখক

ফরাসী লেখক আঁদ্রে মালরো বন্দুক হাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। ইঙ্গভাষার বঙ্গী লেখক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী সেক্ষেত্রে কলম হাতে মাঠে নামিয়াছেন। তবে লিখিয়াছেন যত, কালি ছিটাইয়াছেন তাহার চতুর্গুণ, এবং সেই ভুসো কালির কিছুটা যে তাঁহার নিজের মুখেও লাগে নাই, তাহা নিশ্চয় বলা চলে না। চৌধুরী মহাশয়ের সাম্প্রতিক বিষয়বস্তু পাক-ভারত সংঘর্ষ। পাঠক, ভয় পাইবেন না, নীরদবাবু 'বাঙালী জীবনে রমণী'র খোঁজ রাখেন বলিয়াই যে অন্যান্য বিষয়ে উদাসীন, তাহা নয়। এককালে মিলিটারি অ্যাকাউন্ট্‌সে চাকুরি করিতেন, সেই সুবাদে কামান-বন্দুকের খোঁজ কিছুটা রাখেন বই কী; উপরন্তু, স্বচক্ষে রণক্ষেত্র না-ই দেখিয়া থাকুন, দুই-চারিখানা বই পড়িয়া যুদ্ধবিগ্রহের পশ্চাৎপট আর ঘাঁতঘোঁতও হয়ত বুঝিয়া লইয়া থাকিবেন, নহিলে হঠাৎ পাক-ভারত সংঘর্ষের ব্যাপার লইয়া তিনি মস্ত একটা প্রবন্ধই বা ফাঁদিয়া বসিবেন কেন, আর ছয়-ছয়টা কলম জুড়িয়া লণ্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকা তাহা ছাপিবেই বা কেন?

একটা হেতু অবশ্য এই হইতে পারে যে, ভারতীয়ের মুখে ভারতবর্ষের নিন্দা শুনিতে সাহেবসুবোদের অন্তত একাংশের নেহাত মন্দ লাগে না। বিশেষ, চৌধুরী মহাশয় এখন আর ততটা অজ্ঞাতনামা নহেন, ধুমধাড়াক্কা উল্টাপাল্টা কথা বলিয়া নাম করিয়াছেন, সুতরাং সেই মানুষটি যখন চোখ পাকাইয়া যুদ্ধের দায় ভারতের ঘাড়ে চাপান, বিলাতী সমাজে তখন কিঞ্চিৎ আহ্লাদের ঢেউ তো বহিতেই পারে। আহ্লাদিত হয় সেই 'কোই হ্যায়'-মার্কা রিটায়ার্ড সাহেব গোষ্ঠী, আর কিছু নয়, স্রেফ 'ভারতীয়দের সভ্য বানাইবার মহৎ উদ্দেশ্য' লইয়া যাঁহারা একদা এ-দেশে আসিয়াছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার আগেই ভারতবর্ষ হঠাৎ পটাং করিয়া হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় যাঁহাদের আক্ষেপের অবধি নাই। এককালে আম্বালা কি আগ্রার ক্যান্টনমেন্টে বিস্তর হাঁকডাক ছাড়িয়াছেন, ইদানীং সাসেক্স কিংবা এসেক্সে বসিয়া জাবর কাটা ছাড়া অন্য কোনও কাজ নাই—সেই ঠুঁটো কর্নেল আর কাপ্তানেরা নিশ্চয় চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িয়া দারুণ খুশী।

খুশী সেই পাকচক্রীরাও, মাসের পর মাস যাহারা বাংলাদেশে মানুষ মারিয়াছে আর নারীর ইজ্জৎ নাশ করিয়াছে। খুশী তাহাদের মার্কিন আর চীনা মুরুব্বীরাও অবাধ গণহত্যা আর নারীধর্ষণের বিরুদ্ধে যাহারা টুঁ শব্দটি করে নাই। লক্ষণীয়, এ-সব 'তুচ্ছ' ঘটনার উল্লেখ নাই চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধেও। হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের পুরানো কাসুন্দি তিনি প্রাণ ভরিয়া ঘাঁটিয়াছেন, কিন্ত পাক-মুসলিমদের হাতে বাঙালী মুসলিমের পাইকারী মৃত্যু সম্পর্কে তিনি নীরব। বাংলাদেশে ভারতীয় ফৌজের প্রবেশের মূলে তিনি শুধু হঠকারিতাই দেখিয়াছেন। পরাধীনতার আমলে ভারতবর্ষকে গালিগালাজ করিবার জন্য যাহারা মিস মেয়ো, বিভারলি নিকল্‌স ইত্যাদি সব ভাড়াটিয়া লেখকদের কাজে লাগাইয়াছিল, ইংরাজী ভাষার এই বঙ্গী লেখকের কাণ্ড দেখিয়া তাহারা কি আর আহ্লাদে আটখানা হইবে না!

স্বদেশের নিন্দায় একা নীরদবাবুই যে পঞ্চমুখ, তাহা অবশ্য নয়; বর্ষীয়ান এই লেখকের সঙ্গে যেমন বাঙালী, তেমনি অন্য প্রদেশের কিছু চ্যাংড়াও দিব্য জুটিয়া গিয়াছে। পারিতোষিক আর পিঠ-চাপড়ানি মিলিতেছে সকলেরই। বলা বাহুল্য, বিদেশেই ইহারা থাকিয়া যাক, এমন কথা আমরা বলি না। বরং নীরদবাবুকেও বলি, ফিরিয়া আসুন। ভারতবর্ষ মস্ত দেশ। উপরন্তু বৈচিত্র্যের দেশ। সুতরাং সকলেরই এখানে জায়গা হইবে। এ-দেশে পকেটমার থাকিতে পারে, পাগল থাকিতে পারে, আর দুই-চারিটা নীরদ চৌধুরী থাকিবে না? তাও কখনও হয়?

যৎকিঞ্চিৎ

যেকালে যানবাহনের সংখ্যা অল্প সেই সময়ের উপযোগী করিয়া নির্মিত রাস্তা দিয়া বর্তমানের বিপুল-সংখ্যক যানবাহন চালাইতে গেলে যদি মাঝে মাঝে 'ট্রাফিক জ্যাম' হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অবশ্য ইহা ছাড়া আরও নানা কারণে 'ট্রাফিক জ্যাম' হয়, যেমন যানবাহন চলাচল দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত না করা, মন্থরগতি যানবাহনের সংখ্যাধিক্য, বাঁধা রাস্তায় ট্রামগাড়ির চলাচল ইত্যাদি।—এই সব কারণে খাস কলিকাতায় তো বটেই, শহরতলিতেও প্রায়ই 'ট্রাফিক জ্যাম' হইয়া থাকে। ইহার প্রতিকারের জন্য যেখানে সুযোগ ও সুবিধা আছে সেখানে রাস্তার পরিসর বাড়াইলে অথবা বিকল্প রাস্তা তৈয়ার করিয়া সেখান দিয়া যানবাহনের একাংশ ঘুরাইয়া দিলে 'ট্রাফিক জ্যাম'-এর সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইতে পারে। আমরা জানিয়া খুশী হইলাম যে, বেহালার 'ট্রাফিক জ্যাম'-এর প্রতিকারের জন্য পরিত্যক্ত কালীঘাট-ফলতা রেলপথের তারাতলা হইতে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত একটা বিকল্প রাস্তা তৈয়ারির ব্যবস্থা করা হইতেছে। সি এম ডি এ ইহার ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই বিকল্প রাস্তা তাড়াতাড়ি নির্মিত হইলে বেহালায় 'ট্রাফিক জ্যাম' এড়ানো সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঙলাদেশে সংখ্যালঘু সমস্যার রূপান্তর (২)

অবদুল গাফফার চৌধুরী

বাংলাদেশে অবাঙালী সংখ্যালঘু সমস্যার উদ্ভব ঘটার একটা অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে। যে কারণের জন্য ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বারবার কখনও সীমাবদ্ধভাবে, আবার কখনও ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে। এগুলোকে দাঙ্গা না বলে একতরফা হত্যা ও বিতাড়ন-নীতি আখ্যা দেয়া যায়। কারণ দাঙ্গা হয় দু' পক্ষের মধ্যে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাঙালী হিন্দুর দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ বা দাঙ্গা প্রতিরোধের মত মানসিক শক্তি ও রাজনৈতিক ভূমিকা কোনটাই ছিল না। ধর্মরাষ্ট্রে তাদের নাগরিক অধিকার কার্যত লুপ্ত হয়ে তারা 'জিম্মির' পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

দেশ ভাগের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ থেকে বাঙালী হিন্দুদের ব্যাপক বাস্তু ত্যাগের ফলে বাঙালী মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমে কিছুটা উল্লসিত হয়েছিলেন। কারণ, ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে চাষের জমির উপর তাতে চাপ কমছিল এবং বাঙালী মুসলমান-দের হাতে হিন্দুদের জমিজমা আসছিল। অন্য দিকে হিন্দু শিক্ষক, চিকিৎসক, উকিল, মোক্তার, জজ ম্যাজিসট্রেট পিয়ন, পেয়াদা, আরদালির দেশত্যাগের ফলে চাকরির বাজারেও সুবিধা হচ্ছিল নতুন বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তাঁদের করাচীর শাসকেরা হিন্দু বিতাড়ন-নীতি দ্বারা আসলে বাঙালী মুসলমানের জন্য বানরের পিঠা ভাগের ব্যবস্থা করেছেন। পাকিস্তান সরকারের হিন্দু বিতাড়ন-নীতির দ্বারা গ্রামাঞ্চলে কিছু চাষের জমি এবং শহরাঞ্চলে কিছু চাকরি বাকরি তাদের হাতে এসেছে বটে, কিন্তু তাদের আসল জমার খাতায় বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। শহরের সব বড় বড় সম্পত্তি শিল্প ও কল-কারখানা, ব্যবসা চলে গেছে অবাঙালী মুসলমানদের দখলে। বাঙালী হিন্দুর দেশত্যাগের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হঠাৎ যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে 'ইসলামী তমদ্দুনের' নামে উরদু ভাষা ও অবাঙালী সংস্কৃতি দ্বারা পূরণ করার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাঙালী-দের প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রায় কোটি খানেকের কাছাকাছি বাঙালী হিন্দুর দেশত্যাগের ফলে পাকিস্তানে বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা শতকরা ৬৫ ভাগ থেকে শতকরা ৫৪ ভাগে নেমে এসেছে এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করার পর পশ্চিম পাকিস্তানীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সংখ্যা-সাম্যের প্রস্তাব তুলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। এই উপলব্ধি থেকেই বাঙালী মুসলমানেরা বুঝতে পারেন যে, হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা তাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে চান প্রথমত—বাঙালীদের রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত রেখে তাদের দাবি আদায়ের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য। দ্বিতীয়ত, বাঙালীদের তুলনামূলক সমৃদ্ধ ও উন্নত অংশটিকে দেশত্যাগে বাধ্য করে তাদের স্থলে বহিরাগত অথচ অনুগত অবাঙালী মুসলমানদের পুনর্বাসনের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশে পঞ্চাশের শেষ দিকে অথবা ষাটের গোড়ার দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিভাবে কারা বাধিয়েছেন এবং এই দাঙ্গা দ্বারা কারা লাভবান হয়েছেন, তার একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই সমস্যাটির আসল চিত্র স্পষ্ট হবে। ঢাকার সরকার-সমর্থক পত্রিকাগুলোতে হঠাৎ একদিন প্রকাশ করা হয়, দিল্লিতে কোন এক দূতাবাসে একটি কুকুরের নাম মোহামুদ রাখা হয়েছে এবং এটা ইসলামের মহানবীর নামের প্রতি চরম অবমাননা। সঙ্গে সঙ্গে জামাতে ইসলামী দল ঢাকায় হরতাল পালন এবং প্রতিবাদ-মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। সংশ্লিষ্ট দূতাবাস থেকে যথাসময়ে জানানো হয় যে কুকুরটির নামের সঙ্গে ইসলামের মহানবীর পবিত্র নামের কোন সম্পর্ক নেই। যে-দেশীয় কুকুর, সে দেশের একটি উপভাষায় (সম্ভবত নেপালী) মোহামুদ অর্থ বিক্রমশালী। কিন্তু কে শোনে কার কথা? জামাতে ইসলামী দল প্রতিবাদ-সভা করল, প্রতিবাদ-মিছিল বের করল। এই মিছিলের অধিকাংশ লোকই ছিল তথাকথিত 'মোহাজের সম্প্রদায়ের' লোক। মিছিল নবাবপুর রোড অতিক্রম করার সময় অধিকাংশ হিন্দু দোকান আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হল। কোন কোন হিন্দু মালিক ভয়ে দোকান ও বাড়ি ছেড়ে পালালেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দেখা গেল, নবাবপুরের অধিকাংশ হিন্দু বাঙালীর দোকান অবাঙালী মুসলমানের দোকানে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে গবরনর মোনেম খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা হয়, তাকে সফল করার জন্য অবাঙালী মিল-মালিকরা মদৎ জুগিয়েছেন আর বাঙালী মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে এই দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছেন। এই দাঙ্গার পর ঢাকার 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় স্পষ্টই বলা হয়, 'দাঙ্গা বাধানোর চক্রান্তের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি—যে জেলে, কুমোর, ধোবা নাপিত প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল, তাদেরও দেশছাড়া করা এবং সেখানে অবাঙালীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই দাঙ্গার পর হিন্দু ধোবা ও নাপিত ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করায় একমাত্র ঢাকা শহরেই অবাঙালী মুসলমান-পরিচালিত হেয়ার কাটিং সেলুন এবং লনড্রির সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে গেছে। আমাদের চুল ছাটা ও কাপড় ধোয়ার খরচও বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগ। এখন বাংলাদেশে বাকী আছে হিন্দু জেলে ও মৎস্যজীবী শ্রেণী। এদেরও প্রাণের ভয় দেখিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা গেলে সম্ভবত মেঘনা, পদ্মার মাছও করাচী বা লাহোর থেকে টিনজাত হয়ে আসার পর চতুর্গুণ দামে আমাদের কিনতে হবে।'

*

বাংলাদেশে বহিরাগত অবাঙালী সংখ্যালঘু সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়নি। এই সমস্যা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট, তেমনি ইচ্ছাকৃত-ভাবেই একে জিইয়ে রাখা হয়েছিল, বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতলবে। দেশ ভাগের আগে ১৯৪৫ সালে বিহারে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক লাখ উরদুভাষী বিহারী মুসলমানকে তৎকালীন অখণ্ড ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলোতে পুনর্বাসনের প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা নিজ দেশে এদের ঠাঁই দিতে অস্বীকৃতি জানান। অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার তৎকালীন প্রধান খাজা নাজিমুদ্দিনও বাংলাদেশে ঘনবসতি ও উদ্বৃত্ত জন-সংখ্যার যুক্তি প্রদর্শন করে উদ্বাস্তু বিহারী মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত জনবিরল পাঞ্জাব অথবা বেলুচিস্তানে পুনর্বাসনের সুপারিশ করেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের পর জনাব শহীদ সোহরাওয়ারদী অবিভক্ত বাঙলায় মুসলিম লীগ সরকারের প্রধান হন এবং তাঁকে মিঃ জিন্না এই বলে টোপ দেখান যে, বাংলাদেশ ভবিষ্যতে যখন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্গত হতে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশের যে-সব জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, সেসব জেলায় উদ্বাস্তু বিহারী মুসলমানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলে ভবিষ্যতে বাঙালী মুসলমানদেরই লাভ হবে। তাছাড়া বিহারী মুসলমানদের সাহায্য দেয়ার নামে যে কয়েক কোটি টাকার 'কায়েদে আজম সাহায্য তহবিল' গঠন করা হয়েছে, তা থেকেও সিংহ ভাগ বাংলাদেশকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। সোহরাওয়ারদী উদ্বাস্তু বিহারী মুসলমানদের বাংলাদেশে পুনর্বাসনের প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার 'প্রত্যক্ষ দিবসের' হাঙ্গামার পর তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও সহায়তার জন্য 'কায়েদে আজম তহবিলের' কয়েক কোটি টাকা থেকে কিছু টাকা বরাদ্দ করার দাবি জানালে লীগ হাই কম্যানড তাঁর দাবি পূরণ না করে কৌশলে তা ঝুলিয়ে রাখেন। পরবর্তী পর্যায়ে সোহরাওয়ারদী বাংলাদেশের লীগ-নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত হন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শুধু বিহার নয়, যুক্তপ্রদেশ, মাদরাজ, বোমবাই ও কলকাতার উরদুভাষী অবাঙালী মুসলমানদের একটা উল্লেখ-যোগ্য অংশকে পূর্ব বাঙলায় পুন-র্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং আরও ছ'জন অবাঙালী মুসলিম লীগ নেতা বাংলাদেশের কোটা থেকে পাকিস্তান গণপরিষদে আসন গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে 'মোহাজের রাজনীতিরও' সূত্রপাত তখন থেকেই। এই 'মোহাজের রাজনীতিরই' পরিণতি ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাঙালী মুসলমানদের একটা বড় অংশ কর্তৃক পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ড করে তাদের জন্য 'মোহাজের-স্তান' নামক নতুন প্রদেশ গঠনের দাবি। করাচীর উরদু দৈনিক 'জং' পত্রিকা লাহোরের 'নওয়ায়ে ওয়াকত' ও 'কোহিস্তান' পত্রিকায় এই দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাংলাদেশের উরদুভাষী অবাঙালীদের ক্রমাগত উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা হয়। ১৯৬৯ সালের নভেমবর মাসে—অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের মাত্র এক বছর আগে ঢাকায় ১৯৫৪ সালের আদমজী মিলের বাঙালী-অবাঙালী বিরোধের মত নতুন দাঙ্গা বাধানোর চক্রান্ত হয়। এই দাঙ্গায় করাচী ও লাহোরের উরদুভাষী পত্রিকাগুলি উসকানি দিতে থাকে। আসল মতলব ছিল, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করা এবং সামরিক সরকারকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা থেকে বিরত থাকার কাজে সাহায্য করা। কিন্তু এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিব এই সময় লনডনে ছিলেন। তিনি ঢাকার খবর শুনে তাঁর ভ্রমণ সংক্ষেপ করে দেশে ফিরে আসেন। এক মোহাজের সভায় তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, 'আপনারা আর কেন মোহাজের বা শরণার্থী নামে নিজেদের চিহ্নিত রাখতে চান? পুনর্বাসিত হওয়ার পর আপনারা এখন বাংলাদেশের অধিবাসী। বাঙালী-দের সঙ্গে আপনারা মিশে যান এবং আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করি। গণবিরোধী চক্রের খপ্পরে আপনারা পা দেবেন না। তারা আপনাদের মিত্র নন। তারা মুখে জাতীয় ঐক্যের কথা বলে। কিন্তু সর্বত্র এই জাতীয় ঐক্যে ভাঙন ধরানোর কাজে তারা লিপ্ত। বাংলাদেশে আপনাদের বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত রেখে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়।' শেখ মুজিবের এই আহ্বানেরও বিকৃত ব্যাখ্যা করে করাচী ও লাহোরের উরদু পত্রিকা-গুলো সে সময় বাঙালী বিরোধী প্রচার অভিযান শুরু করেছিল। চব্বিশ বছরের এই বাঙালী বিরোধী প্রচার ও 'হেট্ ক্যামপেনের' যা পরিণতি হতে পারে, তাই হয়েছে এই বছর ২৫ মারচের পর। এজন্যে সাধারণ উরদুভাষী অবাঙালীদের দোষারোপ করা বৃথা। তাদের দুর্ভাগ্য যে বিভেদ-নীতির চক্রান্ত জালে তাদের বন্দী করা হয়েছিল সেই জাল ছিন্ন করার মত বাস্তব বুদ্ধি তাদের অধিকাংশ নেতার ছিল না।

*

সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে, চব্বিশ বছর আগে যে উরদুভাষী মুসলমানেরা ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বাংলাদেশে গিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছিলেন, তারা অনেকেই এখন আবার ভারতে ফিরে আসতে চাইছেন। (পশ্চিম) পাকিস্তানে না গিয়ে তারা ভারতে ফিরতে চাইছেন কেন? সম্ভবত এতদিনে তারা বুঝতে পেরেছেন, পাকিস্তানের (প্রাক্তন পশ্চিম) কোন প্রদেশেই তাদের ঠাঁই হবে না। পঁচিশ বছর আগে যেমন তাদের পাঞ্জাব বা সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানেরা গ্রহণ করতে চায়নি, আজো তেমনি চাইবে না। এই অবস্থায় তাদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা। এক বাংলাদেশে বাঙালী হয়ে বসবাস করা। দুই ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আবেদন জানানো। এখন সাময়িক নিরাপত্তার অভাবে তারা ভারতে চলে আসতে চাইলেও দুদিন পরই বুঝতে পারবেন বাংলাদেশে বাঙালী হয়ে বসবাস করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত কাজ। যেহেতু করাচী বা পিনডির পৃষ্ঠপোষক চক্রটির আর অস্তিত্ব নেই, তাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদেরও আর সংখ্যালঘিষ্ঠ অবাঙালীদের ভয় বা সন্দেহ করার আর কিছু নেই। অতীতে বা নিকট বর্তমানে যাই ঘটে থাকুক, এখন এই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার এবং বাংলা-দেশে এদের প্রকৃত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রকৃত পুনর্বাসনের অর্থ, বাঙলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করা এবং এদের মন থেকে ভুল ধারণা দূর করা। একমাত্র এই পথে বাংলাদেশে এই নতুন সংখ্যালঘু সমস্যাটিরও একটা যথার্থ সমাধান ঘটতে পারে।

আপনাদের চোখে

বিভিন্ন ব্যাপারে এই পত্রিকার মতামত প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধে। পাঠকদের নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হবে এই বিভাগে।

ক্ষমা আছে না নেই?

আপনার পত্রিকায় ২৮-১২-৭১ তারিখে প্রকাশিত শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'ক্ষমা ও ক্ষমাহীনতা প্রসঙ্গে' শীর্ষক আলোচনাটি পড়ে—সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করলাম।

গত ন'মাস ধরে যে যন্ত্রণা, যে বীভৎসতার মধ্য দিয়ে এক নব-জাতকের জন্ম-সম্ভাবনা দিনে দিনে রূপ নিয়েছিল—তার আভাস যিনি পেয়েছেন, তাঁর পক্ষে সত্যিই আজ মানুষের মুখে অনাবিল হাসি ফোটানোর জন্য কলম ধরা কি সম্ভব!

যে পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন—'ক্ষমা?—না ক্ষমা নেই'—সেই শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে একজন কবি যখন ললিত-মধুর ছন্দে ফুল-ফোটানোর আর চাঁদ-জাগানোর কাব্য-রচনার প্রয়াসকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর কলমের প্রতিটি আঁচড়ে সেই শ্মশানের ভয়ঙ্করতার রূপ দেবার দায়িত্ব নেন—তখন বলব তিনিও এক-জন বীর সৈনিকের দায়িত্বই পালন করেছেন।

যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে দায়িত্ব-শীল কবি ও শিল্পীরা চিরদিনই শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তার মানে বোধহয় এই নয় যে, মানুষের মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগানোই তার উদ্দেশ্য!

সুভাষবাবু, যিনি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর ভাষায় 'সরকারী পুরস্কার পেয়েছেন' এবং 'সরকারের আস্থা-ভাজন' (জানি না এই পুরস্কার-প্রাপ্তিতে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর কোনো আপত্তি আছে কিনা) তিনি সত্যিই আজ মানব সভ্যতার এক বিরাট লজ্জাজনক অবমাননার মুহূর্তে মহৎ-শিল্পীর মতই তার দায়িত্ব পালন করেছেন।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী সুভাষবাবুর তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও তিনি নিজে যে সমস্ত মানবতাবোধ-সম্পন্ন অবাঙালী মুসলমানের কথা বলেছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিন্তু আমরা সন্দেহ প্রকাশ করব না। কারণ, মানুষের মধ্যে যে দেব ও দানব দুইই আছে একথা অনেক বেশী আন্তরিক-তার সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি। এবং সুভাষবাবুর অভিযোগ নিশ্চয়ই সেই দেবগুণ-সম্পন্ন মানুষদের সম্পর্কে নয়।

—সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, কল-৪২

॥ ২ ॥

২২ ডিসেম্বর আনন্দবাজারে প্রকাশিত শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্ষমা? ক্ষমা নেই' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। মণিরাম-পুরের মেহের আলী বা যশোরের আহম্মদ খানের মত নৃশংস বাঙালী নিধনকারী নর-পিশাচদের কথা আমরা আরো কিছু কিছু জানি। গত আট মাসে যাঁরা বাঙলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তাঁরা এরকম উদাহরণ ভূরি ভূরি দিতে পারবেন। কিন্তু আজকের দিনে সে-সব কথা ফলাও করে প্রকাশ করা নানাদিক থেকে বিপজ্জনক। বাঙলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে সরকারেরই দায়িত্ব জনসাধারণের সহায়তায় অপরাধীদের খুঁজে বের করে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া। কিন্তু আমরা যেন এপারে বসে এমন কিছু না করি বা বলি যাতে বাঙলাদেশে অন্য কোন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষের ইন্ধন জোগায়। ভারতীয় জওয়ানরাও সেখানে রয়েছেন শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার কাজে সাহায্য করবার জন্য। এখন ঢাকায়, বা খুলনায়, বা বাঙলাদেশের অন্য কোন স্থানে দাঙ্গা, মারামারি, লুঠতরাজ আরম্ভ হলে আমাদের জওয়ানদের পক্ষে অবস্থাটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়ে পড়বে। বিহারী, পাঞ্জাবী অথবা অন্য যে-কোন গোষ্ঠীর অধিবাসী হোক, নিরপরাধ হলে, তার কোন ক্ষতি হবে না—এরকম আশ্বাসই দিয়েছেন স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকারের প্রেসিডেণ্ট নজরুল ইসলাম। শরণার্থীদের কাছ থেকেই শুনেছি যে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ দীন, দরিদ্র বিহারী মুসলমানেরা মারামারি, লুঠ-তরাজে অংশগ্রহণ ত' করেই নি, বরং বাঙালীদের আশ্রয় দিয়েছে বা অন্য-ভাবে সাহায্য করেছে। তাছাড়া আর একটা বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া দরকার: বাঙলাদেশের দূর-দূরান্তে গ্রামে গ্রামে যে-সব হত্যা বা লুণ্ঠন হয়েছে সেখানকার অপরাধীরাও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকেই এসেছে। মুক্তি ফৌজের উৎসাহী তরুণেরা এবং বাঙলাদেশের প্রশাসক কর্মীরা খোঁজ-খবর নিয়ে সত্যিকার অপরাধীদের বিচারের জন্য উপস্থিত করতে পারবেন—আমরা এই আশা রাখি। দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে কোন বিদ্বেষ ও হিংসা প্রসারিত হলে বাঙলাদেশের উচ্চ আদর্শ কলঙ্কিত হবে। উপরন্তু, ওখানকার বিদ্বেষের ঢেউ এখানেও এসে পৌঁছবে।

—নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কল-১৯

পাটনায় আবার আনন্দ মূর্তিজী গ্রেফতার

পাটনা, ২৯ ডিসেমবর—আনন্দ-মারগের প্রধান শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার ওরফে আনন্দমূর্তিজীকে আজ সকালে এখানে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো গ্রেফতার করেছে। মারগের জেনারেল সেকরেটারি আচার্য সর্বেশ্বর আনন্দ অবধূতও গ্রেফতার হয়েছেন।

গত জুলাই মাসে রাঁচীতে আনন্দ-মারগের ভবনে মানুষের মাথার খুলি ও বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া যাওয়ায় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকার ব্যুরোকে তদন্তের ভার দিয়েছিলেন।

রাঁচী পুলিশ গত ২২ জুলাই শ্রীসরকারকে এ সম্পর্কে প্রথম গ্রেফতার করেন। ৩ আগসট তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন।

পরে পটনা সদর মহকুমা হাকিম শ্রীমতী রাধা সিংহ আনন্দ মূর্তিজীর জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। তাঁকে বকসার সেনট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

—ইউ এন আই

এপর্যন্ত পাঁচটি জেলায় নব কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটি হল

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস আরও দুটি জেলা—মেদিনীপুর এবং বীরভূমে অ্যাড হক কমিটি গঠন করেছেন। মেদিনীপুরে সভাপতি হয়েছেন শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপাল এবং বীরভূমে শ্রীশচীনন্দন সাউ।

রাজ্য কংগ্রেস্ সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তার জানান, কোচবিহারেও অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হবে। এ পর্যন্ত পাঁচটি জেলায় অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে আর কোথাও অ্যাড-হক হচ্ছে না।

পরলোকে স্বামী কুমারানন্দ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেমবর—৮৫ বছর বয়স্ক প্রবীণ বিপ্লবী, স্বামী কুমারানন্দ আজ ভোরে স্থানীয় উইলিংডন নারসিং হোমে পরলোক-গমন করেছেন।

১৯০৫ সালে তিনি দেশের মুক্তি সাধনায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে-ছিলেন। ঢাকার এক সম্পন্ন পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু তিনি বিঘ্নসংকুল পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর আসল নাম দ্বিজেন্দ্রকুমার নাগ। বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি কুমারানন্দ এই ছদ্ম নামে কাজ করেন।

—ইউ এন আই

রইল বাকি—

বিশেষ প্রতিনিধি

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ফলে পাকিস্তানের শুধু আয়তন ও জনসংখ্যাই কমে গেল না, পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপরও এল এক প্রচণ্ড আঘাত।

বাংলাদেশ হারাবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান একটি তৈল শোধনাগার হারাল। চট্টগ্রামের এই শোধনাগারে বছরে ১৫ লক্ষ টন তেল পরিশোধিত হয়। একটি ইসপাত কারখানাও পাকিস্তান হারাল। এই ইসপাত কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ১৫০০০০ টন। পাকিস্তান ২৯টি পাটকল, ২২টি কাপড়ের কল, ৭টি চিনিকল, ২৮টি এলুমিনিয়ম কারখানা, একটি সার উৎপাদন কারখানা, একটি কাগজের কল, একটি নিউজ প্রিনট কারখানা, একটি সিমেনট ফ্যাকটরি এবং একটি মেসিনটুল কারখানা হারিয়েছে। এগুলি সবই এখন বাংলাদেশের।

এখন পাকিস্তানের নৌ-বন্দর রইল মাত্র একটি—করাচি। বাংলাদেশের নৌ-বন্দর দুটি—চট্টগ্রাম ও চালনা।

পাকিস্তান রেলপথ হারিয়েছে ১৮০০ মাইল।

সর্বোপরি পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা হারাবে প্রচুর। ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসেব অনুযায়ী পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা হারাবে বছরে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা।

পাকিস্তান তার ধানের ভাণ্ডার পূর্ববঙ্গ হারিয়েছে, আর হারিয়েছে পুরোপুরিভাবে দুটি মূল্যবান অর্থকরী ফসল পাট এবং চা।

ভৌগোলিক দিক থেকে ভুট্টো সাহেবের পাকিস্তান তার সাবেক আয়তনের শতকরা ৮৫ ভাগ ভূমি রেখেছে বটে, কিন্তু হারিয়েছে—বাংলাদেশের ২৫১২৬ বর্গমাইল ভূমি আর সাড়ে সাত কোটি মানুষ নিয়ে গোটা একটি দেশ।

হিন্দুধর্ম ও রাজনারায়ণ বসু

গত ২৭ ডিসেমবর রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউটের বিবেকানন্দ হলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবোধ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় সভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তৃতার উল্লেখ করে বক্তা শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ এক বিশেষ বক্তৃতায় বলেন রাজনারায়ণ বসুর মতে ব্রাহ্মধর্ম হল উন্নত হিন্দুধর্ম। পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম—ব্রহ্মতত্ত্বই হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব খৃষ্ট ও ইসলামের ন্যায় হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, হিন্দু-ধর্মে ব্রহ্মের কোন অবতার স্বীকৃত হয় না, কোন মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন নাই ঈশ্বর হৃদিস্থিত জেনে সাধনা এই ধর্মের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মিলন, নিষ্কাম কর্ম, সর্বভূতের হিত সাধন, পরকাল ও জন্মান্তরবাদ, প্রাচীনতা, প্রতিটি কর্মে ধর্মের অনুশাসন প্রভৃতি এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বক্তা আরও বলেন ভারতীয় ধর্মচেতনার এই নব উন্মেষের মাধ্যমে সেই সদাহাস্যময়, জাতীয়তাবোধের পিতামহ রাজ-নারায়ণ ভারতীয়তা বোধ জাগ্রত নারায়ণ ভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিলেন।

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন

ভুবনেশ্বর অফিস

২৯ ডিসেমবর—সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত গতকাল এখানে এক জনসভায় বলেন, জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর পতনে তাঁর এই ধারণা হয়েছে যে, একদিন শ্রীমতী গান্ধীরও এইভাবে পতন হবে।

শ্রীদাশগুপ্ত পাকিস্তানে মুসলীম লীগ এবং ভারতে নব কংগ্রেসকে একই পর্যায়ে ফেলে বলেন, ১৯৫২ সাল থেকে লীগ যেমন পূর্ব পাকিস্তানে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমর্থন করেনি, কংগ্রেসও ঠিক সেই রকমই করে এসেছে। বরং কম্যুনিসটরাই বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানিয়ে এসেছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মুখে যতই গণতন্ত্রের কথা বলুন, পশ্চিম বাংলায় তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করছেন এবং এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সেক্রেটারি জেনারেলের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেমবর—রাষ্ট্র-পুঞ্জ সেকরেটারি জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীভিট্টোরিও উইনসপেয়ার গাইসিয়ারদি আজ সকালে এখানে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীহুমায়ুন রসিদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এটা "প্রাথমিক সংযোগ" বলা যেতে পারে।

দুজনের মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে আলোচনা চলে। শ্রীচৌধুরীর কাছে শ্রীগাইসিয়ারদি জানতে চান যে, এই উপমহাদেশে মানবিক সমস্যা সমাধানে তিনি কিভাবে অগ্রসর হবেন।

শ্রীচৌধুরী রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে, সেকরেটারি জেনারেলের প্রভাব বিস্তার করে তিনি বাংলাদেশ প্রেসিডেনট শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্ত করার চেষ্টা করুন। —পি টি আই

বাংলাদেশ সরকার সতর্ক পদক্ষেপে এগোচ্ছেন

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স পনের দিন না পেরোতেই তার জাতীয় রাজনীতি এক নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে চলেছে। ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকার তাদের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপে এগোচ্ছেন। বর্তমান সরকারের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন স্বতঃস্ফূর্ত এবং এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া খুব কম সরকারের ভাগ্যে জোটে। গত ক'দিন রাজধানী ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের বহু এলাকায় ঘুরে সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মুখে একটি কথাই শুনেছি, 'দেশ এখন ২৪ বছরের জঞ্জাল-মুক্ত। রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা আমরা প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে গড়ে তুলবো। বাংলাদেশে এখন এমন একটি পরিবার নেই, যে পরিবার পাকিস্তানী সৈনাদের অত্যাচারে কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

২৫ মারচ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কত লোক মারা গেছে, তার সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। কেউ বলেন ৩০ লাখ, আবার কেউ বলেন ২০ থেকে ২৫ লাখ। বাংলাদেশ সরকার অবিলম্বে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

মুজিবনগর থেকে ঢাকায় আসার পর শ্রীনজরুল ইসলাম এবং তাঁর সরকার দুটি রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একটি হোল—জাতীয় আওয়ামী পারটির দাবি—সমস্ত দল নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা; দ্বিতীয়টি হোল মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র ত্যাগ করতে। কিন্তু সৈয়দ সাহেব, প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন সাহেব এবং তাঁর মন্ত্রিসভা এই সমস্যার যথাযথ মোকাবিলা করেছেন। অনেক বিশেষত বিদেশী সাংবাদিকরা, ভেবেছিলেন ওঁরা এই দুটি প্রশ্নের মোকাবিলা করতে পারবেন না।

কিন্তু ওরা পেরেছেন। এবং সরকারের সিদ্ধান্তে জনগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য দেখা দেয়নি।

আমি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ২৭ ডিসেম্বর শহরে যখন রটে গেল মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে তখন অনেকেই ভেবেছিলেন নতুন মন্ত্রিসভা হয়তো ন্যাপের দাবি মেনে নেবেন। শ্রীতাজুদ্দিন এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে বললেন, না—তা কেন হবে? ১৯৭০ সালে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটের রায় তো স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবেন। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়েছিল তা আপাতত বহাল থাকবে।

২২ ডিসেম্বর ঢাকা আসার পর মন্ত্রিসভার সামনে মুজিব বাহিনীকে নিরস্ত্র করার জন্য নানা মহল থেকে সরকারের উপর চাপ আসতে থাকে। দেশী বিদেশী বহু সংবাদপত্রে এ নিয়ে বহু জল্পনা কল্পনা শোনা যায়। অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে কি মুজিব বাহিনীর সঙ্গে সরকারের কোন যোগাযোগ নেই? এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, বঙ্গ বন্ধুর নির্দেশে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। ওদের নিরস্ত্র করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ করে যিনি ওদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওদের হাতে অস্ত্র আছে, থাকবে। দলের অন্যতম সম্পাদক শ্রীওবায়েদুর রহমান আর একটু এগিয়ে বলেছেন আলবদর বাহিনী (সম্প্রতি বে-আইনী ঘোষিত জামায়েত ইস্লামের) একটি নিজস্ব বাহিনীর হাতে অস্ত্র আছে, অস্ত্র আছে আরও দু একটি দলের হাতে। সরকার যত সময় পর্যন্ত ওইসব দলের কর্মীদের অস্ত্র কেড়ে না নিতে পারেন ততদিন মুজিববাহিনীর হাতে অস্ত্র রাখতে হবে। সরকার ও আওয়ামী লীগের এই ঘোষণার পর আর এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে না।

কিন্তু সরকার এখন দেশে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছেন। এছাড়া আরও কয়েকটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করে বাংলাদেশের জনগণের মন জয় করতে পেরেছেন। ঢাকার একাধিক বাঙ্গালী প্রবীণ সাংবাদিক আমাকে বলেছেন, পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে বাঙ্গালীরা গণতন্ত্র কি দেখে নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না। ২৪ বছর পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে তাঁরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকামারুজ্জমানের সঙ্গে সাংবাদিকরা দেখা করে বলেছেন, পাকিস্তান প্রেস-ট্রাসটের সংবাদপত্রগুলি সরকার গ্রহণ করুন। উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, সরকার সংবাদপত্র পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করবেন না। তবে কর্মচারীদের সংস্থাগুলো চালাতে অসুবিধা বোধ করলে সরকার সব রকম সাহয্য দেবেন।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি নিয়মিত স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। মিত্র রাষ্ট্র ভারত এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের এই গণবাহিনী ইতিমধ্যে লড়াই এ অভিজ্ঞতা লাভ করে জয়ী হয়েছেন। একজন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা পরিহাস করে বললেন, ভারত শুধু স্বাধীনতায় সাহায্য করেনি। সঙ্গে দিয়েছে এক লক্ষ শিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলা।

নাগরিকদের জীবন, ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকামারুজ্জমান ওই কথা বলে জানান আমরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছি। তাই আমাদের এখন অবশ্যই সংযত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। আইনানুগ নাগরিকদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশের উপর যারা নির্যাতন চালিয়ে বর্বরতার সাহায্য করেছে তাদের আইনএর বিচারের সামনে উপস্থিত হতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার মনে করেন, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য লেখাপড়া ত্যাগ করেছিলেন, তাদের জাতীয় উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা উচিত। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার এই সকল মুক্তি যোদ্ধা—যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে আবার পড়াশুনা শুরু করতে চান তাদের বিশেষ ব্যবস্থা করে দেবেন।

মালিকবিহীন, শিল্প কলকারখানা, বীমা প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের জনগণ অভিনন্দিত করেছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিদায়ী মহাসচিব উ থানট তাঁর উত্তরাধিকারী অস্ট্রিয়ার কুরট ভালডহাইমকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

ভারত জোট-নিরপেক্ষ নীতিতে অবিচল থাকবে

—শ্রীমতী গান্ধী

ওয়াশিংটন, ২৯ ডিসেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গতকাল বলেন যে, ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করবে।

ন্যাশনাল ব্রডকাসটিং কোমপানির এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধীকে বলা হয়—কিছু সমালোচক বলেছেন, ভারত এমন ঘনিষ্ঠভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে যে, জোট-নিরপেক্ষ জাতিরূপে তার উপর আর আস্থা রাখা চলে না। এর জবাবে শ্রীমতী গান্ধী বলেন—"আমরা জোট-নিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা এইভাবেই থাকতে চাই। জোট-নিরপেক্ষতার অর্থ এই যে, কোন দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

তিনি বলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে প্রহসনে পরিণত করে নি।

জোট-নিরপেক্ষতা কী মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তা বুঝতে পারে নি। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সম্পর্কে কী মনে করে, সেটা আসল কথা নয়; আসলে আমরা কী, সেটাই হচ্ছে আসল কথা।

"সংবাদপত্রে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তা থেকে আমি কি এই কথা বলতে পারি যে—সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমরা যতখানি ব্যাহত হয়েছি, চীনের সঙ্গে নতুন মিতালি পাতিয়ে আপনাদের সরকার কি তার চেয়ে বেশি ব্যাহত হন নি।

শ্রীমতী গান্ধী অভিযোগ করেন যে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও অবস্থার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে নি। ভারতবর্ষের মত একটি দেশ দুর্বল হয়ে পড়লে যে কি ঘটতে পারে সে কথা বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত তাঁরা করেন নি।

তিনি আরও বলেন, "ভারত শুধু বাংলাদেশের জনসাধারণ কিম্বা নিজের পক্ষে কথা বলে নি; ভারত সারা পৃথিবী জুড়ে নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। —রয়টার, এ পি

নিকসনের নিন্দায় গলব্রেথ

নিউ অরলিনসের খবর: ভারতের ভূতপূর্ব মারকিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জে কে গলব্রেথ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করায়, প্রেসিডেনট নিকসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

গতকাল এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার সমর্থন দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমেরিকা নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অব্যবস্থার প্রমাণ দিয়েছে।

অধ্যাপক গলব্রেথ আরও বলেন, গত মারচ মাসে পূর্ব বাংলায় যে নরহত্যা হয়েছে, আমেরিকা তা উপেক্ষা করে গিয়েছে এবং মানবসমাজের অভিমত ক্ষুণ্ন করে অন্যায়ভাবে পাকিস্তান সরকারকে অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে। এই সংকটের সময় আমেরিকা একেবারে চুপচাপ থাকলেই ভাল হতো। —ইউ পি আই

বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বেতন হাজার টাকা

স্টাফ রিপোরটার

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ সর্বোচ্চ বেতন স্থির করেছেন হাজার টাকা।

গত রাত্রে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ওই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকার দেশ গঠনের কাজে কৃচ্ছ্র সাধনের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সরকারী কর্মচারীরা তা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, কমিশনার, সচিবরা যারা ২৫০০ টাকা বেতন পেতেন এখন থেকে তাঁরা এক হাজার টাকা পাবেন।

মন্ত্রিসভার আরও সিদ্ধান্ত সরকারী কর্মচারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় সব শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই নতুন আইন প্রযোজ্য হবে।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩৫০ টাকা পর্যন্ত বেতনের কর্মচারীরা পুরা বেতন পাবেন।

৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত কর্মচারীদের শতকরা ২০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হবে। তারা ৪০০ টাকার বেশি পাবেন না। ৫০০—১০০০ টাকার বেতনভোগীরা শতকরা ৩০ ভাগ কম নেবেন। অর্থাৎ তাঁরা ৪৫০ টাকার বেশি পাবেন না। ১০০০-এর অধিক বেতন গ্রহণকারিগণ শতকরা ৪০ ভাগ কম, কিন্তু সর্বনিম্ন ৭০০ টাকা। এবং সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা পাবেন।

মন্ত্রিসভা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বর্ধিত বেতন নগদে দেওয়া হবে না। এই বর্ধিত বেতন প্রভিডেণ্ট ফানডে জমা দেওয়া হবে। অথবা জাতীয় সঞ্চয় সারটিফিকেট কেনা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সাময়িক। কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সম্পর্কে এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হবে।

প্রাভদায় ভারতীয় ঐক্যের প্রশংসা

মসকো, ২৯ ডিসেম্বর—সোভিয়েট কমিউনিসট পারটির পত্রিকা 'প্রাভদা'য় আজ বলা হয় যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে ও ঠিক তার পরে ভারতবাসীর মধ্যে চমৎকার একাত্মতা ও দেশাত্মবোধ দেখা যায়, কিন্তু তা উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়নি।

প্রাভদার দিল্লির সংবাদদাতা যুদ্ধের পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এক প্রবন্ধে বলেছেন, সরকারের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ভারতে এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং তা ঐক্য ও স্বদেশানুরাগের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। তবে এর থেকে জঙ্গী আস্ফালন বা উৎকট স্বাদেশিকতা দেখা দেয়নি।

এতে আরও বলা হয়, দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী দলগুলি উগ্র স্বাদেশিকতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। জনসাধারণ অতুলনীয় একতার সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থরক্ষায় সরকারের সব ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন।

প্রাভদায় বলা হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সুচিন্তিত নীতির ফলে ভারতে রাশিয়া সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের জনসাধারণ জানেন, কারা তাঁদের প্রকৃত বন্ধু এবং কারা বন্ধুত্বের ভান করে থাকে।

ভারতে যে তীব্র মারকিন বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছে, প্রবন্ধে তার উল্লেখ করা হয়েছে। চীনা নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। —পি টি আই

প্রেসিডেনট ভুট্টোর ৪ জন নতুন উপদেষ্টা

রাওয়ালপিনডি, ২৯ ডিসেম্বর—পাক প্রেসিডেনট শ্রী জেড এ ভুট্টো তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে একজন বাঙ্গালী এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন বলে আজ ঘোষণা করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত ওই সামরিক অফিসারটির একবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার হয়েছিল।

এই রাজনৈতিক উপদেষ্টার নাম হল পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পারটির ভাইস প্রেসিডেনট ও শ্রীনুরুল আমিনের সহযোগী শ্রীমাসুদ আলি।

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার হলেন প্রাক্তন সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল মহম্মদ আকবর খাঁ। ১৯৫১ সালে তিনি রাওয়ালপিনডি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

অন্যান্য উপদেষ্টারা হলেন—মৌলানা নৌসের নিয়াজি (তথ্য) ও মীরাজ মহম্মদ খাঁ (জনসংযোগ)। —এ পি

দেওয়াল ধসে চারজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোরটার

উত্তর কলকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীটে বুধবার বিকালের দিকে দেওয়াল চাপা পড়ে তিনটি শিশু সহ চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। আহত দশজন।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ গিয়ে দেখি, একদিকে দমকলবাহিনী এবং অন্য দিকে ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে আহতদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত। ঘটনাটি ঘটে বেলা ৪টা নাগাদ। দেওয়ালটি দশ ফুট উঁচু এবং ৩০ ফুট লম্বা। একধারে রাবিশ স্তূপীকৃত হওয়ার চাপে দেওয়ালটি ধসে পড়ে। ওই দেওয়ালের গায়ে ১৪টি জলের কল—বহুলোক তখন জল নিচ্ছিলেন। চাপা পড়া দেওয়াল থেকে ১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়। এরমধ্যে তিনজনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। নিহতদের তিনজনের নাম—অরুণকুমার চৌধুরী (৩), দিলীপ শর্মা (৬) এবং কার্তিক মণ্ডল (৩৮)। এ ছাড়া আর একটি মেয়ে নিহত হয়। তার নাম জানা যায়নি।

ধ্বংসস্তূপ থেকে আহত বা নিহতদের উদ্ধারের জন্য দমকলকর্মীরা অনেক রাত পর্যন্ত চেষ্টা চালান।

বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার প্রসন্ন ঠাকুর রোডে একটি উঁচু দেওয়াল ধসে পড়ে। ছবিতে দমকল কর্মীদের উদ্ধার কার্যে ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। —নিজস্ব চিত্র

আদি কংগ্রেসের নাম হবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (সংগঠন)

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবরমা আজ ঘোষণা করেন যে, শ্রীসাদিক আলি পরিচালিত আদি কংগ্রেসকে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (সংগঠন) হিসাবে আখ্যা দেওয়া হবে।

এক নির্দেশ জারি করে তিনি বলেন যে, প্রতীক ঠিক করার ব্যাপারে দলের ওই নাম হবে। একজন স্ত্রীলোক চরকায় সুতা কাটছেন—এই প্রতীকটি সারা ভারতে এই কংগ্রেসের (সংগঠন) প্রতীক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে।

নির্বাচন কমিশন তাঁর নির্দেশে উল্লেখ করেছেন যে, দুটি কমিউনিসট প্যারটি আছে। যেমন, ভারতের কমিউনিসট পারটি ও কমিউনিসট পারটি (মারকসিসট)। এ রকম আরও কয়েকটি দল আছে

—পি টি আই, ইউ এন আই

বাংলাদেশে ব্যাংক ও পাটশিল্প কার্যত সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হল

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ সরকার আজ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্যাংক এবং পাটশিল্প কার্যত সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনলেন।

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একটি আদেশে ৫০০টি শাখাযুক্ত ৬টি ব্যাংকের একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে কোন আদালতে যাওয়া যাবে না। এই ব্যাংকগুলির হেড অফিস পাকিস্তানে অবস্থিত। সরকারীভাবে এই আদেশের নাম—বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসন আদেশ ১৯৭১।

আর একটি ঘোষণার দ্বারা পাট পর্ষৎ (জুট বোরড)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ওই পর্ষৎ যেন বাংলাদেশের ৪২টি চটকল, পাট রফতানিকারক সমস্ত কোমপানি ও সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট তাবৎ কাজকর্মের এবং সম্পত্তির পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত দায়-দায়িত্ব হাতে নেন। পর্ষৎ সরাসরি বা প্রশাসক নিয়োগ করে এগুলি চালাবেন।

খুলনায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোককে খুন করা হয়েছিল। খুলনা থেকে খবর: গত নয় মাসে পাকিস্তানীরা এই জেলার পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোককে খুন করেছিল।

খুলনার গোল্লাপাড়ায় বেতার কেন্দ্রের কাছে একটি বধ্যভূমির সন্ধান মিলেছে। এখান থেকে প্রচুর নরকঙ্কাল ও মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে। পাকিস্তানীরা এই একটি জায়গাতেই পনের থেকে বিশ হাজার লোককে খুন করেছিল বলে আশংকা করা হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানীরা এখানে বাঙালীদের ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারত এবং মৃতদেহগুলি একটি খালে ফেলে দিত। এখন সেগুলি সনাক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

মালিক ভালো আছেন। ঢাকাতে ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভরনর ডাঃ এ এম মালিক বলেছেন যে, তিনি এবং তাঁর অসুস্থ স্ত্রী খুব ভালো আছেন এবং তাঁদের ভালোভাবে দেখাশোনা করা হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব আরও বলেছেন যে, বোমাবর্ষণের মধ্যে বসে কাঁপতে কাঁপতে তিনি পদত্যাগপত্র লিখেছিলেন বলে যে খবর বেরিয়েছিল তা ঝুট। 'প্রকৃত সত্য যথাকালে জানা যাবে'—বলেছেন তিনি। যথাকাল মানে কবে?—এই প্রশ্নের কোন উত্তর তিনি দেননি।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

মুজিবর ফিরলে পাকিস্তানীদের ফেরৎ পাঠানো হবে

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

'মুজিবের কাছ থেকে কনসেশন আদায় অলীক স্বপ্ন'

কলকাতায় স্টাফ রিপোরটার জানান, ভারতের বিশেষ দূত শ্রী ডি পি ধর বুধবার দমদমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেনট শ্রীভুট্টো যদি আশা করে থাকেন যে, তিনি শেখ মুজিবর রহমানের কাছ থেকে কিছু 'কনসেশন' আদায় করতে পারবেন, তা হলে তা অলীক স্বপ্ন। শ্রীধর বলেন, বাংলাদেশের মানুষ অধীর আগ্রহে এখন শেখ মুজিবরের জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

শ্রীধর আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সহায়তা কতটা দরকার, সে সম্পর্কে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিস্তারিত একটি রিপোরট দেবেন।

নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ঢাকায় এক সপ্তাহ সমীক্ষা করার পর এদিন দিল্লির পথে দমদমে আসেন। শ্রীধর বলেন, তিনি বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণেই ঢাকায় গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী এ এইচ এম কামরুজ্জমান, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সচিব বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শ্রী পি এন ধর, যোজনা কমিশনের সদস্য ডঃ চক্রবর্তী, বহির্বিষয়ক দফতরের শ্রীরাম সাধেও দমদমে পৌঁছান। তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পকালীন প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেন।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন এখন চলবে

—শ্রীভুট্টো

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ভুট্টো আজ এইরূপ ইঙ্গিত দিয়েছেন পাকিস্তানে সামরিক আইন অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকবে। অথচ এই ভুট্টোই বলে থাকেন তিনি তাঁর দেশে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্পবদ্ধ।

লাহোরে সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টসমূহের বিচারপতিদের এক সভায় শ্রী ভুট্টো বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যত শীঘ্র সম্ভব দেশে গণতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি জাতীয় সম্মান বলবৎ রাখার জন্য সংকল্পবদ্ধ।

শ্রী ভুট্টো বলেন, জনসাধারণের প্রতিনিধির পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তাৎপর্যের কথা সকলকে ভেবে দেখতে বলেন। তিনি বলেন এখন যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয় তাহলে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের কোন প্রতিনিধি যাবেন না।

—পি টি আই

বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

শ্রম, সমাজকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনা।

মহঃ আবদুস সামাদ—পররাষ্ট্র।

শ্রীইউসুফ আলি—শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, পূর্ত, গৃহ, বিদ্যুৎ এবং সেচ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের একজন বিশেষ দূত ঢাকায় আসছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার বিশেষ দূত শ্রীগুরেনিভ ইতিমধ্যেই ঢাকায় এসেছেন।

এছাড়া, সরকার জেলায় শাসন সম্পর্কে এবং সরকারী কর্মচারীদের চাকুরিবিধি প্রণয়ন সম্পর্কে পৃথক পৃথক কমিটি নিয়োগ করেছেন।

ঢাকায় ভারতের বহির্বিষয় মন্ত্রকের বিশেষ সেলের কাজ শুরু

স্টাফ রিপোরটার

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর—আজ থেকে ঢাকায় ভারতীয় বহির্বিষয়ক মন্ত্রকের একটি বিশেষ 'সেল' কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'অন্তর্বর্তী' ব্যবস্থা হিসাবে এই সেল কাজ চালিয়ে যাবে।

এই সেলের প্রধান হচ্ছেন ঢাকায় প্রাক্তন ডেপুটি হাই কমিশনার ও বর্তমানে বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জয়েনট সেকরেটারি শ্রীঅশোক রায়। তাঁকে সাহায্য করবেন ডেপুটি সেকরেটারি ও আনডার সেকরেটারি শ্রীমতী অরুন্ধতী ঘোষ।

ইতিমধ্যে ২৬ এপ্রিল ঢাকায় ভারতীয় মিশন গুটিয়ে ফেলার আগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিশনের যে পাঁচখানা বাড়ি ছিল তার সবগুলিরই দখল ফিরে পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় কূটনৈতিকরা ঢাকা ছেড়ে যাবার সময় মিশন প্রাঙ্গণে দুখানা মোটর গাড়ি ফেলে গিয়েছিলেন। বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'সেল' গাড়ি দুটিরও দখল নিয়েছেন।

সেগুনবাগিচার বাড়িটির দরজা আজ খোলা হয়েছে। এই বাড়িতেই বিশেষ 'সেল'-এর অফিস বসবে। এ ছাড়া প্রাক্তন ভারতীয় মিশনের ধানমণ্ডীতে দুটি, গুলসানে একটি ও কাকরাইলে একটি বাড়ি ছিল। এই চারটি বাড়ির দরজা এখনও তালাবন্ধ। ঢাকা ছেড়ে যাবার সময় মিশন কর্মীরা চাবিগুলি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লি থেকে চাবিগুলি আনাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী আগামী মে মাস পর্যন্ত বিশেষ 'সেল' কাজ চালাবেন।

আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশে ভারতের কূটনৈতিক প্রধানের নাম ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা যায়।

রুশ বিশেষজ্ঞরাও ফিরে আসছেন

পাকিস্তানী গণহত্যা শুরু হতে যেসব সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ থেকে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা শীঘ্রই ফিরে এসে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত লাগাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের কয়েকটি প্রকল্পে সহযোগিতা করছিলেন। এখন তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করবেন।

ঢাকায় সোভিয়েট বাণিজ্য মিশনের প্রধান শ্রী ভি জাভরেভ গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকামারুজ্জমানের সঙ্গে এই সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীকামারুজ্জমান সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের ফিরে আসার এবং প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করার জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

সংবাদপত্র দশ পৃষ্ঠার বেশী হবে না

নিউজপ্রিণ্ট উপদেষ্টা কমিটির অভিমত

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মারচ পর্যন্ত ১০ পৃষ্ঠার ভিত্তিতে সংবাদপত্রগুলিকে নিউজ প্রিনট সরবরাহ করা হবে।

পুনর্গঠিত নিউজ প্রিনট উপদেষ্টা কমিটির এক বৈঠকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০-এ সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও বেতার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথি এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও সংবাদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবের জন্যই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

পৃষ্ঠা সংখ্যার অনুপাতে সংবাদপত্রের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কেও উপদেষ্টা কমিটি একমত হন। শ্রীমতী সৎপথি কমিটির সদস্যদের বলেন, বিষয়টি সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

তিনি বলেন, আগামী বছর যখন নিউজ প্রিনট বণ্টন নীতি স্থির করা হবে তখন উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব সরকার মনে রাখবেন।

প্রেস কমিশন সুপারিশ করেছেন সংবাদপত্রে শতকরা ৪০ ভাগ বিজ্ঞাপন এবং বাকি অংশ সংবাদ থাকবে। সংবাদপত্রগুলি স্বেচ্ছায় এই সুপারিশ মেনে নেবে, কমিটিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। —পি টি আই

এক পাকিস্তান হলে

শেখ মুজিবেরই সামরিক প্রশাসক হওয়া উচিত

—ওয়ালি খাঁ

রাওয়ালপিনডি, ২৯ ডিসেম্বর—জাতীয় আওয়ামী পারটির নেতা খাঁ আবদুল ওয়ালি খাঁ প্রেসিডেনট ভুট্টোর সঙ্গে পাকিস্তানী ঐক্য নিয়ে আলোচনা করেন।

শেখ মুজিবর রহমনের সঙ্গে ভুট্টোর আলাপ-আলোচনার কথা উল্লেখ করে শ্রীওয়ালি খাঁ বলেছেন, ভুট্টো যদি এক পাকিস্তান চান, তাহলে সেক্ষেত্রে শেখ মুজিবেরই সামরিক প্রশাসকের পদ পাওয়া উচিত, ভুট্টোর নয়। কেননা, শেখ মুজিবের পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আছে। —এ পি

মালটা থেকে ব্রিটিশ সেনা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত

লনডন, ২৯ ডিসেম্বর—ব্রিটেন আজ ঘোষণা করেছে, মালটা থেকে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হবে। তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

ব্রিটিশ বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ দফতর থেকে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা বলা হয়েছে। মালটার প্রধানমন্ত্রী শ্রী ডম মিনটফ মালটায় অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যয় বাবদ ব্রিটেনের কাছে অতিরিক্ত ৪২৫০০০০ স্টারলিং দাবি করেছিলেন। এর উত্তরে ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। —রয়টার

এ হল অ্যাডিসনস্ পেন্টস্-এর নতুন প্রতীক

Addisons Paints

অ্যাডিসনস্ পেন্টস্

অ্যাডিসনস্ পেন্টস্ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ

অন্যান্য চিত্রগৃহে

পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৮১১ — ২, ৪॥, ৭টা — ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)

সুরশ্রী — ১২, ৩, ৬ — কুহেলি

শ্যামাশ্রী — ২, ৫, ৮ — সংসার

জয়া — ১, ৪, ৭ — সংসার (বাংলা)

রূপম — ২, ৫, ৮ — নতরঙ্গ

বৈনোদিনী — ১, ৪, ৭ — চন্দ্রশেখর

যোগমায়া — ২, ৫, ৮ — আন্দাজ

নবীনা — ১২, ৩, ৬ — জীবন থেকে নেওয়া

অতনু — ১, ৪, ৭ — জীবন থেকে নেওয়া

অশোকা — ১২, ৩, ৬ — ছদ্মবেশী

অলকা — জীবন থেকে নেওয়া

নারায়ণী — ১, ৪, ৭ — কাল আজ আওর কাল

অনন্যা — ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)

বিশ্বরূপা — আজ সন্ধ্যা ৬টায় — কাল, শনি ও রবি ২॥ ও ৬ — চৌরঙ্গী

রঙমহল — আমি মন্ত্রী হব

স্টার থিয়েটার — শ্রীমতী

হে বন্ধু বিদায়

রঙ্গনা — নান্দীকার

শঙ্করকীর্তন — উদয়শঙ্কর

CLT ABAN MAHAL

উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টারের — যুগছন্দ — অমলাশঙ্কর — সীতা স্বয়ম্বরা

মেহবুব কী মেহেন্দী

নয়নের জন্য ফরিয়াদ

মিনার • বিজলী • ছবিঘর

সব হিসেবের বাইরেও মেয়ে মানুষের গপ্পো

সব হিসেবের বাইরে — প্রমত্ত প্রহসন

কাল থেকে — ভালবাসা — উত্তরা : উজ্জ্বলা

রূপবাণী — আনন্দ — আসল নকল — দো রাস্তে

সম্মিলিত ১৮শ সপ্তাহ! — ছদ্মবেশী — রাধা : পূর্ণ : পূরবী

রাজ কাপুরের কাল আজ আওর কাল

জিতেন্দ্র • ববিতা — বিখরে মোতি — সোসাইটি • বসুশ্রী • বীণা

আগামীকাল শুভমুক্তি! — পরদে কে পিছে — রিগ্যাল : নিউ সিনেমা : জেম : নাজ : ছায়া — নিবার্টি : কালিকা : ভবানী

আগামীকাল শুভমুক্তি! — হেমা মালিনী • রাকেশ রোশন — বলরাজ সাহানী • অজিত — পরায়া ধন

জ্যোতি : প্রভাত : রূপবাণী — দীপ্তি : উজ্জ্বলা

ভারতের অনুরোধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনদিন আগে মার্কিন বোমাবর্ষণ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এখানকার উত্তর ভিয়েতনাম কনসালেট জেনারেল এই মন্ত্রকের সংগে যোগাযোগ রেখেছেন।

ভিয়েতনাম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনও ভারতের সংগে যোগাযোগ করেছেন। ভারত এই কমিশনের চেয়ারম্যান।

চীনের নীরবতা অর্থবহ

মসকো, ২৯ ডিসেম্বর—উত্তর ভিয়েতনামের উপর পুনরায় মার্কিন বোমাবর্ষণ শুরু হওয়ায় এখানে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ওই ব্যাপারে চীনের নীরব থাকার পিছনে মতলব রয়েছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে।

তাস-এর ভাষ্যকার শ্রীভ্যাসিলিন খারকভ তাঁর সমালোচনায় বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নিকসনের আসন্ন পিকিং সফরের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের নীরবতা বিশেষ অর্থবহ। চীনের এই নীরবতা থেকে মার্কিন যুদ্ধবাজরা ভাবতে পারেন যে, ইন্দোচীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী কার্যকলাপে চীনের কোন আপত্তি নেই।

চীনের মনোভাবে উত্তর ভিয়েতনামও খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শ্রীখারকভ আরও বলেছেন, সারা বিশ্ব যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও ভণ্ডামির নিন্দায় মুখর পিকিং তখন মুখ বুজে আছে। এতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পিকিং মার্কিন মিতালির পথে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে চায় না। আমেরিকানদের বিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই। তারা মুখে এক কথা বলছে, কাজে বিপরীত আচরণ করছে। ফলে আর যাই হোক, শান্তি হতে পারে না।

উ থানটের উদ্বেগ

আমেরিকা আবার উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ শুরু করায় নিউ ইয়র্ককে উ থান্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এর ফলে প্যারিস শান্তি-বৈঠকে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নিন্দা

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী দু'জন ডেমোক্র্যাট সদস্য ও মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের ৪০ জন ডেমোক্র্যাট সদস্য উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা প্রেসিডেন্টের কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে অবিলম্বে বোমাবর্ষণ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

হিন্দ মজদুর সভার সঙ্গে হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্তি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েৎ হিন্দ মজদুর সভার অন্তর্ভুক্ত হবে। হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতের কর্মপরিষদ ও সাধারণ পরিষদের এক যুগ্ম সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

আজকের সূচী

(১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিহ্নিত গ্রহতারকা (৩) '৭২ সালের গ্রহরাজি।

ইংরাজীতে : বেলা ১২-৩০টা ও ২-৪৫টা

হিন্দীতে : বেলা ১-৩০টা ও সন্ধ্যা ৫-১৫টা

বাংলায় : বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

অপূর্ব ছবি — সংসার — শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা

রাখওয়ালা — ওরিয়েণ্ট

শুদ্ধি

গ্রেস

TIMES

হুমকিতে আমাদের কিছু এসে যাবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখানে এক বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক অধীর আগ্রহে তাঁর কথা শোনেন। পরে জম্মুর এক জনসভারও তিনি ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, এই ১৪ দিনের যুদ্ধের পর ভারত আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বীর জওয়ানদের রক্তপাতের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। যদিও আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, অনেকে মারা গিয়েছেন ও আহত হয়েছেন—তবু এই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। এই যুদ্ধ আমাদের দেশকে শক্তিশালী করেছে।

প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, ভারত পাকিস্তান বা তার কোন অংশের সঙ্গে যুদ্ধ চায়নি। আমরা যুদ্ধ শুরু করিনি। আমরা কেবল সমুচিত জবাব দিয়েছি। যুদ্ধে শুধু অস্ত্র দিয়ে জয় হয় না। পাকিস্তানী সেনাদের অস্ত্র বা শৌর্যের অভাব ছিল না। কিন্তু তারা জানত না কিসের জন্য তারা লড়াই করছে। কারণ, পাক-নেতৃত্ব ছিল বাস্তববর্জিত।

পাকিস্তানের প্রতি মৈত্রীর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন, পাক-নেতৃত্ব এখন বুঝতে পারবে যে, ভারতের সংগে বন্ধুত্বেই তাদের দেশের কল্যাণ।

কাউকে ভয় দেখানোর নীতিতে ভারত বিশ্বাস করে না। ভারতের কাউকে ভয় দেখানোর প্রয়োজনও নেই। কারণ, ভারতের মানুষ শক্তিশালী, তাঁদের আদর্শ মহান এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ন্যায়সংগত।

জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে তিন লক্ষ টাকা দান

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মীর কাসিম আজ প্রধানমন্ত্রীর হাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য প্রায় তিন লাখ টাকা দেন। রাজ্যে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে এই অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে এক লাখ টাকা কাশ্মীরের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীকাসিম বলেন যে, শ্রীমতী গান্ধী ভারতকে শুধু ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করারই চেষ্টা করেননি। পরন্তু তিনি সর্বদা এশিয়ার জনগণের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করেছেন।

—পি টি আই, ইউ এন আই

২৫তম খেলা

রাজস্থান স্টেট লটারীজ

২৯-১২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত

প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১ম পুরস্কার ৪,০০০, টাকা A-013356

৯টি পুরস্কার প্রতিটি ৫০০ টাকা

B-206525	C-232437	D-312964
E-333749	F-545345	G-482117
H-510737	J-016075	K-404801

অবশিষ্ট সিরিজে একই নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৯০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর,

স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারীজ

রাজস্থান, জয়পুর

ADARTS/RSL/55/71.

CAMY

বিশিষ্ট ডিজাইনের মনোরম অথচ নির্ভুল সময় দেয় এমনি যদি ঘড়ি চান তাহলে ক্যামী আপনার নির্বাচন সাপেক্ষ

জেনিভার ক্যামী যদি হয়—তবে তার অতি সঙ্গত ও ন্যায্য দামে আপনি পুলকিত হবেন।

সুইস ঘড়ি নির্মাতাদের মধ্যে ক্যামী সব চাইতে বড়। ক্যামী কিনলে আপনি ১৫০টির বেশী দেশে বিক্রয়োত্তর মেরামতের সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন।

কাজেই ক্যামী কিনে আপনি একটি সুন্দর, সুনির্মিত সুইস ঘড়ি সবচেয়ে কমদামে কিনেছেন বলে নিশ্চিত হতে পারেন।

CAMY GENEVA

ক্যামী সারা বিশ্বময় সঠিক সময়

সাইন ওয়াচ কোং, ১২৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

অ্যাড হক কমিটি নিয়ে আসাম নব কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর—আসাম নবকংগ্রেস প্রদেশ কমিটির পরিবর্তে অ্যাড হক কমিটি গঠনের প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত।

ওখানকার রাজনৈতিক মহলের ধারণা, প্রদেশ কমিটির গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের মতামত উপেক্ষা করে যদি অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়, তাহলে আসাম নবকংগ্রেস এক গভীর সংকটের মুখে গিয়ে পড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর সমর্থকদের বক্তব্য : অ্যাড হক কমিটি গঠন করার অর্থ হল শ্রীচৌধুরীকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণের প্রয়াসমাত্র। তাঁরা মনে করেন, প্রদেশ কমিটির সভাপতি শ্রীবিজয়চন্দ্র ভাগবতী পদত্যাগ করায় ওই শূন্যপদে অন্য কাউকে নির্বাচিত করা উচিত।

অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরীর পদত্যাগের সম্ভাবনার কথা অর্থমন্ত্রী শ্রী কে পি ত্রিপাঠী অস্বীকার করেন।

শ্রীত্রিপাঠী সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান, হাইকমাণ্ড আদৌ অ্যাড হক কমিটি গঠন করতে চান কি না, তা তিনি বলতে পারেন না।

শ্রীচৌধুরীর নেতৃত্বের বিরোধী প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যরা চান অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হোক। এঁদের নেতৃত্ব করছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ। দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও অ্যাড হক কমিটি গঠনের পক্ষপাতী। এঁরা হলেন শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ ও শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী আগামীকাল নয়াদিল্লি আসছেন। তিনি এই ব্যাপারে হাইকমানডের সঙ্গে কথা বলবেন।

খড়দহে সংঘর্ষ, কার্ফু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আহত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

শিমুলতলা শরণার্থী শিবিরে গোলমাল

কৃষ্ণনগর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার রাতে শিমুলতলা শরণার্থী শিবির অধ্যক্ষ এবং আটজন কর্মচারী এক বিক্ষোভের সময় গুরুতর আহত হন। তাঁদের শক্তিনগর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

দোকান লুঠের অভিযোগে গ্রেফতার

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, টিটাগড় থানার কাছে একটি গাঁজা আফিমের দোকান লুঠ করে পালাবার অভিযোগে পুলিশ সোমবার ৪জন যুবককে গ্রেফতার করে। লুণ্ঠিত টাকা পয়সা ও মালপত্রও উদ্ধার করা হয়।

HARYANA STATE LOTTERIES

৩২শ খেলা

(১০-১-৭২)

২৯শে ডিসেম্বর, '৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১০টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০, টাকা

টিকিট নং

A-154993	C-115519	E-102200
A-121979	C-155614	E-113629
B-110617	D-128590	
B-130599	D-154683	

ডিরেক্টর অব লটারিজ কাম ডেপুটি সেক্রেটারী টু গভর্নমেণ্ট অব হরিয়ানা, ফিনান্স (লটারিজ ডিপার্টমেণ্ট)

কলিকাতাস্থ উন্নয়নকারী একটি বৃহৎ সংস্থা পুরুলিয়া জেলায় পাথরের কোয়ারি উন্নয়ন করিতে চাহেন। উন্নয়ন সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যাইবে। চালু কোয়ারিগুলির ইচ্ছুক লীজ হোল্ডার এবং এই লাইনের অভিজ্ঞ ও সঙ্গতিপন্ন পক্ষগণ এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে সাতদিন মধ্যে তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতি ও সামর্থ্য উল্লেখে উন্নয়নের পরিকল্পনা এই ঠিকানায় পেশ করিতে পারেন: বক্স নং ৮৭০৩, আনন্দবাজার, কলিকাতা—১।

(এ)

বেশি দাম দেবেন না

রেজর ব্লেডের দাম নিম্নোক্ত মত নির্ধারিত হয়েছে :

ব্র্যাণ্ড	বিক্রয়কর সহ পাইকারী দর	বিক্রয়কর সহ খুচরা দর
কনসুলেট	... টাঃ ৯.০০	টাঃ ১০.০০
ম্যাগনেট গোল্ডেন	... টাঃ ৭.০০	টাঃ ৭.৫০
এ্যাগসন্স	টাঃ ৭.০০	টাঃ ৭.৫০
পাইলট এভারশার্প	... টাঃ ৬.০০	টাঃ ৬.৫০
পাইলট ২২২	... টাঃ ৫.৫০	টাঃ ৬.০০
নিউ মেট্রো	... টাঃ ৫.৫০	টাঃ ৬.০০
নিউ প্রভাত	... টাঃ ৫.৫০	টাঃ ৬.০০
ম্যাগনেট অর্ডিঃ	... টাঃ ৫.৫০	টাঃ ৬.০০
অ্যানটেঁড	... টাঃ ৫.৫০	টাঃ ৬.০০

১০০টি ব্লেডের প্রতি প্যাকেটের কলকাতার দর দেওয়া হল।

ন্যাশনাল রেজরস্ অ্যাণ্ড ব্লেডস্ (প্রাঃ) লিঃ

৩৫, স্টিফেন হাউস, কলিকাতা—১

(৮৭৫২এ)

মাথাধরা?

AMRUTANJAN Pain Balm

অমৃতাঞ্জন

চটপট যন্ত্রণা কমায়!

চেয়ারম্যানের ভাষণ

গোল্ডেন টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড

চেয়ারম্যান শ্রীচত্রভুজ নারসী'র ভাষণ
বৈদেশিক একচেটিয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোম্পানির সুদৃঢ় অগ্রগতি

গত ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে উপরোক্ত কোম্পানির যে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে কোম্পানির চেয়ারম্যান শ্রীচত্রভুজ নারসী এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি নিম্নে প্রকাশিত হইল। ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী নারসী বলেন :

ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি আপনাদের সকলকে কোম্পানির এই ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভার সাদর স্বাগত জানাইতেছি; ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আপনাদের কোম্পানি পাবলিক কোম্পানি হওয়ার পর এইটিই এইরূপ প্রথম সভা। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য হিসাবপত্রের বিবরণী এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের রিপোর্ট বেশ কিছুদিন হয় আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং, আপনারা সেগুলি পাঠ করিয়াছেন বলিয়া আমি ধরিয়া লইতে পারি।

শ্রীচত্রভুজ নারসী

বর্তমান মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঘটিয়া গিয়াছে। এগুলি হইতেছে—স্বাধীন বাংলা দেশের অভ্যুদয় এবং গণ্য করিবার মত একটি রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের আবির্ভাব। এই সবকিছুর জন্যই আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার নেতৃত্বের আদর্শস্থানীয় গুণাবলীর জন্য, আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে তাঁহাদের বীরত্ব ও চরম ত্যাগের জন্য, সমগ্র জনসাধারণকে তাঁহাদের শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার জন্য এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে তাঁহাদের অবিচল ও অবিমিশ্র সমর্থনের জন্য নিশ্চয়ই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইব।

এই প্রসঙ্গে আমি ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের **ইকনমিক টাইমস**'এর সম্পাদকীয় হইতে একটি উদ্ধৃতি দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না :

"ভারতের বিজয় পৃথিবীর উপর নোটিসও জারি করিয়াছে। এই দেশটিকে আর একান্ত বশম্বদ হিসাবে পাওয়া যাইবে না। সমীহ করার মত—অন্ততঃ এই অঞ্চলে—একটি শক্তি এই দেশটি। দশকের পর দশক ধরিয়া ইহার শিল্পোন্নয়নের রাশ টানিয়া এই দেশটিকে অনবরত ধোঁকা দেওয়ার এবং দেশের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে জাতীয় নেতৃত্বের যে কোন প্রচেষ্টাকে অপবাদ দেওয়ার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে।"

আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাধিক সঙ্কটময় মুহূর্তে এই দেশের জনগণের এই একটি তিক্ত উপলব্ধি ঘটিয়াছে যে, কোন বৈদেশিক স্বার্থের উপর—তা সে যত বন্ধুত্বপূর্ণ বলিয়াই প্রচার করুক-না কেন, তাহার উপর নির্ভরতা নয়—জাতির নিজস্ব শক্তিই শেষ পর্যন্ত পরিগণ্য। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইহা যেমন অত্যন্ত সত্য, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইহা তেমনি আরও বেশী সত্য।

কোম্পানির পটভূমি

আপনাদের কোম্পানির এবং সাধারণভাবে সিগারেট শিল্পের পটভূমির সঙ্গে এই সভায় আপনাদের সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত করিয়া দেওয়া আমি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

১৯৩০ সালে যখন মহাত্মা গান্ধীর আরব্ধ স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে এবং বিদেশী জিনিসপত্র বর্জনের মধ্য দিয়া ইহা যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন আমার পিতা পরলোকগত শেঠ নারসী মনজী কর্তৃক গোল্ডেন টোব্যাকো প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আত্মনির্ভরতাই হইল ভিত্তি যাহার উপর আপনাদের কোম্পানির বনিয়াদ নির্মিত হয়। পাঁচ জন লোক ও ধার-করা পাঁচ হাজার টাকা মূলধন লইয়া প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি তাহার পথের বহুতর বাধা অতিক্রম করিয়া শক্তি অর্জন করিতে থাকে; এই সব বাধা আসে প্রধানতঃ তখনকার দিনের বিদেশী শাসনের কাছ হইতে—এই শাসন ছিল দেশীয় শিল্পের বিকাশের বিরোধী। অপর বাধা হইতেছে বিদেশী কোম্পানিগুলির করায়ত্ত একচেটিয়া অধিকার—বিপুল সঙ্গতি ও প্রভাব লইয়া তাহারা ন্যায়-অন্যায় যে কোন উপায়ে প্রতিযোগিতা নিশ্চিহ্ন করিবার আসল লক্ষ্য এখনও চালাইয়া যাইতে সক্ষম। আপনাদের কোম্পানি যে এই আক্রমণ সত্ত্বেও টিঁকিয়া আছে তাহার কারণ আপনাদের কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার অদম্য মনোবল, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সুদৃঢ় সংকল্প, সঙ্গতির পরিপূর্ণ সংহতি এবং সর্বজয়ী দলগত মনোভাব।

প্রতিকূলতার মুখে আমরা পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তবু আমরা ভাল কাজই করিয়াছি—আপনাদের কাছে উপস্থাপিত হিসাবপত্র হইতে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

বৈদেশিক একচেটিয়া ব্যবসায়

ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এমনকি স্বাধীনতালাভের ২৪ বৎসর পরেও সিগারেট শিল্পের উৎপাদন, বাজার ও মোটমাট সঙ্গতির শতকরা ৮০ ভাগের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে বিদেশী মালিকানাধীন ও বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলি এখনও পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিতেছেন। এই সঙ্কটজনক সমস্যাটির সহিত জড়িত ছিল এমন একটি বিষয়, যাহাকে সিগারেট শিল্পে 'বিতর্কিত' বিষয় বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিশেষ করিয়া আমাদের নূতন শেয়ারহোল্ডারদের মঙ্গলের জন্য বিচার্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আমি এখানে পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারকগণের দুরবস্থার কথা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং সরকারের ঘোষিত নিম্নলিখিত নীতিগুলি রূপায়ণের দাবী জানাইয়াছিলেন; যথা—

(১) ষোল আনা ভারতীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির দ্বারাই কেবল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করিয়া সিগারেটের জন্য চাহিদার প্রত্যাশিত বৃদ্ধি পূরণ করা হইবে;

(২) মনোপলিজ অ্যাণ্ড রেস্ট্রিক্টিভ ট্রেড প্র্যাক্টিসেজ অ্যাক্টের বিধানাবলী অনুসারে যে সব গ্রুপের ইতোমধ্যেই কর্তৃত্বময়/একচেটিয়া ধরনের সংস্থা রহিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও আর সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৩) বৈদেশিক মালিকানাধীন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান তাহার রেজিস্টার্ড সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির বেশি উৎপাদন করিতে পারিবে না; কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান, ইণ্ডাস্ট্রীজ (ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট সরাসরি লঙ্ঘন করিয়া এবং দেশীয় ক্ষেত্রের (যেগুলির শতকরা ৭০ ভাগ ক্যাপাসিটি অলস হইয়া পড়িয়া আছে) বিপুল ক্ষতি করিয়া সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির অনেক বেশি উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে।

(৪) সংস্থাপিত ক্যাপাসিটির শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত বেশি উৎপাদন/বহুমুখীকরণের জন্য ১৯৬৫ সালের জরুরী অবস্থায় যে শিথিলতা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হউক।

আই সি এম এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন :

(ক) একটি শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী কম্বাইনের অনুমোদিত বিদেশী মালিকানাধীন সিগারেট একচেটিয়া সংস্থা বিগত চার দশকে ২০০টিরও বেশি দেশীয় সিগারেট ফ্যাক্টরীর বিলুপ্তি সাধন ঘটাইয়াছে।

(খ) সিগারেটের উৎপাদন শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই উৎপাদনে একমাত্র বিদেশী একচেটিয়া সংস্থার শেয়ারের পরিমাণই হইল শতকরা ৭০ ভাগ।

(গ) লাভাংশ, মুনাফা, রয়ালটি প্রভৃতি প্রদানের আকারে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটিতেছে এবং বছরের পর বছর এই অপচয় বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহার উপর আবার, মজুত তহবিল এবং সঞ্চিত মুনাফা ভবিষ্যৎ বৎসরগুলিতে বিদেশে প্রেরণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার দায় হইয়া উঠিয়াছে।

(ঘ) বৈদেশিক মালিকানাধীন এবং বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণাধীন সিগারেট কোম্পানিগুলির শেয়ারের পরিমাণ যাহা ১৯৬৫ সালে শতকরা ৬৮ ভাগ ছিল, তাহা ১৯৬৯ সালে বাড়িয়া শতকরা ৮০ ভাগ হইয়াছে।

(ঙ) বিধিনিষেধমূলক ব্যবসায়িক রীতিনীতি এবং উহার ক্ষমতা—যাহা কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ে নিহিত থাকে, তাহার দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়-দেশীয় ক্ষেত্রের উন্নতি ব্যাহত করে। সুতরাং, পারস্পরিক সংযুক্ত সংস্থাগুলির সহিত বৈদেশিক একচেটিয়া সংস্থার উৎপাদন অবশ্যই খর্ব করিতে হইবে এবং সরকারের ঘোষিত নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ষোল আনা ভারতীয় কোম্পানিগুলির জন্য ভবিষ্যৎ চাহিদা অবশ্যই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

এরূপ ব্যবস্থার যে নজীর নাই, তাহা নহে, কারণ, সাবান ও দেশলাইয়ের মত অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক একচেটিয়া সংস্থার উৎপাদন স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে ফলপ্রসূভাবে খর্ব করা হইয়াছিল। ফলে এই সমস্ত শিল্পের দেশীয় সেক্টরগুলি গঠিত হয় এবং অচিরেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বিস্ময়ের কথা হইতেছে এই যে, সিগারেট শিল্পের ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থা কেন অবলম্বন করা হইল না।

জাতীয় স্বার্থের দিক বিবেচনা করিয়া এইসমস্ত বিষয় যখন জনসাধারণ ও সরকারের সমক্ষে উপস্থাপন করা হইল, বৈদেশিক একচেটিয়া শিল্পপতিগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ব্যাপক প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়া আপনাদের কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণের সূচনা করিলেন। সেই সময় আপনাদের কোম্পানি আপন ব্যবসায়ের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া অভিযোগগুলির প্রতিবাদ ও প্রতিখণ্ডন করিতে বাধ্য হন।

জেহাদ এবং তৎপর

আমাদের জেহাদের একটি বাস্তব ফলশ্রুতি হইল এই যে, বৈদেশিক মূলধন অথবা কলাকৌশলের উপর, বিশেষত ভোগ্যপণ্য শিল্পের ক্ষেত্রে, নির্ভর করা যে এক অসার বস্তু এবং ইহার ফলে যে শোষণ ও আধিপত্যের বিস্তার ঘটে যাহা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল, এতৎসম্পর্কে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ যথেষ্ট সচেতন হইয়া উঠিলেন। আপনারা সকলেই সম্যকভাবে অবগত আছেন যে, সাম্প্রতিক আপৎকালীন অবস্থাকালে কয়েকটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা এখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতেছে যে, এইগুলিই যথেষ্ট নহে বলে বিবেচনা করিয়া বৈদেশিক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলি এখন আমাদের জনসাধারণকে বিশ্বাস করাইবার জন্য এমন মগজ-ধোলাইএর পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন যেন তাঁহারা ভারতীয় কোম্পানি এবং তাঁহারা জাতীয় স্বার্থেই কাজকর্ম করিতেছেন। এই নূতন পরিস্থিতির কয়েকটি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে এখন আমি আলোচনা করিতে চাই।

যে কোন কোম্পানির প্রকৃত চরিত্র নিরূপণ করা যায় ইহার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণদ্বারা। একটি বহুল পরিমাণে বৈদেশিক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি কেবল ইহার নাম ভারতীয়করণ করিয়া অথবা ইহার চেয়ারম্যান বা বোর্ড অব ডিরেক্টরসকে ভারতীয়দের দ্বারা পরিসজ্জিত করিয়া অথবা এইরূপ অন্যান্য বাহ্যিক কাজকর্ম দ্বারা ভারতীয় কোম্পানি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

একটি অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতা

কোন একটি কোম্পানি অথবা একটি ব্র্যাণ্ডের নামের জন্য দেশের পবিত্র নামকে খোলাখুলি অথবা অস্পষ্টভাবে বাণিজ্যিকরণের বিপক্ষে ব্যাপক অসন্তোষ রহিয়াছে। আমি আশা করি ও বিশ্বাস রাখি যে, দেশের ও ইহার জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত একীভূত হওয়ার স্বসনাক্তিকরণের ভানপূর্ণ উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের দেশের নামের পবিত্রতা এইরূপভাবে যাহাতে লঙ্ঘন করিতে না পারে, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনতিবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

ষোল-আনা ভারতীয় মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও কলা-কৌশলের বিচারে আপনাদের কোম্পানি একটি খাঁটি জাতীয় কোম্পানি। অতএব আপনাদের কোম্পানির পক্ষে জাতীয় জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার কোনরূপ চিৎকৃত দাবি জানাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিরই একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ এবং উহাদের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত।

আমাদের দেশের জনসাধারণের সাধারণ বুদ্ধি অসাধারণ এবং বিশ্লেষণ করার মত তীক্ষ্ম উপলব্ধি রহিয়াছে, তাই কোনরূপ বিশ্বাস্য গালগল্প অথবা কোনরূপ ভাবপ্রতিমা-সংগঠক রঙ্গ দ্বারা তাঁহাদিগকে চালনা করা যাইবে না। কোনটি কী, তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন। কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনের ভিত্তি হইতেছে, মালিক-কর্মচারীর সুন্দর সম্পর্ক, কাঁচা মালপত্র সরবরাহকারীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত সাহায্য প্রদান, মূল ইউনিটের সমৃদ্ধি আনয়নকারী আনুষঙ্গিক ইউনিটগুলিকে সহায়তা, ব্যবসায়ে সুষ্ঠু আচরণ সম্প্রসারণ, কোম্পানির মালিকদের পক্ষে লাভজনক ব্যবসা হিসাবে পরিণত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম, রাষ্ট্রের রাজস্বে অনুদান এবং সরকারী নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। আমি তাই যাঁহারা এইরূপ স্বাভাবিক কাজকর্মের সরব দাবি জানান, যাহা আমার বিবেচনায় কেবল তাঁহাদের আত্মসমৃদ্ধিরই কাজকর্ম, তাঁহাদের ঔদ্ধত্যে বেদনা বোধ করি।

আত্মনির্ভরতার উপর গুরুত্ব প্রদান

বস্তুগত ফললাভ এবং উহার প্রচারই বড় কথা নহে, বরং ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কিংবা একটি জাতি হিসাবে যে আদর্শকে ধরিয়া থাকা যায়, যে আদর্শের জন্য কাজ করা যায়, তাহাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। এ কথা আমি পূর্বেই আপনাদের জানাইয়াছি যে, আপনাদের কোম্পানি উহার সূচনা হইতেই স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং স্বাদেশিকতার আদর্শের জন্য কাজ করিয়া আসিতেছে। এই স্বদেশবোধই প্রকৃত আত্মনির্ভরতাকে বাঁচাইয়া রাখে। আমরা ক্রমাগত এই কথাই বলিয়া যাইব যে, আমাদের স্বাধীন দেশে আর্থনৈতিক সকলপ্রকার ক্রিয়াকলাপের গৌরবের স্থানটির অধিকারী হইবেন স্বদেশী ক্ষেত্রের শিল্প-সংস্থা। এই আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমাদের কাজকর্ম

আপনাদের কোম্পানির কাজকর্মের দিকটির পর্যালোচনা করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, আলোচ্য বৎসরে আপনাদের কোম্পানির বিক্রয়লব্ধ আমদানির পরিমাণ ৩২·৬৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯·৬০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মূল্যাপকর্ষ এবং উন্নয়ন রিবেটের জন্য ব্যবস্থা রাখার পর কর বাদের পূর্বে মুনাফার পরিমাণ ১১১·৯৬ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১·৬৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ যে দুইটি বিষয় মুনাফাকে ব্যাহত করিয়াছে তাহা হইল —তামাক, সিগারেট এবং সিগারেট প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় এরূপ নানাবিধ দ্রব্যের উপর বিরাট পরিমাণে এবং বর্ধিতহারে কেন্দ্রীয় শুল্ক আরোপ এবং সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার দরুণ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি।

জুলাই/নভেম্বর ১৯৭১ সময়ে আপনাদের কোম্পানির বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭·৪৫ কোটি টাকা। পূর্ব বৎসর এই সময়ে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৪·৩৭ কোটি টাকা। বিভিন্ন রাজ্যে বন্যা, পূর্ব উপকূলে সাইক্লোন, পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দরুন এবং উহার ফলে ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক স্টক রাখার ব্যাপারে অনিচ্ছার লক্ষণদ্বারা পরিস্ফুট তাঁহাদের মনোবল ভাঙিয়া পড়ার যে লক্ষণ দেখা যায় এবং আর্থিক সংকটের উদ্ভব হয় তাহাসত্ত্বেও আমরা আমাদের বিক্রয়ের সমতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। ডিসেম্বর মাসে দেশের সীমান্তে প্রকৃত যুদ্ধ দেখা দিল। উহার ফলে ব্যবসাসংক্রান্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হইল এবং মাল চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিল। এই অবস্থা বেশীদিন থাকিবে না। থাকিবে না তাহার কারণ এখন আমাদের সশস্ত্রবাহিনী বিজয়ী হইয়াছেন, যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছেন।

১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কাঁচা তামাকের উপর সাময়িকভাবে যে শতকরা ১৫ টাকা সারচার্জ ধরিয়াছেন তাহার ফলে আমাদের উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই করের ভার সিগারেটসেবীর উপর না চাপাইয়া উহা আমরা আমাদের ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছি। দেশ যখন সংকটের সম্মুখীন তখন সকলেরই কর্তব্য যতদূর পর্যন্ত পারা যায় ততদূর পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করা।

বরোদায় আমাদের নূতন সিগারেট ফ্যাক্টরীর নির্মাণকার্য চলিতেছে এবং আমরা আশা করি আগামী বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে সিগারেট উৎপাদনের কাজ শুরু হইবে। বর্তমানে আমরা যে নয়টি ব্রাণ্ডের সিগারেট প্রস্তুত করিতেছি এবং বাজারে ছাড়িতেছি, তাহা ছাড়া আরও কয়েকপ্রকার সিগারেট প্রস্তুতের পরিকল্পনা আমাদের রহিয়াছে।

পানামার রেকর্ড রপ্তানি

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আপনাদের কোম্পানি ৭ মাসের মত স্বল্প সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় ৪০ কোটি পানামা সিগারেট রপ্তানি করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহার ফলে যে বিদেশী-মুদ্রা অর্জন করিয়াছেন তাহার পরিমাণ হইল এক কোটি টাকার মত। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি আমাদের যে বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে তাহাতে সোভিয়েট রাশিয়া ভারত হইতে ভোগ্যপণ্যের আমদানির পথ আরও সুগম করিয়া দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এবং আপনাদের কোম্পানিও স্বভাবতই এই আশা পোষণ করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারাও বেশী পরিমাণে অর্ডার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন।

গুন্টুরে আপনাদের কোম্পানীর প্রধান টোব্যাকো পারচেজিং ডিভিসন রহিয়াছে—সেই সঙ্গে সারা অন্ধ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে ৪টি টোব্যাকো রিড্রাইং প্ল্যাণ্ট, ৮টি গ্রেডিং ও স্ট্রিপিং ডিপো এবং ৩২টি ক্রয় কেন্দ্রের এক বিরাট জাল। গুজরাট ও মহীশূর রাজ্যেও আমাদের তামাক ক্রয়কারী সংস্থা রহিয়াছে। প্রধান কাঁচামাল তামাকের ক্ষেত্রে আমাদের চাহিদার সহিত সম্পৃক্ত কাজকর্ম সাফল্যের সহিত চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, সার এবং উন্নত বীজের ন্যায় দ্রব্যাদি ক্রয় করা এবং তামাক সংরক্ষণের জন্য গোলাবাড়ি নির্মাণ করার নিমিত্ত আর্থিক ঋণ প্রদান, চাষের বৈজ্ঞানিক ও উন্নত পদ্ধতির ব্যাপারে সাহায্য করা এবং সর্বোপরি তামাক চাষীদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ন্যায্য মূল্য আদায় করার মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সহায়তা করার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের তামাক চাষীদিগের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করি। এমনকি সিগারেট টোব্যাকো ব্যবসার ন্যায় ব্যবসার ক্ষেত্রেও বিদেশী একচেটিয়া সংস্থা অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত কাজ আমরা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

উজ্জ্বল সম্ভাবনা

সিগারেটের চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলবান হইবার ব্যাপারে কেবলমাত্র সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মালিকানাধীন কোম্পানীগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হইবে। এতম্মর্মে ভারত সরকারের সাম্প্রতিককালে ঘোষিত নীতি রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সিগারেট শিল্পের বহু বিচিত্র উত্থান-পতন সমন্বিত ইতিহাস অতীতের জীর্ণ পৃষ্ঠায় পরিণত হইয়াছে। আপাততঃ আমার কল্পনার দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রটির এক অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-চিত্র প্রতিভাত হইতেছে। সবুজ বিপ্লবের সহায়তায় নাগরিক সুযোগসুবিধার দ্রুত প্রসার, জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অভ্যাসের পরিবর্তন এবং ক্রমশই অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যক মানুষের হাতে স্বেচ্ছামতো অর্থ ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার মধ্য দিয়া আয় বণ্টনের পরিবর্তমান আদর্শের ন্যায় অন্যান্য বহুবিধ সাহায্যকারী ঘটনার দ্বারা আমার এই আশাবাদিতার অনুকূলে আরও সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

বক্তব্যের উপসংহার ঘটাইবার পূর্বে, বোর্ডে আমার সহকর্মিবৃন্দ এবং কোম্পানীর কর্মচারীদিগের উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের কর্তব্যনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কঠোর শ্রমের জন্য এবং বহু বৎসরের সুস্থ ঐতিহ্যের মাধ্যমে গড়িয়া ওঠা তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের জন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের কথা উল্লেখ করিতে চাই। সেই সঙ্গে আপনাদের কোম্পানীর পক্ষ হইতে আমি অবশ্যই এই ব্যবসায়ে যুক্ত সেই-সকল ব্যক্তিবর্গকে এবং আমাদের লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠপোষককে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইব, যাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতাই প্রধানত প্রেরণা যোগাইয়াছে—আমরা যাহা হইয়াছি এবং আগামী বৎসরগুলিতে আমরা যাহা হইয়া উঠিব, তাহার মূলে।

দ্রষ্টব্য : ইহা বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর রিপোর্ট নহে।

রাজ্য অ্যাথলেটিকস হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

১৩, ১৪ ও ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিকস স্পোর্টস হবে। নাম দেওয়ার শেষ দিন ৫ জানুয়ারি। জরুরি অবস্থার জন্য ইতিপূর্বে স্পোর্টস স্থগিত রাখা হয়েছিল।

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

আজ থেকে ইডেনে

মরশুমের বড় ক্রিকেট

স্টাফ রিপোর্টার

প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্যার্থে ভারতীয় দল ও অবশিষ্ট ভারতীয় দলের খেলাটি আজ বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় শুরু হচ্ছে। ৩০ টাকা বাদে আর সব সিজন টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। মাঠে ৩০ টাকার সিজন টিকিট এবং ১০ ও ২০ টাকার দৈনিক টিকিট পাওয়া যাবে।

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দিলীপ সারদেশাই আঙুলে আঘাতের জন্য এবং গোবিন্দরাজ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় যোগদান করছেন না। এই দুই খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতীয় দল যথেষ্ট শক্তিশালী হবে। খেলার প্রথম দিনে মাঠে থাকবেন জেনারেল মানেক শ' ও মেজর জেনারেল জেকব। খেলার উদ্বোধন করবেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

অবশিষ্ট ভারতীয় দলে সুরীন্দর এবং মাহীন্দরকে নিয়ে যে অনিশ্চয়তা ছিল সেটা দূর হয়েছে। বুধবার সকালেই অমরনাথ ভ্রাতৃদ্বয় কলকাতায় পৌঁছে গেছেন। রমেশ সাকসেনার খেলার সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

অবশিষ্ট দলের নির্বাচিত অধিনায়ক পাতাউদির মনসুর আলী বুধবার দুপুরেই কলকাতায় পৌঁছেছেন। রাত্রির বিমানে এসেছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর।

খেলা দেখার আগ্রহ আস্তে আস্তে বেড়েছে। বাংলা অক্ষরে এবং বাংলা সংখ্যায় লেখা ঢাকা, খুলনা নেমপ্লেট সম্বলিত কিছু মোটর গাড়িও বুধবার বিকালে ইডেনের আশে পাশে দেখা যায়। গাড়ির উপরে বাংলাদেশের পতাকাও উড়তে থাকে। আরোহীরা খেলা দেখার টিকিট কেনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি বাংলাদেশ থেকে কিছু ক্রিকেট ক্রীড়ামোদী খেলা দেখতে এসেছেন।

ইংরাজি ও বাংলায় খেলার ধারাবিবরণী প্রচারিত হবে।

দুই দলে যাদের খেলার সম্ভাবনা।

ভারতীয় দল—অজিত ওয়াড়েকর (অধিনায়ক), এস বেঙ্কটরাঘবন (সহ-অধিনায়ক), অশোক মাঁকড়, জি আর বিশ্বনাথ, এস কৃষ্ণমূর্তি একনাথ সোলকার, জয়ন্তীলাল, আবিদ আলি, চন্দ্রশেখর, সেলিম দুরানি, কিরমানি অথবা এম এল জয়সীমা।

অবশিষ্ট ভারতীয় দল—পাতাউদির মনসুর আলি খাঁ (অধিনায়ক), হনুমন্ত সিং (সহ-অধিনায়ক), সুরীন্দর অমরনাথ, মহীন্দর অমরনাথ, রুশী জিজিবয়, অম্বর রায়, দিলীপ দোশী, প্রহ্লাদ শর্মা, নৌসের মেহেতা, রামনাথ পারকার, আবদুল ইসমাইল, এ আসিফ, রমেশ সাকসেনা, গোপাল বসু ও দীপঙ্কর সরকার।

আমপায়ারদ্বয়—সর্বশ্রী রথীন বসু ও অনিল গুহ।

খেলার সময়—সকাল ১০টা থেকে ১২টা। ১২-৪৫ থেকে ২-৪৫। ৩-০৫ থেকে ৪-০৫।

শ্রীরামপুরে সম্বর্ধনা

আবিদ আলি, জয়ন্তীলাল ও ক্রিকেট বোরড সভাপতি অমরেন্দ্র ঘোষকে শ্রীরামপুরে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। কয়েক হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বেরী সর্বাধিকারী।

রূপসিংয়ের নামে ম্যুনিখে রাস্তা

ম্যুনিখে পাঁচ মহাদেশের ২২ জন প্রাক্তন ওলিম্পিক প্রতিযোগীরা বিশেষ সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন। ওই শহরের ওলিম্পিক পারকে ২২টি রাস্তা, স্কোয়ার ও সেতু তাদের নামে অঙ্কিত থাকবে। ১৯৩২ (লস এনজেলেস) ও ১৯৩৬ (বার্লিন) ওলিম্পিকে স্বর্ণ-বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের অন্যতম তারকা রূপ সিংয়ের নামেও একটি রাস্তা হচ্ছে।

বালা স্কুল প্রথম ইনিংসে ১৮৬

কটক, ২৯ ডিসেম্বর—বাংলা স্কুল দল আজ কোচবিহার ট্রফির তিন দিনের পূর্বাঞ্চল ফাইনালের প্রথম দিনে বিহার স্কুল দলের বিরুদ্ধে ব্যাট করে দিনের শেষে ১৮৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে।

বাংলা স্কুল ১ম ইনিংস—১৮৬ রান (এ দত্ত ৫৫, পি নন্দী ৩৬, এস সোম ৫১ রানে ৫টি ও ইউ সানে ৫৪ রানে ৩টি উইকেট) —পি টি আই

পাকিস্তানে দাবি

সামরিক ক্রীড়া কর্তারা সরে দাঁড়াও

করাচি, ২৯ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের যে সব সামরিক অফিসার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত তাদের অবিলম্বে পদত্যাগ করে সৎ এবং যোগ্য অসামরিক ব্যক্তিদের হাতে প্রশাসন তুলে দেবার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। দাবি জানিয়েছে পাকিস্তান হকি আমপায়ারস অ্যাসোসিয়েশন।

অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছে, দেশের প্রশাসন যেমন অসামরিক সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে তেমন পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সভাপতি জেনারেল আজাহার খাঁর এখনই পদত্যাগ করা উচিত। জেনারেল আজাহার খাঁর খেলাধুলোর প্রতি তেমন দৃষ্টি নেই। তা ছাড়া অভিযোগ, বারসিলোনায় বিশ্ব হকি কাপে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ খেলার সময় আজাহার খাঁ মাদ্রিদে জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

আজাহার খাঁ ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণের পর আজাহার খাঁকে গবরনর ও সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করিয়েছেন। —এ পি

বৃহস্পতিবার

কলকাতা ভলিবল লীগ : টালীগঞ্জ সুভাষ : দর্জিপাড়া; আন্তঃ অফিস লীগ : কাস্টমস : ক্যালকাটা ডক লেবার বোর্ড।

বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেমেয়েরা আজও কোন রেকরড ভাঙেনি

জয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর—পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যমালা মন্দির আজ মেয়েদের হাই জাম্পে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রেকরডের (১·৫২ মিটার) সমান লাফিয়েছে। এছাড়া আজ দ্বিতীয় দিনেও কোন রেকরড ভাঙা হয়নি।

আজকের বহু বিজয়ী বিশ্ববিদ্যালয় রেকরড থেকে পিছিয়ে। তবে মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে নির্মলা উঠাই (বাঙ্গালোর) ১২·৬ সেঃ সময় করে মাত্র ০·২ সেকেন্ডের জন্য রেকরড স্পর্শ করতে পারল না। মার্বি ভারগিসের সময় হয়েছে ১২·৭ সেঃ। ছেলেদের ৪×৪০০ রীলে যখন হচ্ছে তখন চাঁদ উঠে গেছে। আজ প্রতিটি বিষয়ে 'ফলুট' হয়েছে কমপক্ষে তিনটি। অর্থাৎ প্রায় ১০০ 'ফলুট' ৩২টি বিষয়ে।

দ্বিতীয় দিনে প্রথম স্থানাধিকারীরা

ছাত্র। ১০০ মিটার দৌড় : এস মনোহরণ (মাপরাজ), সময় ১১·১ সেঃ। ৮০০ মিটার : ভি কে মালহোত্রা (এলাহাবাদ), সময় ১ মিঃ ৫৮·৫ সেঃ। ৫০০০ মিটার : মালকিয়াত সিং (পানজাব), সময় ১৫ মিঃ ২৫ সেঃ। ১১০ মিটার হারডলস : কে এস মনিচাস (মাদুরাই), সময় ১৫·৯ সেঃ

ছাত্রী। ১০০ মিটার : নির্মলা উঠিয়া (বাঙ্গালোর), সময় ১২·৬ সেঃ। হাই জাম্প : সূর্যমালা মন্দির (পুণা), উচ্চতা ১·৫২ মিটার। শট পাট : ভি অনুসূয়া বাই (মাদরাজ), দূরত্ব ১০·৪৭ মিটার। —ইউ এন আই

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
নোটিস

সমস্ত সদস্যকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তা ও কার্যকরী সমিতির আসন্ন নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার এ/ডি সহ রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠানো হইতেছে। সদস্যগণকে অবহিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ব্যালট পেপার যথাযথভাবে চিহ্নিত করিয়া ৫ই জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ বেলা ১০টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে ২০৮ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, দ্বিতীয় তল, কলিকাতা-২৯ ঠিকানায় রক্ষিত ব্যালট বাক্সে ফেলিতে হইবে অথবা রেজিস্টার্ড ডাকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এমনভাবে পাঠাইতে হইবে যাহাতে উহা উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছে। উক্ত তারিখ বেলা ২-৩০টায় গণনা শুরু হইবে এবং প্রার্থীরা যদি ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাদিগকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রবেশ-পত্র দেওয়া হইবে।

সদস্যগণ অবহিত হইবেন যে, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে কলিকাতার প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের অপ্রত্যাশিত ধর্মঘট এবং তাহার পর জরুরীকালীন অবস্থা ও নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ ও ১লা ও ২রা জানুয়ারি, ১৯৭২ ছুটির দিন হওয়ার জন্য আমাদের আয়ত্ত বহির্ভূত কারণে নির্বাচন মাত্র ৫ দিন পিছাইয়া গিয়াছে—আপীল আদালতের ১২-১-১৯৭১ তারিখের নির্দেশ বা সুপারিশ বস্তুতপক্ষে অনুসরণ করিয়াই ইহা করা হইয়াছে। নির্দেশাবলীর বক্তব্য আক্ষরিকভাবে অনুসরণ না করিতে পারার কারণ উপরোক্ত অভাবিত অবস্থা: ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে। সদস্যগণ অবহিত হইবেন যে, ক্লাবের রুল অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় পিছাইবে না।

বি বি ঘোষ
চেয়ারম্যান
ইলেকশন বোর্ড
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

(৮৬৪২)

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। ইডেন গার্ডেনসে প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ। প্রত্যেকটি ২০ টাকার সীমিত সংখ্যক দৈনিক টিকিট ৪নং গেটে বিক্রয় করা হইবে। ১০ টাকার দৈনিক টিকিট এবং ৩০ টাকার সিজন টিকিট ১নং গেটে বিক্রয় করা হইবে এবং ৪ টাকার দৈনিক টিকিট ১৭নং গেটে বিক্রয় করা হইবে। এস পান, অনাঃ সেক্রেটারি।

(৮৯০২)

খেলাধুলা-কণা

দশদিন এডিলেডের হাসপাতালে থাকার পর ক্লাইভ লয়েড বৃহস্পতিবার এখানে এসে বিশ্ব একাদশ দলের সঙ্গে মিলিত হবেন। ১৮ ডিসেমবর এডিলেডে দক্ষিণ অসট্রেলিয়া-বিশ্ব একাদশের খেলার সময় তিনি মেরুদণ্ডে আঘাত পান।

নববেশ ক্লাবের টেবল টেনিস ফাইনাল আজ সন্ধ্যা ছটায় ঝামাপুকুর রাজবাড়িতে হবে।

যোগীপাড়া মিলন মন্দিরের ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় ৪৮ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছেন চন্দননগর সন্তান সঙ্ঘের তারাপদ ঘোষ। সময় ২৬ মিনিট।

পূর্ব রেলওয়ে

সেল নোটিস

হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখার সময় হইতে রেলওয়ে প্রশাসনের হেফাজতে বেওয়ারিশ ও নাম-ঠিকানাবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকা নিম্নোক্ত ওয়াগন লোডের চালানগুলি ১৯-১-৭২ তারিখ বেলা ১টায় হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে।

১। ওয়াগন নং ডব্লিউআর ২৬০২৮ হইতে ২১-৮-৭১ তারিখে হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখা এক ওয়াগন শ্বেত পাথর।

২। ওয়াগন নং সিআর ৩৫২৩ হইতে ২১-৮-৭১ তারিখে হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখা এক ওয়াগন শ্বেত পাথর।

৩। ওয়াগন নং ইআর ৭০১৮১ হইতে ১৪-৮-৭১ তারিখে হাওড়া-পাঞ্জাব লাইনে খালাস করিয়া ফেলিয়া রাখা এক ওয়াগন শ্বেত পাথর।

ইতিমধ্যে প্রাপক যদি রেলওয়ের যাবতীয় প্রাপ্য আদায় দিয়া বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত চালানগুলি ডেলিভারি লইয়া অপসারণ করেন তাহা হইলে উহা বিক্রয়ে উপস্থাপিত না করিবার অধিকার প্রশাসনের সংরক্ষিত রহিল। বিক্রয়ের পূর্ব দিন বেলা ১২টা হইতে ৪টার মধ্যে চালানগুলি দেখা যাইবে।

হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা যদি বায়নার টাকা দিতে অপারগ হন তাহা হইলে ডাক বাতিল হইয়া যাইবে এবং লট পুনরায় বিক্রয় করা হইবে বা অন্যভাবে উহার বিলি-ব্যবস্থা হইবে। ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকার প্রশাসনের রহিল। চালানগুলি রেলওয়ে প্রেমিসেসে বিক্রয় করা হইবে এবং মাল পরিবহণের ব্যবস্থা ক্রেতাকেই করিতে হইবে। চালানগুলি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় প্রয়োজন হইলে পরের দিনও চলিবে।

ডিভিসনাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট/হাওড়া

শেষ কয়েকদিন

WINTER REDUCTION SALE

২৫% হইতে ৫০% কম

তত্ত্বের উপযোগী

GENT'S ও LADIES

শাল, কোট ও সোয়েটার-এর বহু স্টক আসিল।

হরলালকা

• ৫২।১।১ কলেজ স্ট্রীট
• ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (YMCA Bldgs)
• ৪৫ সি, গ্রে স্ট্রীট

জরুরী ঝুঁকি বীমা প্রকল্প

(মালপত্র ও সংস্থা)

১লা জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ হইতে আরম্ভমাণ প্রথম তিন মাসের জন্য হার

ভারত সরকার ১৯৭২ সালের প্রথম তিন মাসের জন্য নিম্নোক্ত মত হার নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন :—

জরুরী ঝুঁকি (মালপত্র) বীমা প্রকল্পের অধীন বীমা :

বীমাযোগ্য মূল্যের প্রতি ১০০, টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৬ পয়সা।

জরুরী ঝুঁকি (সংস্থা) বীমা প্রকল্পের অধীন বীমা :

বীমাযোগ্য মূল্যের প্রতি ১০০, টাকা বা তাহার অংশের জন্য ১০ পয়সা।

প্রিমিয়াম ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে ট্রেজারী/রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া/স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় আদায় দিতে হইবে।

এই প্রকল্পগুলি অধীনে ১৯৭২ সালের প্রথম তিন মাসের জন্য বীমার নিমিত্ত রিসিট-করা চালানসহ নির্ধারিত ফরমে নূতন করিয়া দরখাস্ত ওরিয়েণ্টাল ফায়ার অ্যাণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ-এর নিকটবর্তী অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

পূর্ববর্তী দরখাস্তের রেফারেন্সও দিতে হইবে।

ওরিয়েণ্টাল ফায়ার অ্যাণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

(সরকারী এজেণ্ট)

উন্নত মানের গেঞ্জী
DIGNITY & COMFORT
প্রস্তুত কারক সোলার টেক্সটাইলস
১৪, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫ ফোন: ৫৫-১২১৯

সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল

পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির পক্ষে শ্রীশান্তপ্রসাদ সিং এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, ২৫ ডিসেম্বর সমিতির সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল করে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সংগঠনের সমস্ত দায়িত্ব সভাপতির উপর অর্পণ করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি সকল গোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সন্ত অকালি দলের সেক্রেটারি বহিষ্কৃত

জলন্ধর, ২৯ ডিসেম্বর— অমৃতসরে আজ সন্ত আকালি দল ওয়ার্কিং কমিটির জাতীয়তাবিরোধী কাজকর্মের জন্য জেনারেল সেক্রেটারি ডঃ জগজিত সিংকে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডঃ সিং এখন লনডনে রয়েছেন। —ইউ এন আই

আগরতলা, শিলচর, করিমগঞ্জে
সড়ক পথে ১০।১২ দিনে এক্সপ্রেস ডেলিভারী
(১) নর্থ বেঙ্গল ও আসামের যে-কোন স্থানে (কাছাড় ব্যতীত) যথাক্রমে ৩।৪ দিনে ও এক সপ্তাহের মধ্যে LORRY LOAD মাল পৌছাইবার সুব্যবস্থা
(২) পুরো লরী ও থোক মালের ভাড়ায় বিশেষ সুবিধা
প্ল্যানটার্স এয়ারওয়েজ প্রাঃ লিঃ
আসাম ও নর্থবেঙ্গল বুকিংঃ— ৩৮, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট ফোন: ৩৩-০৭৮৪/০৭৮৫
ত্রিপুরা কাছাড় বুকিং ও ডেলিভারী গুদাম ৬৭/২৮, স্ট্র্যান্ড রোড ফোন—৩৩-৪৬৮৯
(৮৭৪৯এ)

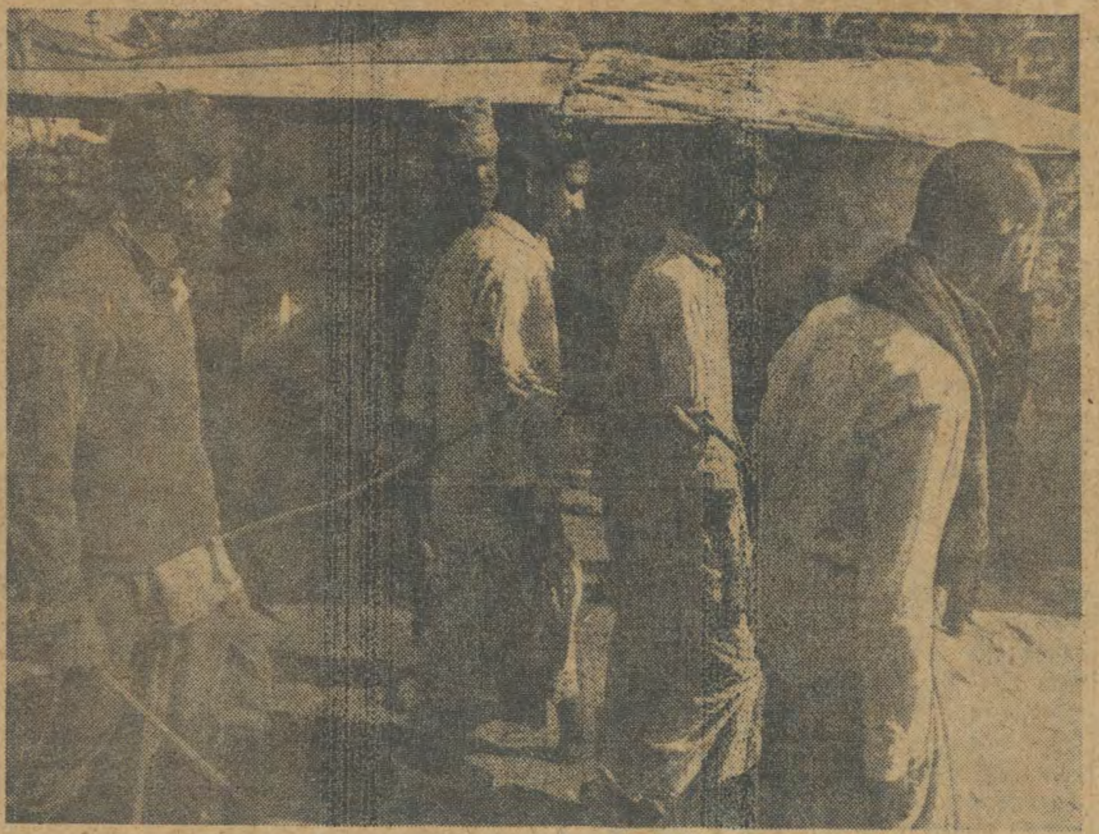

জনগণের রোষবহ্নির হাত থেকে রাজাকারদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মুক্তি-স্বেচ্ছাসেবকরা—এ ছবি ঢাকায় তোলা। —নিজস্ব চিত্র

১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

সেনানীরাও। তরুণ, যুব নানা বয়সের মুক্তি সেনা। হাতে রাইফেল। চোখে-মুখে অনেক ঝড়ের দিন কাটিয়ে ওঠার ছাপ।

এই স্পেশ্যাল ট্রেনে ছিলেন পূর্বাঞ্চল সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি পি ওয়ারিয়ার এবং রেলের অফিসার, ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিকের দল। ছয়টি 'বগি' মিলিয়ে প্রায় দুইশত জন।

'শুভ যাত্রা' শুরু হলেও আপাতত

ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন চলল

যাত্রীবাহী ট্রেন চলছে না। এদিক থেকে শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানো, ওদিক থেকে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা প্রধানত এই সব কাজেই এই লাইনে দুই দেশের মধ্যে ট্রেণ যাতায়াত করবে। কবে যাত্রী ট্রেন চলবে? তা নির্ভর করছে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে কী সিদ্ধান্ত হয় তার উপর।

দশদিনে অসাধ্যসাধন

আত্মসমর্পণের আগে পাক জঙ্গী-বাহিনী যশোর ও বেনাপোলের মধ্যে যোগাযোগ ভেঙে দেওয়ার জন্য মরণ-কামড় দিয়ে যায়। পূর্ব রেলের অফিসার ও কর্মীরা ভারতীয় সেনা-বাহিনী এবং টেরিটোরিয়াল আরমির সহযোগিতায় দিবারাত্রি খেটে মাত্র দিন দশেকে এই ট্রেনপথ চালু করে অসাধ্যসাধন করেছেন। ১০ কিলোমিটার ছিন্ন রেলপথ পুনঃস্থাপন ৩৫ কিলোমিটার রেলপথের মেরামতি ছাড়া নাভারনে বেত্রবতী এবং ঝিকরগাছায় কপোতাক্ষের উপর দুটি বিধ্বস্ত রেলসেতু আবার তাঁরা পরিবহণযোগ্য করে তুলেছেন।

এই কাজে নানা অসুবিধা ছাড়া বিপদও ছিল পদেপদে। উল্লিখিত ওই ১০ কিলোমিটার পথের মধ্যে ১০৮টি মাইন উদ্ধার করা হয়েছে। এর ৪৮টি ট্যাংক এবং ৬০টি মানুষজন খতম করার মত ছিল। 'স্লিপার' ও রেল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহেরও অসুবিধা ছিল। এর অর্ধেক ভারত ও বাকি অর্ধেক বাংলাদেশেই জোগাড় করা সম্ভব হয় বলে রেলের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, পূর্ব রেলের কাজ এখন সমাপ্ত। বুধবারই এই কার্যভার সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'স্পেশ্যাল' ট্রেনটিও সামরিক-বাহিনীই পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলপথে তা হস্তান্তরিত হবে। যশোর শাখায় স্থানীয় রেলপথের প্রাক্তন কর্মীরা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু কাজে যোগ দিয়েছেন। খুলনা-যশোরের মধ্যে ট্রেন বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষই চালু করেছেন। ইনজিন ও ট্রেনের গায়ে ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে 'বি ডি আর'—বাংলাদেশ রেলপথ।

এদিন যশোরে আনন্দ-উদ্বেল জনসাধারণ লেঃ জেঃ অরোরাকে ঘিরে ধরেন, তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। যশোরের ডেপুটি কমিশনার জনাব ওয়ালিউল ইসলাম, জনাব রোশন আলি এম এল এ, জনাব খোন্দকর আবদুল হাফিজ এম এল এ প্রভৃতি জেনারেল অরোরা সহ ভারতীয় অতিথিদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানান।

প্রত্যুত্তরে জেনারেল অরোরা বলেন এই আজাদীর জন্য ধন্যবাদ দিতে হলে তা বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রাপ্য। এ ব্যাপারে আপনাদের মদৎ দিতে পেরে আমরাও ধন্য। আপনাদের একতার জন্যই, আপনাদের দৃঢ় পণের জন্যই আজকের এই মুক্তি সম্ভব হয়েছে। 'জয় বাংলা', মুজিবের মুক্তি চাই ধ্বনিতে চারদিক ডুবে যায়।

শহরে জীবনযাত্রা ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে

স্থানীয় বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলাও স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন, বালিকা বিদ্যালয়ের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষিকা রওনকা নুর, টাউন কমিটির সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ প্রভৃতি নানা জনের সঙ্গে ওই অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপের সুযোগ হল। তাঁদের বক্তব্য যশোর শহরের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কোর্ট-কাছারি খুলেছে। জানুয়ারি থেকে স্কুল-কলেজে যথারীতি ক্লাশ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। স্থানীয় অধিবাসীদের শতকরা প্রায় ৭৫ জনই নাকি ফিরে এসেছেন। শরণার্থীরাও ঘরে ফিরতে শুরু করছেন। বাজারে জিনিসপত্রের দাম মাছের দর কিছু বাড়ছে। তা বাড়ুক তাঁদের আপত্তি নেই। স্বাধীনতার হাওয়ায় মাথা তুলে হাঁটা যাচ্ছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত যশোর নগর স্বাভাবিক হয়ে উঠলেও স্টেশনের অদূরে প্রাক্তন বিহারী পাড়ায় একটি বাড়ির সমনেই এখনও ১৭টি খুলি এবং মানুষের হাড় ছড়িয়ে রয়েছে দেখে এলাম।

লাইনের এধারে-ওধারে ঘরবাড়ির গায়ে এখনও যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন।

কলকাতার আরেকটি দৈনিকের প্রবীণ সাংবাদিক এদিন যশোরে সাক্ষাৎ পেলেন ৩৫ বছর আগেকার এক পরিচিত মুখের। আমি যশোরে এই প্রথম গেলাম। যশোরের সঙ্গে আমার কোন স্মৃতি জড়িয়ে নেই। কিন্তু বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে দুই ঘণ্টার এই যাত্রায় বাংকার আর ভগ্ন সেতুর দৃশ্য এড়িয়েও চোখে পড়ল এখানে ওখানে পৎ পৎ করে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। শিরীষের ছায়া ঢাকা যশোর রোড দিয়ে চলেছে বাস, রিকসা, জিপ। মাঝে মাঝে মেয়েরা চলেছেন, শিশুকে নিয়ে। নাভারনের কাছে হাটও বসেছে। সওদা করে গ্রামবাসীরা ফিরছেন। এর মধ্যে চোখে পড়ল ঘরমুখো শরণার্থীদের ছোট ছোট দলও। এপার বাংলা, ওপার বাংলায় সেই একই বাংলার মুখ।

পরলোকে বি কে গাইকোয়াড়

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর— ভারতীয় রিপাবলিকান পারটির সভাপতি শ্রী বি কে গাইকোয়াড আজ এখানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স ৭১ বছর হয়েছিল। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকাল সায়ানসেস-এ ভর্তি করা হয়।

মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। —পি টি আই

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিভবন নির্মাণের জন্য পৌর জমি ইজারা

স্টাফ রিপোর্টার

দক্ষিণ কলকাতার ত্রিকোণ পারকে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মৃতিভবন নির্মাণের জন্য পৌরসংস্থা দশ কাঠা জমি ইজারা দিলেন।

অনেক আগেই জমিটি দেওয়ার কথা ছিল। ১৯৬৩-তে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন প্রস্তাবিত স্মৃতিভবনের শিলান্যাসও করেন। কিন্তু উদ্যোক্তা দুটি পৃথক সংস্থার মধ্যে মতভেদে এ কাজ আর এগোয়নি। মঙ্গলবার পৌরভবনে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এর রফা হয় এবং পৌরসংস্থাও জমি ইজারার কাজ শেষ করেন।

শরৎ স্মৃতি সংসদ নামে যে সংস্থার হাতে জমি দেওয়া হল তা সভাপতি শ্রীমনোজ বসু এবং সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়।

রাজ্যপাল সকাশে পুরুলিয়া কৃষক কংগ্রেস প্রতিনিধি

বুধবার পুরুলিয়া জেলা কৃষক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জমির মালিকানা দাখিলের আবেদনপত্র পেশ করার নির্দিষ্ট সময় পিছিয়ে দেবার অনুরোধ জানান। আগামী ৩১ ডিসেম্বর এই আবেদনপত্র দাখিলের শেষ দিন নির্দিষ্ট রয়েছে। রাজ্যপাল শ্রীডায়াস এ বিষয়ে কিছু সময় বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব বিবেচনা করবেন বলে প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জেলার সেচ, উন্নয়ন, শিল্প, বেকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়েও প্রতিনিধিদল রাজ্যপালকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার অনুরোধ জানান, রাজ্যপাল শ্রীডায়াস পুরুলিয়া জেলা পরিদর্শন করবেন বলেও প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দেন।

খাঁটি ও অখাঁটির বাজারে এক নতুনের আবির্ভাব
রাজবল্লভী মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল
শ্রীরাজবল্লভী অয়েল মিলস, ৯৯, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড · কলি-৬

৩ জানুয়ারি থেকে স্থগিত প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার

ইতিপূর্বে ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ৩ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থগিত বি-এ, বি-এসসি পারট টু পাশ প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শুরু হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কনট্রোলার এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হোম সেনটার না দেওয়ার ফলে বিক্ষোভের দরুন গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর ওই পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।

যে-সব পরীক্ষার্থীর ২১ থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল তাদের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের অফিসার ইনচারজরা তাঁদের সুবিধামত স্থগিত পরীক্ষার সূচি তৈরি করবেন। পরীক্ষকদের অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

কেমিসট্রি পাশ প্র্যাকটিক্যালের কেন্দ্র বদল

যোগমায়া দেবী কলেজ কেন্দ্রের যে-সব পরীক্ষার্থীর লেডি ব্রেবোরন কলেজ কেন্দ্রে বি-এসসি পারট টু কেমিসট্রি পাশ প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল তাদের এখন বাসন্তী দেবী কলেজ সেনটারে পরীক্ষা দিতে হবে।

অ্যানথ্রপলজি পাশ প্র্যাকটিক্যাল ৩ জানুয়ারি শুরু

বি-এসসি পারট টুর অ্যানথ্রপলজি পাশ প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের (বালিগঞ্জ সারকুলার রোড) অ্যানথ্রপলজি বিভাগে ৩ জানুয়ারি শুরু হবে।

গঙ্গায় বান আসবে

স্টাফ রিপোর্টার

এক থেকে তিন জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গায় বান আসবে। সর্বোচ্চ উচ্চতা হবে ১৫ ফুট ৭ ইঞ্চি।

Alpine কিনুন
দামে আর গুণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী
এ্যালপাইন ডেয়ারী
ন্যাশানাল টোবাকো বিল্ডিং
১ এবং ২, গুন্ত কোর্ট হাউস কর্ণার, কলিকাতা-১। ফোন ২২-৪৮৬১

কম খরচের
কম ভাড়ার
টেম্পো অটোরিক্সা
এই অটো রিক্সা যাত্রীবাহীযানের অসুবিধা দূর করবে। একসঙ্গে ৭ জন যাত্রী বহন করে। ডানলোপিলো গদী আঁটা আরামদায়ক সীট।
টেম্পো খুব কম দামে পাওয়া যায়। চালাতেও খরচ কম। প্রতি লিটারে ১১.২৬ কিঃ মিঃ চলে। পারমিটের জন্যে স্থানীয় জেলা অধিকর্তার কাছে খোঁজ করুন। হায়ার পারচেজ-এর সুবিধার জন্যে যে কোনো ন্যাশানালাইজড ব্যাংক-এ যোগাযোগ করুন।
আজই অর্ডার বুক করুন।

পরিবেশক:
জে. জে. ইংডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন
বেঙ্গল অটো ডিস্ট্রিবিউটার্স
২৫বি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
কারখানা: ২/২বি, তিলজলা রোড, কলিকাতা-৪৬
স্পেয়ার পার্টস: ২, জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড, কলিকাতা-২০
IMPALA-BA—71/A
(৮৭৫০ এ)

অস্বস্তিকর কাশি নিরাময় করে বাসক
প্রাচীন কাল হইতে বাসকের কফ নিঃসারক ও আক্ষেপ নিবারক গুণ সুবিদিত। গোলমরিচ ও পিপুল সংযোগে এই গুণ বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। নিয়মিত সেবনে কাশি দমন হয় ও কফ তরল হইয়া সহজেই নির্গত হয়। শ্বাস কষ্টের লাঘব করিয়া শ্বাস যন্ত্রকে স্নিগ্ধ রাখে। বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষে সমান উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যালের বাসক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

৩১
বছর শেষ হয়ে এলো
আপনি আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবো—বৎসরান্তে নতুন করে এটাই আমাদের কামনা। আশা করছি দিনে দিনে আরো বেশীসংখ্যক মানুষের কাছে আমরা ব্যাঙ্কের সুযোগসুবিধে পৌঁছে দিতে পারবো। আজকের ইউবিআই তো আপনার সমর্থনেই গড়ে উঠেছে। আশা করি পরের বছর...তারও পরের বছর...আগামী বছরগুলিতেও ইউবিআই এমনিভাবে আপনার সমর্থন লাভ করবে।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
naa/UBI/71

কারুর জন্যেই নয়। সবচেয়ে শেষে যে লোকটি এসেছিল সে নিজের পাত্রে জল ভরে নিয়ে কখন চলে গেছে। কল বন্ধ করা দরকার বোধ করেনি; ভেবেছিল বোধহয় ওকে তো জলের বিল দিতে হবে না! কিন্তু ওটা ওর ভুল। সত্যি বলতে কি আমরা, যারা কর দিই, আমরাই এই সব অপচয়ের জন্যে অযথা পয়সা গুণে যাই। কোথাও কারুর বে-খেয়ালের জন্যে, কলের খোলা মুখ থেকে রাশি রাশি জল বেরিয়ে যাচ্ছে... কল বন্ধ করতে কেউ হয়তো ভুলে গেছে! আমাদের নিজেদের খেয়াল করা কি অন্যকে খেয়াল করিয়ে দেওয়ার কথা কেন মনে করিয়ে দিতে হবে?
অপচয় করবেন না
davp 71/158